সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 4 | Issue 11
24 - 30 March 2017

বর্ষ ০৪ | সংখ্যা ১১
১০ চৈত্র ১৪২৩
২৪ জমাদিউস সানি ১৪৩৮ হিজরী

পার্লামেন্ট ভবন ঘেষে সন্ত্রাসী হামলা

ছুরি নিয়ে হামলা ■ আততায়ী গুলিবিদ্ধ ■ নিহত ৪ ■ ২০জন আহত

দেশ ডেস্ক: অধিবেশন চলার সময় বৃটিশ পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে গুলি ও ছুরি দিয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। নিহতদের মধ্য একজন নারী ও পুলিশের একজন সদস্য রয়েছেন।

পুলিশ এই ঘটনাকে 'সন্ত্রাসী হামলা' হিসেবে বিবেচনা করার কথা জানিয়েছে। সন্দেহভাজন ওই হামলাকারীকে গুলি করেছে পুলিশ। আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

গত ২২ মার্চ বুধবার এ ঘটনার পর পুরো পার্লামেন্ট এলাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পার্লামেন্টের অধিবেশন মুলতবি করা হয়েছে।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, পার্লামেন্টের অদূরে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের কাছে একটি গাড়ি দিয়ে পাঁচজনকে চাপা দেয়। এতে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন নারীর মৃত্যু হয়েছে। ওই হামলাকারী পুলিশের এক সদস্যকে পার্লামেন্ট ভবনের সামনে ছুরিকাঘাত করেন। পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন যে হামলাকারীকে গুলি করা হয়েছে, তিনিই গাড়িতে করে আসার সময় ওই সেতুতে পাঁচজনকে চাপা দেন। পরে পার্লামেন্ট ভবনের বাইরের রেলিংয়ে ধাক্কা খায় তার গাড়ি। সেখান থেকে নেমে তিনি পুলিশের ওপর হামলা করেন।

একজন চিকিৎসকের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, হাসপাতালে আনা আহত এক নারী মারা গেছেন। আহত কয়েকজনের অবস্থা

পৃষ্ঠা ১৮

মহান স্বাধীনতা দিবস রোববার

দেশ ডেস্ক: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২৬ মার্চ রোববার। স্বাধীনতার ৪৬তম বার্ষিকী। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল সোনালি দিন। স্বাধীনতার বাঁধনহারা আনন্দে, উৎসবে উদ্বেলিত হওয়ার দিন। যাদের ত্যাগ আর রক্তে অর্জিত এই স্বাধীন ভূখণ্ড সেই বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে স্বাধীনতার ঘোষণায় উদ্বিগ্ত হয়ে মুক্তির লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল এ দেশের মানুষ। নানা আয়োজনে এবার পালিত হচ্ছে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। পুরো জাতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় স্মরণ করবে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদদের। উৎসবের আনন্দে পালিত হবে স্বাধীনতার বার্ষিকী। দিবসটি উপলক্ষে সরকারি ও বেসরকারিভাবে পালিত হবে নানা কর্মসূচি।

প্রত্যুষে ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে জাতীয় দিবসের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করবেন। এরপর উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা পুস্পস্তবক অর্পণ করবেন। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কূটনীতিক, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণ পুস্পস্তবক অর্পণ করে মহান

পৃষ্ঠা ১৮

সোনালী ব্যাংক ইউকে যেনো ডুবন্ত তরী

তীরে উঠাতে ১৭৮ কোটি টাকার জোগান

দেশ ডেস্ক, ২২ মার্চ : ডুবতে বসছে সোনালী ব্যাংকের ইউকে শাখা। নানা অনিয়ম ও জালিয়াতির কারণে সঙ্কোচিত হয়ে পড়েছে এর ব্যবসা কার্যক্রম। ছয় মাসের জন্য আমানত সংগ্রহে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির ওপর। গুনতে হচ্ছে বড় অঙ্কের জরিমানা। প্রতিনিয়তই লোকসান গুনতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতেও সোনালী ব্যাংক ইউকে শাখার জন্য ১৭৮ কোটি টাকার অর্থের জোগান দিয়েছে সরকার। সোনালী ব্যাংক থেকে আরো ১৭১ কোটি টাকা পাঠানোর জন্য অনুমোদন চাওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে। সোনালী ব্যাংকের এক সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যের ফাইন্যান্সিয়াল কনডাক্ট অথোরিটি (এফসিএ) ও প্রুডেনশিয়াল রেগুলেটরি অথোরিটি (পিআরএ থেকে মানিলন্ডারিং

পৃষ্ঠা ১৮

হোয়াইটচ্যাপেলে রিয়া মানি ট্রান্সফারের শাখা উদ্বোধন

বাংলাদেশী কমিউনিটিকে নিবিড় সেবা দেয়ার প্রত্যয়

দেশ রিপোর্ট: পূর্ব লন্ডনের ৬৯ হোয়াইটচ্যাপেল রোডে ইন্টারন্যাশনার মানি ট্রান্সফার কোম্পানী 'রিয়া মানি ট্রান্সফার'-এর নতুন শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১৭ মার্চ শুক্রবার বিকেলে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মার্সিলা গনজালিজ ফিতা

পৃষ্ঠা ১৮

simplecall
Cheap International Calls
• No contract
• No hidden fees
• Keep your number
• View full call history
• Printed call statement on order
• Setup Call-Direct for easy dialing
• Share one account with many phone numbers
simplecall.com
02035 700 700
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Download Free App

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly

মুসলিম দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রগামী বিমানে লেপটপ নিষিদ্ধ

বৃটিশ সরকারের একই সিদ্ধান্তে বিস্ময়

দেশ ডেস্ক: বেসামরিক বিমানে ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস নিষিদ্ধকরণে যুক্তরাষ্ট্রকে অনুকরণ করার বৃটিশ সরকারের সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি হলেন এভিয়েশন সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনের সম্পাদক ফিলিপ বাম। সরকারের এমন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, যে ল্যাপটপে বিস্ফোরক (আইইডি) বহন করা হচ্ছে এই ২০১৭ সালে এসেও আমরা যদি তা চিহ্নিত করতে না পারি তাহলে বলতে হবে আমাদের স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া পুরোপুরি ত্রুটিপূর্ণ। এ ছাড়া নিষেধাজ্ঞার কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভয়াবহ দুর্ভোগের মুখে পড়বেন। বিঘ্নিত হবে বিমান

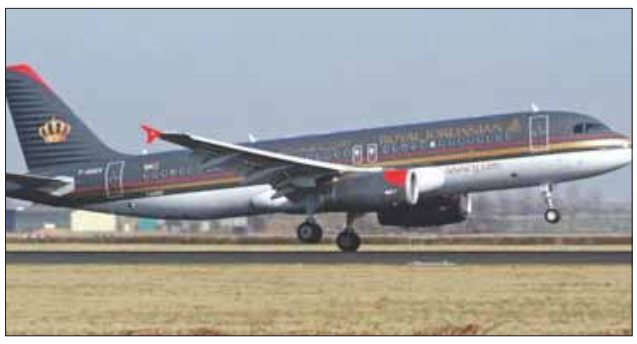

চলাচল। বিমানবন্দরগুলোতে দেখা দিতে পারে বিশৃংখলা। এ খবর দিয়েছে লন্ডনের অনলাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

এতে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম প্রধান দেশগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্রগামী ফ্লাইটে ইলেক্ট্রনিক পণ্য বহন নিষিদ্ধ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই একই পথে অগ্রসর হয়েছে বৃটিশ সরকারও। গত মঙ্গলবার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে'র সরকারি বাসভবন ১০ ডাউনিং স্ট্রিট থেকে বলা হয়েছে তুরস্ক, লেবানন, জর্ডান, মিশর, তিউনিসিয়া ও সৌদি আরব থেকে সরাসরি যুক্তরাজ্যে যেসব ফ্লাইট যায় তার সবটাতে নতুন এই নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এর আওতায় বিমানে একটি মোবাইল ফোনের চেয়ে আকারে বড় কোনো ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বহন করা যাবে না। বিমানবন্দরে এ বিষয়টি চেক করা হবে। এতে বেসামরিক বিমান চলাচল বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ফিলিপ বাম বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, যে মানুষগুলো বিমানে যাতায়াত করেন লাগেজে তাদের ল্যাপটপ ও অন্য সরঞ্জাম চেক করা উৎসাহিত করা খুবই কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ হবে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে স্পষ্ট করেছে, এসব ডিভাইসের মাধ্যমে

পৃষ্ঠা ১৮

মুহিতের সামনেই মিসবাহর খায়েস!

সিলেট প্রতিনিধি: 'আমি জীবনেও জনপ্রতিনিধি হতে পারিনি। যেহেতু আমাদের সুযোগ্য অর্থমন্ত্রী বয়স হয়েছে, তিনি অবসর নেবেন। আজ যখন সুযোগ এসেছে, আমি আপনাদের সহায়তা পেলে দলের সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে সিলেট-১ আসনে প্রার্থী হওয়ার আবেদন জানাতে চাই। আমার প্রতি দোয়া রাখবেন, আমি যেন মনোনয়ন পাই। আমি অতীতে আপনাদের পাশে ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকব।'

বক্তৃতায় এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের দর্শক সারিতে মেলে ধরা হলো ব্যানার। তাতে 'মিসবাহ ভাইকে সংসদে দেখতে চাই' ব্যানার শোভা পাচ্ছে।

গত ২২ মার্চ বুধবার সিলেটে বিভাগীয় তৃণমূল সমাবেশে এভাবেই কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মিসবাহউদ্দিন সিরাজ সিলেট-১ আসনে আগামী জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থিতা ঘোষণা করেন। তৃণমূল সমাবেশ শেষে এ বিষয়টি সিলেটের রাজনৈতিক অঙ্গন সরব হয়ে ওঠে।

এ ব্যাপারে মিসবাহউদ্দিন সিরাজ সিলেট-১ আসনে প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'তৃণমূল প্রতিনিধিদের চাওয়া পূরণ

পৃষ্ঠা ১৮

বাংলাদেশে বৃটিশ সরকারের ভ্রমণ সতর্কতা

GOV.UK

ঢাকা প্রতিনিধি: ঢাকার আশকোনায় র‍্যাব ব্যারাকে জঙ্গি হামলার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বৃটিশ সরকারের বাংলাদেশ বিষয়ক ভ্রমণ সতর্কবার্তায়। বলা হয়েছে, গত ১৭ মার্চ আইন প্রয়োগকারী এ সংস্থার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হামলা চালানোর পর এর দায় স্বীকার করে দায়েশ। ১৬ মার্চ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে জঙ্গি বিরোধী অভিযানের প্রসঙ্গও তুলে ধরা হয়েছে। এসব ঘটনা তুলে ধরে নিজ দেশের নাগরিকদের সতর্ক করেছে বৃটেন। সর্বশেষ এ সতর্কতা আপডেট করা হয়েছে ২০ মার্চ। এতে বলা হয়েছে, এখনও বাংলাদেশে আল কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট (একিউআইএস) সম্পৃক্ত গ্রুপগুলো সক্রিয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী

পৃষ্ঠা ১৮

সবচেয়ে সুখী দেশ নরওয়ে

১৫৫ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান ১১০

দেশ ডেস্ক, ২১ মার্চ : বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকায় এবার শীর্ষ অবস্থানে আছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ নরওয়ে। প্রতিবেশী দেশ ডেনমার্ককে পেছনে ফেলে এবার তালিকার এক নম্বরে উঠে গেল দেশটি। আর ১৫৫টি দেশের মধ্যে সুখী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ১১০তম। বাংলাদেশের উন্নতি নেই, অবনতিও

পৃষ্ঠা ৩৮

ব্রেক্সিট বিষয়ক লিসবন চুক্তি

২৯ মার্চ অনুচ্ছেদ ৫০ সক্রিয় করবেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী

দেশ ডেস্ক: বহুল কাঙ্খিত ব্রেক্সিট বিষয়ক লিসবন চুক্তির ৫০ অনুচ্ছেদ আগামী ২৯ মার্চ সক্রিয় করবেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে। এর পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বৃটেনকে বের করে আনতে তিনি সমঝোতার জন্য সময় পাবেন দু'বছর। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ১০ ডাউনিং স্ট্রিট থেকে এমন ঘোষণা দেয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ব্রেক্সিট নিয়ে কঠোর সমঝোতায় (হার্ড নেগোশিয়েশন) যাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। তবে সরকারের এমন ঘোষণার

পৃষ্ঠা ৩৮

স্টাফ সংকট প্রকট

নর্থাম্পটনশায়ারে কারি শিল্পের অস্তিত্ব হুমকীর মুখে

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম: ব্রিটেনের নর্থাম্পটনশায়ারে দীর্ঘদিন ধরে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট ব্যবসা বাংলাদেশীদের দখলে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নানা কারণে দক্ষ স্টাফ সংকটে ভূগছেন এখানকার রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা। ফলে এখানকার কারি শিল্পের অস্তিত্ব হুমকীর মুখে রয়েছে।

ব্রিটেনে প্রায় বারো হাজার রেস্টুরেন্ট ও টেকওয়ে রয়েছে। এই কারি শিল্পের সাথে জড়িত আছেন প্রায় এক লাখ পঞ্চাশ হাজার মানুষ। ব্রিটেনের অর্থনীতিতে কারি শিল্প বছরে সাড়ে চার বিলিয়ন পাউন্ড যোগান দেয়। ইমিগ্রেশনের কড়াকড়ির কারণে দেশ থেকে স্টাফ আনা যাচ্ছে না, তাই সংকটের মধ্যে পড়েছেন এ শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা। নর্থাম্পটনশায়ারে

পৃষ্ঠা ১৮

বাংলাদেশ ব্যাংক একদিনেই তুলে নিলো ৪ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা

ঢাকা, ২২ মার্চ : এক দিনেই বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে তুলে নিলো চার হাজার ২৭৫ কোটি টাকা।

পৃষ্ঠা ৩৮

অবৈধদের সৌদি আরব ছাড়তে ৩ মাসের সময়

ঢাকা, ২১ মার্চ : আবারো সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে সৌদি আরব। এবার আবাসন খাতে ও শ্রম আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য ৯০ দিনের সময় দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এ সময়সীমার মধ্যে আইন লঙ ঘনকারীরা জরিমানা ছাড়া সৌদি আরব ছেড়ে যেতে পারবেন। এ খবর দিয়েছে অনলাইন আরব নিউজ। এতে বলা হয়েছে, এজন্য রোববার 'এ নেশন উইদাউট ভায়োলেশনস' শীর্ষক একটি প্রচারণা শুরু করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স মোহাম্মদ বিন নায়েফ বলেছেন, আশা করি আইন লঙ্ঘনকারীরা এ সময়সীমায় সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নেবেন। সাধারণ ক্ষমা কার্যকর হবে ২৯শে মার্চ থেকে। এ

পৃষ্ঠা ৩৮

পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে তোড়জোড় ঢাকা মহানগর আ'লীগে

উত্তরে কাজ শুরু, দক্ষিণে খসড়াতেই সীমাবদ্ধ

ঢাকা, ২২ মার্চ : এক বছর পার হতে চললেও থানা ওয়ার্ডের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে পারেনি ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ। তবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়ার পর নড়েচড়ে বসেছেন মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা। চলছে তোড়জোড়। আগামী এপ্রিলে পূর্ণাঙ্গ কমিটি দেয়ার লক্ষ্যে মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের ৯টি টিম ইতোমধ্যে মাঠে তৎপরতা শুরু করেছে। আর মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ ৯টি বিশেষ টিমের খসড়া তালিকা করলেও এখনো তা চূড়ান্ত করতে পারেনি। জানা গেছে, টিমের প্রধান হচ্ছেন মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির একজন সদস্য। টিমের অন্য সদস্যদের মধ্যে থাকছেন– নগরের আরেকজন সদস্য, সংশ্লিষ্ট এমপি, সংশ্লিষ্ট থানা ও ওয়ার্ডের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকেরা।

গত ৭ মার্চ এক অনুষ্ঠানে এ মাসের মধ্যেই থানা ও ওয়ার্ডের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের দুই অংশের নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এর আগেও গত ২ জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানে মহানগর আওয়ামী লীগকে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেন, মহানগরের অন্তর্গত সব থানা ও ওয়ার্ডে পূর্ণাঙ্গ কমিটি শিগগিরই করতে হবে। এ কমিটিতে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ নারী কর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একাধিকবার নির্দেশের পরও সংশ্লিষ্ট থানা ও ওয়ার্ডের পূর্ণাঙ্গ কমিটি দিতে পারেনি মহানগর আওয়ামী লীগ। তবে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে নেতারা এখন সক্রিয়। জানা গেছে, থানা ও ওয়ার্ড পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে গত কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় ৯টি বিশেষ টিম গঠন করেছে মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ। ওই কমিটি ইতোমধ্যে মাঠে কাজ শুরু করেছে। তৃণমূল থেকে যাচাই-বাছাই করে পূর্ণাঙ্গ কমিটির সুপারিশ করবে ওই বিশেষ কমিটি। এর মধ্য থেকেই পুনরায় যাচাই-বাছাই করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে। এ প্রসঙ্গে মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাদেক খান বলেন, থানা ও ওয়ার্ড পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ৯টি টিম গঠন করা হয়েছে। ওই টিমগুলো কাজ করছে। আমরা আশা করছি, আগামী এপ্রিলে যাচাই-বাছাই শেষ করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করতে পারব। তবে এখনো কাজ শুরু করতে পারেনি মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ। ইতোমধ্যে থানা ও ওয়ার্ড পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ৯টি বিশেষ টিমের খসড়া কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট নেতারা। ওই খসড়া চূড়ান্ত করেই কাজ শুরু করতে চান মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের নেতারা। দীর্ঘ দিন ধরে তৃণমূলও তাকিয়ে আছে মহানগরের দিকে। বিলম্বিত হওয়ায় ত্যাগী ও যোগ্য নেতারা হতাশায় ভুগছেন। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তুত থাকলেও এখনো কোনো দিকনির্দেশনা পাননি ওয়ার্ড ও থানার নেতারা। কবে নাগাদ নির্দেশনা পাবেন, সে বিষয়েও তারা কিছু বলতে পারছেন না। এ প্রসঙ্গে মহানগর দক্ষিণের অন্তর্গত ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম অনু বলেন, পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। তবে এখনো কোনো নির্দেশনা পাইনি। নগর আওয়ামী লীগের নির্দেশ পেলেই কাজ শুরু করব। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য বিশেষ টিমের খসড়া হওয়ার কথা শুনেছেন প্ ন থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তবা জামান পপি। তিনি বলেন, টিমের খসড়া হয়েছে শুনেছি। তবে আমাদের থানায় কে দায়িত্ব পেয়েছেন তা এখনো জানি না। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। নির্দেশ পেলেই কাজ শুরু করব। একই কথা জানালেন মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি বশিরুল আলম খান বাবুল। তিনি বলেন, পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য কোনো নির্দেশনা এখনো পাইনি। পেলেই কাজ শুরু করা হবে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ বলেন, সংশ্লিষ্ট থানা ও ওয়ার্ড পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সংসদীয় আটটিসহ ৯টি টিমের খসড়া করা হয়েছে। শিগগিরই ওই টিমের তালিকা চূড়ান্ত করে কাজ শুরু করা হবে।

জানা গেছে, ২০১২ সালের ২৭ ডিসেম্বর ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনের তিন বছর তিন মাস পর ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ২০১৬ সালের ১০ এপ্রিল ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের তখনকার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। একই সাথে রাজধানীর ৪৫টি থানা এবং ১০০টি ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নামও ঘোষণা করা হয়। এরপর সাত মাসের মাথায় একই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা মহানগর উত্তর-দক্ষিণের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। তবে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের অন্তর্গত ৪৫টি থানা এবং ১০০টি ওয়ার্ডের পূর্ণাঙ্গ কমিটি এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

র‍্যাব ব্যারাকে আত্মঘাতী হামলা

সন্দেহভাজন নিহত হানিফের লাশ গ্রামের বাড়ি

ঢাকা, ২২ মার্চ : 'আমার ভাই যদি কোনো অপরাধী হয়ে থাকে তাহলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার বিচার হোক। কিন্তু তাকে এভাবে মেরে ফেলা হলো কেন? আমার ভাইয়ের সব সম্পদ লুটে নেয়া হলো কেন? গতকাল মঙ্গলবার বড় ভাই হানিফের লাশ গ্রহণ করতে গিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে সাংবাদিকদের সামনে এমন সব প্রশ্ন করেন নিহতের ছোট ভাই হালিম মৃধা। তিনি বলেন, শুধু আমার ভাইকেই হত্যা করা হয়নি, তার সব সম্পদও লুটে নেয়া হয়েছে। এখন এ পরিবারটির কী অবস্থা হবে তা কেউ জানে না। তিনি অভিযোগ করেন, 'এটি কোনো সাভাবিক মৃত্যু নয়, আমার ভাইকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে'।

বিমানবন্দর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) মো: এজাজ শফি জানিয়েছিলেন, গত শুক্রবার আশকোনায় র‍্যাবের ব্যারাকে আত্মঘাতী হামলার পর র‍্যাব ওই এলাকায় অভিযান চালায়। বিকেল ৪টায় র‍্যাবের অভিযানের সময় পালাতে গিয়ে পড়ে আহত হয় হানিফ। পরে তাকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার রাতে তার মৃত্যু হয়। শনিবার বেলা সোয়া ২টায় হাসপাতাল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিকেলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। প্রায় চার দিন পর গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে নিহতের ভাই হালিম মৃধা মর্গ থেকে লাশ বুঝে নেন। এ সময় তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

হালিম বলেন, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বরিশালে চরমোনাই পীরের মাহফিলে গিয়েছিলেন হানিফ ও তার বন্ধু সোহেল। সেখানে মাহফিল শেষ করে ২৭ ফেব্রুয়ারি তারা লঞ্চে করে ঢাকায় ফেরেন। তাদের রিসিভ করতে বাসা থেকে ড্রাইভার জুয়েলকে দিয়ে একটি প্রাইভেট কার পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রাইভেট কার চালক জুয়েল একা ফিরে এসে বাসায় জানায়, কাচপুর ব্রিজের কাছ থেকে ডিবি পরিচয় দিয়ে সাত-আটজন ব্যক্তি হানিফ ও সোহেলকে একটি হাইয়াস মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। তার মধ্যে কয়েকজন জুয়েলকে অস্ত্র ঠেকিয়ে তার প্রাইভেট কারে ওঠে। তারা অস্ত্রের মুখে জুয়েলকে জিম্মি করে গাড়ি চালাতে বলে। একপর্যায়ে পূর্বাচলে গিয়ে জুয়েলকে মারধর করে ফেলে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। এ ঘটনায় হানিফের ভাই মো: হালিম মৃধা সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ৪ মার্চ জিডি করেন।

তিনি আরো বলেন, এর মধ্যে গত ১৫ মার্চ রাতে আমার ভাই হানিফকে নিয়ে কয়েকজন র‍্যাব সদস্য তার (হানিফের) রায়ের বাজার বাসায় যায়। তারা বাসায় থাকা হানিফের ক্রেডিট কার্ড ও চেক বই নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় হানিফ তার স্ত্রী কুলসুমকে বলে 'আমাকে মজিবর ধরিয়ে দিয়েছে'। তবে মজিবুর সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য দিতে পারেননি হালিম। হালিম বলেন, আমার ভাই হানিফ ছিলেন ব্যবসায়ী। তুরাগ পরিবহনে তার তিনটি বাস রয়েছে।

Areas we cover

1. Immigration & nationality
2. Commercial property
3. Family matters
4. Civil litigation
5. Money claim
6. Conveyancing
7. Landlord & tenant
8. Welfare
9. Debt management
10. Miscellaneous
    1. Attestation
    2. Power of attorney
    3. Deed poll
    4. Statutory declaration
    5. Will

Principal solicitors
1. Abu Mazid (Arif)
2. Sharif Md Nurul Amin

Fee earners
1. Shafiqul Islam
2. Md Atique Mahmud
3. Syed Enam Ahmmad

2nd Floor, 117 New Road
London E1 1HJ, UK
Tel: 0207 375 1274

Fax: 0207 247 9296
Email: info@cwchambers.com
Web: www.cwchambers.com

For Local People | Distance Learner | Onsite

GREEN VISION TRAINING

Green Vision Training Centre, London

২০১২ সাল থেকে কমিউনিটিতে সুপরিচিত গ্রীন ভিশন ট্রেনিং সেন্টার এর সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- B1 (ISE 1) English courses for Private Hire Drivers
- B1 English courses for British citizenship and ILR
- A2 English courses for Spouse visa extension
- Property Inspection Report for Immigration Purpose
- Life in the UK Test Preparation & Training

Please Contact:
Tel: 0203 129 2648 | Mob: 07912 351 329 / 07883 087 170
Email: info@gvec.co.uk | Web: www.gvec.co.uk
241A Whitechapel Road, 3rd Floor, Unit 2, (Above Ponchokhana Restuarant), London, E1 1DB

06 cont

LONDON TRAINING CENTRE

15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES
- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES
- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965
Business Development Centre, UNIT 7
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF
info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com

Highfield ncfe. ASDAN

খালেদার ৩২ মামলার ২১টিতে চার্জশিট

এ নিয়ে কথা বলা নেতাদের ওপর বিরক্ত হাইকমান্ড

ঢাকা, ২২ মার্চ : বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নামে এ পর্যন্ত দুর্নীতি, নাশকতা, মানহানি ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ৩২টি মামলা চলছে। ইতিমধ্যে তদন্ত শেষে চার্জশিট দেয়া হয়েছে ২১ মামলায়। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আসামিকে পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর আদালত সাফাই সাক্ষ্য গ্রহন করবে। পরে যুক্তি-তর্ক শেষে রায় ঘোষণা। মামলাগুলোর কোনটি চলছে দ্রুতগতিতে। কোনটির গতি মন্থর। খালেদা জিয়াকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে আদালতে যেতে হচ্ছে। কোন কোন সপ্তাহে দুই বারও ডাক পড়ছে হাজিরার।

কয়েকদিন আগে বিএনপির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলাটি ঢাকা-৩ নম্বর বিশেষ জজ আদালত থেকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে বদলির আদেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে ৬০ দিনের মধ্যে মামলার বিচারকাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ সময়সীমাকে বিএনপির ওপর নতুন চাপ বলে কেউ কেউ মনে করলেও দলটির নেতা ও আইনজীবীরা চাপ মনে করছেন না।

এই প্রেক্ষাপটে মামলা ও সম্ভাব্য রায় নিয়ে দলের সিনিয়র নেতাদের আগ বাড়িয়ে দেওয়া বক্তব্য-বিবৃতিতে বিরক্ত বিএনপির হাইকমান্ড। রায়ে কি হবে বা রায়ের পরে কি করা হবে তা নিয়ে নেতাদের অতিরঞ্জিত কথা-বার্তা বলতে নিষেধ করেছেন বেগম খালেদা জিয়া। এরপর থেকে এ প্রসঙ্গে আর কথা বলছেন না নেতারা। সমপ্রতি তিনি কয়েকজন সিনিয়র নেতার সাথে বৈঠকে বলেছেন, 'আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলাই রাজনৈতিক এবং তা হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এসব মামলা করা হয়েছে। এ নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই। আমি ন্যায়বিচার আশা করি। নিরপেক্ষ বিচার হলে এইসব মামলায় কিছু হবে না।'

বেগম জিয়ার সঙ্গে সমপ্রতি কয়েকজন বিএনপি সমর্থক বুদ্ধিজীবী সাক্ষাৎ করতে গেলে তাদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'শেখ হাসিনার নামে ১৫টি মামলা ছিল। সব মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নামে থাকা সাড়ে সাত হাজার মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে। অথচ আমার নামে ওয়ান ইলেভেনের সময়ে করা মিথ্যা মামলার একটিও সরকার প্রত্যাহার না করে চালিয়ে যাচ্ছে। মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া চলছে। মামলায় যদি ষড়যন্ত্র করে অন্যায্য সাজা দেওয়া হয় তবে তা করেও আমাকে টলানো যাবে না। সেই রায় মানবে না দেশের জনগন।

বিএনপির কয়েকজন সিনিয়র নেতা এবং আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, খালেদা জিয়ার মামলাগুলো স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই চালিয়ে নেবেন তারা। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, মামলায় রায় নিয়ে দলের চেয়েও বেশি চিন্তা সরকারের। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে মামলাগুলোর তেমন ভিত্তি ও আইনি জোর নেই। মামলার রায় নিয়ে আমরা চিন্তা করি না। তিনি বলেন, খালেদা জিয়া সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিক। তাকে জেলে রাখার ঝুঁকি সরকার নেবে বলে মনে হয় না। আমরা আইনের পথেই তার মামলাগুলো মোকাবিলা করব।

দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, সরকার নানা কারণে ভীত। আর এই ভয় তাড়াতে চেয়ারপারসনকে গ্রেফতার বা তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য দিয়ে বেড়াচ্ছে আওয়ামী লীগ। আইনি মোকাবিলা চলছে, প্রয়োজনে পাশাপাশি রাজপথে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এ বিষয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী এবং আইনজীবী অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস বলেন, ম্যাডামের বিরুদ্ধে সব মামলাই রাজনৈতিক। কোন মামলারই আইনগত ভিত্তি নেই। তারপরও সরকার আদালতকে প্রভাবিত করে যদি অন্যায়ভাবে সাজা দেয় তাহলে দেশের মানুষ তা গ্রহন করবেন না। মানুষ ফুসে উঠবে।

খালেদা জিয়ার আইনজীবী অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমদ তালুকদার বলেন, খালেদা জিয়ার নামে এখন ৩২টি মামলা চলছে। তার মধ্যে ২১টিতে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। সঠিক বিচার হলে এসব মামলার একটিও টিকবে না।

৩২ মামলার মধ্যে পাঁচটি দুর্নীতির অভিযোগে করা। বাকিগুলো সহিংসতা, হত্যা, নাশকতা, রাষ্ট্রদ্রোহ ও মানহানির মামলা। দুর্নীতির পাঁচ মামলাই সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) দায়ের করেছিল। এর মধ্যে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা, জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা ও নাইকো দুর্নীতি মামলা সচল রয়েছে। হত্যা ও নাশকতার মামলা চলছে ১৪ টি। রাষ্ট্রদ্রোহ ও মানহানির মামলা ১১ টি।

মালয়েশিয়ায় জি টু জি প্লাসে কর্মী প্রেরণ

নির্ধারিত খরচ ৩৩ হাজার লাগছে সাড়ে তিন লাখ

ঢাকা, ২২ মার্চ : জি টু জি প্লাস প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয়ায় কর্মী যাওয়ার সরকার-নির্ধারিত খরচ ৩৩ হাজার ৫৭৫ টাকা। কিন্তু কর্মীপ্রতি খরচ হচ্ছে দুই থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা। অর্থাৎ, নির্ধারিত খরচের ১০ গুণ পর্যন্ত দিতে হচ্ছে। ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা বলছেন, খরচের বিষয়ে তাঁদের মুখ খুলতে বারণ করা হয়েছে।

কিন্তু প্রথম আলোর অনুসন্ধানে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের চিত্র উঠে এসেছে। এ ব্যাপারে সরকারেরও কোনো নজরদারি নেই। ব্যবসায়ীরা বরাবরের মতোই বলছেন, মাঠপর্যায়ের দালালেরা অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছেন। আর যে খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা বাস্তবসম্মত নয়।

কাগজে ৩৩ হাজার, বাস্তবে কয়েক গুণ

জি টু জি চুক্তির আওতায় মালয়েশিয়ায় যাওয়ার খরচ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩৩ হাজার টাকা। এই চুক্তির আওতায় মাত্র আট হাজার কর্মী গেলেও তাঁরা অতিরিক্ত টাকা দিয়েছিলেন, এমন অভিযোগ ছিল না। জি টু জি প্লাসে নির্ধারিত খরচ ৩৩ হাজার ৫৭৫ টাকা। তবে চিত্র উল্টো।

১৫ মার্চ আইএসএমটি হিউম্যান রিসোর্স, প্যাসেজ অ্যাসোসিয়েটস, রাব্বী ইন্টারন্যাশনালসহ মোট চারটি জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৩২ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় গেছেন। তাঁদের একজন টাঙ্গাইলের নিজাম উদ্দিন। খরচের বিষয়ে সেদিন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কী লাভ এসব বলে? আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে এসব নিয়ে কারও সঙ্গে কথা না বলতে। মাসে বাংলাদেশি টাকায় ১৮ হাজার টাকা বেতন।'

টিপু সুলতান নামের একজন বলেন, 'সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ করে যাচ্ছি। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে মানা করা হয়েছে। আর বললেও বলতে হবে ৩৩ হাজার টাকা লেগেছে।'

মালয়েশিয়ায় যাওয়ার আগে কফিলউদ্দিন আহমেদ, নাসির আলী, আশরাফুল, ইমাম হোসেনসহ আরও ২৫ জনের সঙ্গে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে কথা হয় প্রথম আলোর। তাঁরাও যাওয়ার খরচ বলতে রাজি হননি। কেউ মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে আবার কেউ সরাসরি জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করেন। মালয়েশিয়ায় যাওয়া জহিরুল ইসলামের বাবা শাহজামাল বলেন, ছেলেকে পাঠাতে ৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ঋণ করে টাকা জোগাড় করেছেন।

অভিযোগের বিষয়ে আইএসএমটি হিউম্যান রিসোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফুল ইসলাম বলেন, 'আমরা সরকার-নির্ধারিত যে খরচ, সেই টাকাই নিচ্ছি। এর বাইরে টাকা নিচ্ছি না।' সরকার-নির্ধারিত খরচে কর্মী পাঠিয়ে ব্যবসা করা সম্ভব কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সরকার তো নীতিমালা করার সময় আমাদের কাউকে রাখেনি। রাখলে আমরা আমাদের কথা বলতে পারতাম। তবে শুরুর দিকে কিছুটা এলোমেলো হচ্ছে। ঢাকার বাইরে মধ্যস্বত্বভোগীদের আমরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। তবে আশা করছি, দ্রুতই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।'

অবৈধ লেনদেনে জড়িয়ে পড়েন বিচারকও

ঢাকা, ২২ মার্চ : দেশের নিম্ন আদালতগুলোতে অবৈধ লেনদেন হয়। সুপ্রিম কোর্টের তদন্তেই এমন কয়েকটি অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা মেলে বলে জানা গেছে। এ লেনদেনের প্রক্রিয়ায় জড়িত আদালতের কিছু অসাধু কর্মচারী, এমনকি কোনো কোনো বিচারকও।

সারা দেশে বর্তমানে দুই হাজারের বেশি বিচারক দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের মধ্যে অভিযোগ সামান্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে। তবু এসব অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে কর্তৃপক্ষ। কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। বিভাগীয় মামলাও রুজু হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল সৈয়দ আমিনুল ইসলাম বলেন, 'এমন কিছু অভিযোগ রয়েছে। কিছু বিচারকের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। বিভাগীয় মামলাও হয়েছে। তবে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা নজরদারি জোরদার করেছি।'

বিচার বিভাগ সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত বলে টিআইবির প্রতিবেদনে একবার উঠে আসে। কিন্তু বিষয়টির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে না পারায় তা আর বেশি দূর এগোয়নি। ওই সময় ব্যাপক তদন্তের আশা করেছিল জনগণ। কিন্তু তদন্ত করে বিচার বিভাগের কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।

ঢাকার খিলগাঁও থানার একটি নাশকতার মামলায় [নম্বর ৪৭(১) ১৫] দেখা যায়, সুমন নামের এক যুবক দুই বছর ধরে কারাবন্দি। হত্যাচেষ্টা, গাড়ি ভাঙচুর, গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনায় ওই মামলা হয় ২০১৫ সালে। সুমনের নাম দেওয়া হয় এজাহারের এক নম্বরে। এ কারণেই তাঁর জামিন হয় না। অথচ ওই ঘটনায় নিজের সম্পৃক্ততা স্বীকার করে যে আসামি আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছিলেন তিনিও গ্রেপ্তার হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই জামিন পেয়ে যান। এমনকি তাঁর জবানবন্দি অনুযায়ী অন্য যাঁরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাঁরাও জামিন পেয়ে যান কয়েক দিনের মধ্যেই। সুমনের আইনজীবী ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে শুনানিতে বলেন, 'এই আসামি গরিব, তাই তাঁর জামিন হয়নি। দুই বছর ধরে বন্দি আছেন।' যাঁরা সরাসরি জড়িত বলে নিজেরাই স্বীকার করেছেন তাঁদের আগে জামিন হওয়া অস্বাভাবিক বলে মনে করেন আইনজীবীরা।

একটি হত্যা মামলায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ২০১৩ সালের ১৬ জুন চার আসামিকে একসঙ্গে জামিন দেন রাজবাড়ীর তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজ মাহমুদুল কবীর। মামলার নথি থেকে দেখা যায়, বালিয়াকান্দি থানার লক্ষণদিয়া গ্রামের বাহাদুর মোল্লাকে হত্যার অভিযোগে আগের বছর ২৩ জুলাই বালিয়াকান্দি থানায় মামলাটি করেন হাবিবুর রহমান। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর ২০১৩ সালের ৩০ মে আদালতে আত্মসমর্পণ করেন আসামি সবুর, আমিরুল, বিল্লাল ও ফিরোজ। চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার এ চার আসামিকে ১৬ দিনের মাথায় জামিন দেন বিচারক। এ ছাড়া আট বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা করে আদালতে স্বীকারোক্তি দেওয়া দুই আসামি মহির ও আলালকেও একই বছর জামিন দেন বিচারক মাহমুদুল কবীর। 'ফোর মার্ডার কেস' হিসেবে পরিচিত রাজবাড়ীর একটি চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার আসামি মোখলেসসহ কয়েকজনকে অস্বাভাবিক জামিন দেওয়ার অভিযোগও ছিল এ বিচারকের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া দুজনকে একসঙ্গে হত্যার একটি মামলায় আদালতে দায় স্বীকারকারী আসামি জামালকে জামিন দিয়ে ওই বিচারক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। দুর্নীতির মাধ্যমে এসব জামিন দেওয়ার অভিযোগে রাজবাড়ীর আইনজীবীরা ওই বিচারকের অপসারণ চেয়ে আইনমন্ত্রী ও সুপ্রিম কোর্ট বরাবর আবেদন করেছিলেন। পরে বিচারককে বদলি করা হয়।

দেশের বিভিন্ন আদালতেই এমন চিত্র রয়েছে। ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে প্রভাব খাটিয়ে মামলার জামিন বা আসামির খালাস পাওয়ার ঘটনা নেহাত কম নয়। দেওয়ানি মামলায় সম্পত্তির ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বেলায়ও এমন ঘটনা ঘটে। বর্তমানে এ ধরনের ঘটনা কম হলেও একেবারে বন্ধ হয়নি। বেশ কিছু নিম্ন আদালতের বিচারকের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টেরও অভিযোগ রয়েছে। সেসব অভিযোগের তদন্ত চলছে। আদালতের মামলা পরিচালনার প্রতিটি ধাপেই রয়েছে দুর্নীতি।

বিচার বিভাগীয় একাধিক তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, কোনো কোনো বিচারক ঘুষ দাবি করেছেন এবং কেউ কেউ রায় দেওয়ার আগে মোবাইল ফোনে আসামির সঙ্গে কথা বলেছেন। গত বছর দুর্নীতির অভিযোগে ঢাকার সাবেক অতিরিক্ত জেলা জজের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করার পর তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধেই আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনেন। ওই বিচারককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একজন জেলা ও দায়রা জজের বিরুদ্ধে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ এসেছে, তিনি 'মসজিদ নির্মাণের' নামে চোরাচালানি ও বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে সভা করে তাঁদের কাছে টাকা চেয়েছেন এবং তাঁদের মামলাগুলোতে সুবিধা দিতে অধীনস্থ আদালতের বিচারকদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ দিয়েছেন বলেও জানা গেছে।

প্রধান বিচারপতির নির্দেশে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী গত বছর চট্টগ্রাম আদালত পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন শেষে এক প্রতিবেদনে তিনি চট্টগ্রামের তখনকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম ও দুই মহানগর হাকিমের অসদাচরণের প্রমাণ পান বলে উল্লেখ করেন। তিন হাকিম আসামিদের জামিন দিয়ে দুর্নীতি করেছেন বলেও প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়। চট্টগ্রামের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের এক বিচারকের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতি দুর্নীতির অভিযোগ তোলে। বিচারপতির প্রতিবেদন অনুযায়ী ওই চারজনকেই বদলি করা হয়। একই সময়ে বিচারপতি জিনাত আরা ঢাকার কয়েকজন বিচারকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ আনেন। তাঁদের কারো কারো বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অবশ্য কেউ কেউ অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান।

কক্সবাজারের সাবেক জেলা ও দায়রা জজের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মাধ্যমে ৩০ কোটি টাকা উপার্জন এবং নাইক্ষ্যংছড়ির জামায়াত নেতা তোফায়েল আহমেদের আমন্ত্রণে মৎস্য শিকারে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে গত বছর। এ সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান জেলা জজ (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) মো. নুরুল হুদা প্রতিবেদনে বলেন, আসামি তোফায়েলের সঙ্গে কক্সবাজারের সাবেক জেলা জজের ভূরিভোজ অনাকাঙ্ক্ষিত এবং গুরুতর অসদাচরণ। ওই জেলা জজের জামিন আদেশগুলোতে 'দুর্নীতির আশ্রয়, বিচারিক অসততা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিফলন' ঘটেছে বলেও এক তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়।

নড়াইলের সাবেক জেলা জজ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ২০১০ সালের ২৫ মে এক বিচারকের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন মামলায় ওই বিচারক অনিয়ম, অসদাচরণ, দুর্নীতি ও অবিচারসুলভ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন।

১৪ বছরের এক কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যা মামলার পলাতক আসামিকে আত্মসমর্পণ মাত্রই জামিন এবং পরে খালাস দেন ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের একজন সাবেক বিচারক। অভিযোগ ওঠে অবৈধ লেনদেনের।

ফেনীর উপজেলা চেয়ারম্যান একরামুল হক ২০১১ সালের ৩ আগস্ট আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ফেনীর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম জেলা জজ প্রথম আদালত এবং নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের বিচারকের বিরুদ্ধে ঘুষ দাবির অভিযোগ করেছিলেন। অভিযোগে বলা হয়, ২০০৯ সালে একরামুল হক উপজেলা নির্বাচনে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন। ওই মামলায় একরামুল হকের পক্ষে রায় দেওয়ার কথা বলে তাঁর কাছে ১০ লাখ টাকা দাবি করেন বিচারক। ঘুষ না দেওয়ায় একরামুল হকের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়। ওই অভিযোগের পর প্রাথমিক তদন্তে বিচারকের ঘুষ দাবির বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় ২০১২ সালের ৩০ আগস্ট বিচারককে সাময়িক বরখাস্ত করে মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাও হয়।

ঢাকার একজন সহকারী জজের বিরুদ্ধে আবুল কাশেম নামের এক বিচারপ্রার্থী ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর অভিযোগ করেছিলেন, বিচারক মামলার আদেশ দেওয়ার জন্য একাধিকবার মোবাইল ফোনে কল করে অন্যায় আবদার করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট থেকে আইন মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা নিতে চিঠি দেওয়া হয় ২০১৪ সালের ২৯ এপ্রিল।

মাদারীপুরের তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজের বিরুদ্ধে হত্যা মামলায় ছয় বছর পলাতক থাকা আসামিকে ১০ লাখ টাকা নিয়ে জামিন দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ২০১০ সালে প্রধান বিচারপতির কাছে অভিযোগটি করেন মামলার বাদী খোকন মোল্লা। বিষয়টি তদন্ত করতে বলা হয় মন্ত্রণালয়কে।

বেড়েই চলেছে চালের দাম

ঢাকা, ২২ মার্চ : সরকারি হিসাবে দেশে চালের উৎপাদন হয়েছে মোট দেশজ চাহিদার অতিরিক্ত। সরকারিভাবে চাল রফতানির ঘোষণার বাস্তবায়নও দেখেছে দেশবাসী। অবশ্য আমদানিকারকেরাও বসে নেই। গত এক বছরে আমদানি হয়েছে আট লাখ টনের মতো। নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর বলছে, দেশে চালের কোনো সঙ্কট নেই। অথচ গত এক মাস ধরে পাইকারি ও খুচরা বাজারে অত্যাবশ্যকীয় এ পণ্যটির দাম বেড়েই চলেছে। সরকারিভাবে ১০ টাকায় চাল বিক্রির কার্যক্রম চললেও সাধারণ মানুষকে প্রতি কেজি চালের জন্য ব্যয় করতে হচ্ছে ৪৫ থেকে ৫৫ টাকা পর্যন্ত।

বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, পর্যাপ্ত মজুদ থাকার পরও চালকল মালিকেরা কয়েক দফায় দাম বাড়িয়েছেন। তাদের ওপর ভর করে দাম বাড়িয়েছেন আড়তদার ও খুচরা বিক্রেতারাও। রাজধানীর পাইকারি চালের আড়ত ঘুরে দেখা যায়, এক বছরের ব্যবধানে প্রতি বস্তা (৫০ কেজি) মোটা চালের দাম বেড়েছে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা এবং সরু ও মাঝারি মানের চালের দাম বেড়েছে গড়ে ২০০ টাকা। বাজারে বর্তমানে মিনিকেট চালের বস্তা দুই হাজার ৪০০ থেকে দুই হাজার ৫০০ টাকা, গুটি ও স্বর্ণা এক হাজার ৭৫০ থেকে এক হাজার ৮০০ টাকা, পারিজা এক হাজার ৮০০ থেকে এক হাজার ৯০০ টাকা, লতা ও বিআর-২৮ চাল দুই হাজার ১০০ থেকে দুই হাজার ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বিক্রেতারা জানান, গত দুই সপ্তাহ ধরে চালের দাম আবার বাড়তির দিকে। এর মধ্যে গত এক সপ্তাহেই বস্তাপ্রতি দাম বেড়েছে ১০০ টাকা। খুচরা বাজারে ৫০ টাকার নাজিরশাইল বিক্রি হচ্ছে ৫২ টাকায়। এ ছাড়া স্বর্ণা ৪২ টাকা, পারিজা ৪২ থেকে ৪৪ টাকা উন্নতমানের মিনিকেট ৫২ থেকে ৫৪ টাকা, বিআর আটাশ ৪২ থেকে ৪৪ টাকা, উন্নতমানের নাজিরশাইল ৫৩ থেকে ৫৬ টাকা, হাস্কি নাজির ৪২ টাকা, বাসমতি ৫৬ থেকে ৫৮ টাকা, কাটারিভোগ ৭৪ থেকে ৭৬ টাকা এবং পোলাও চাল ১০০ (পুরাতন), নতুন ৭০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা যায়, সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজি কাঁচামরিচের দাম ১০ টাকা বেড়ে ৮০ টাকায়, কালো বেগুনের দাম ১০ টাকা বেড়ে ৬০ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া সাদা বেগুন ৭০ টাকায়, প্রতি কেজি শিম ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, টমেটো ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, গাজর ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, ঢেঁড়স ৬০ থেকে ৭০ টাকা, ঝিঙ্গা ৮০ টাকা, করলা ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, শসা ৪০ থেকে ৫০ টাকা, কচুরমুখি ৬০ টাকা, আলু ১৮ থেকে ২০ টাকা, এবং পেঁপে ২৫ টাকা থেকে ৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্য দিকে কচুর লতি ৬০ থেকে ৭০ টাকা, পটোল ৪০ থেকে ৫০ টাকা, বাঁধাকপি ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, লেবু হালিপ্রতি ২৫ থেকে ৩০ টাকা, আঁটিপ্রতি শাক ১০ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাগুরায় জনসভায় প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হোন

ঢাকা, ২২ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আগামী নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হোন। ২০১৯ সালের নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করুন। তিনি বলেন, দেশ যাতে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায়, সে লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমরা উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে চাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করে এ দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে আমি যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। গতকাল মঙ্গলবার মাগুরার মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান স্টেডিয়ামে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বাবার মতো হাসিমুখে বুকের রক্ত দিয়ে দেশবাসীর সেবা করব। ১৫ আগস্ট একমাত্র বোন রেহানা ছাড়া বাবা-মাসহ স্বজন হারানোর বর্ণনা দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, শোকব্যথা বুকে নিয়ে সব কষ্ট সহ্য করে একটা কারণে দেশে এসেছি, আপনাদের সেবা করার জন্য। জাতির জনক এ দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে চেয়েছিলেন, সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাই না। কারো কাছে মাথা নত করি না।

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় আসে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার চেষ্টা করে। আওয়ামী লীগের একটাই আর্দশ–দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা এ দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করি। বিএনপি কী করেছে? ২০০১ সালে

বাংলাদেশের গ্যাস ভারতের কাছে বিক্রির মুচলেকা দিয়ে 'র' ও আমেরিকার ষড়যন্ত্রে ক্ষমতায় আসে।

মাগুরাবাসীর উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। আপনাদের কাছে একটা দাবি, সকলের কাছে আবেদন– এখানে যেন কোনো রকম সন্ত্রাস, মাদক ও জঙ্গির স্থান না হয়। অভিভাবক, শিক্ষকসহ সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, ছেলে-মেয়েদের প্রতি খেয়াল রাখবেন, তারা যেন বিপথে না যায়। বিপথগামীরা সঠিক পথে ফিরতে চাইলে সব সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা ভালো হতে চায় তাদের জীবন-জীবিকার জন্য যা যা প্রয়োজন তা আমরা করব। সব ধরনের সহযোগিতা দেবো।

জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সহকারী সচিব সাইফুজ্জামান শিখর এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের দাবি রেললাইন, মেডিক্যাল কলেজ এবং আইনজীবী সমিতি ও প্রেসক্লাব ভবন নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা চান। পরে প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে দাবি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন।

সকাল থেকেই আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ জনসভায় আসতে শুরু করেন। দুপুরের মধ্যে জনসমুদ্রে পরিণত হয় গোটা স্টেডিয়াম। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে সর্বস্তরের মানুষ নেচে-গেয়ে মাগুরা শহরকে উৎসবে পরিণত করেন। মাগুরা ছাড়াও ফরিদপুর, রাজবাড়ী, পাংশা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমাবেশে সমবেত হন তারা।

জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি তানজেল হোসেন খানের সভাপতিত্বে জনসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য পিযুষ কান্তি ভট্টাচার্য, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ ও আবদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন শিকদার, পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম, আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, স্থানীয় সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) আবদুল ওয়াহাব, কেন্দ্রীয় নেতা এসএম কামাল হোসেন, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাফিয়া খাতুন, যুব মহিলা লীগের সভাপতি নাজমা আখতার ও সাধারণ সম্পাদক অপু উকিল, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইনসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা।

২৮টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাগুরায় ২৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন করা ১৯টি প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ১৫০ কোটি ৩১ লাখ টাকা। প্রকল্পগুলো হচ্ছে মাগুরা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, মাগুরা ২৫০ শয্যার হাসপাতাল, শ্রীপুর উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, মহাম্মদপুর উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ফটকি নদীর ওপর ১০০.১০ মিটার ব্রিজ নির্মাণ, কাটাখালী জিসি-ইছাখাদা আরঅ্যান্ডএইচ পর্যন্ত প্রায় ৯.৭১ কিলোমিটার সড়ক, ৩০.৫০ মিটার নতুন বাজার সেতু, ঘণ্টায় ৩৫০ ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ভূগর্ভস্থ পানি শোধনাগার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান স্টেডিয়াম, সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের প্রশাসনিক ভবন, বেলনগর এলাকায় হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার (তৃতীয় পর্যায়), আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্রের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ ভবন ও অতিথিশালা, মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়, ৫০ শয্যার শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবন, শালিখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০-শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প, মাগুরা টেক্সটাইল মিল পুনঃউৎপাদন কার্যক্রম, শালিখা উপজেলার আড়পাড়া ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র এবং মাগুরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

প্রধানমন্ত্রী ৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ১৭৭ কোটি ১১ লাখ টাকা। প্রকল্পগুলো হচ্ছে মাগুরা আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন, ফটকি নদীর ওপর ৯৬ মিটার ব্রিজ নির্মাণ, বরইচারা আটিরভিটা-বরইচারা বাজার সড়কে ফটকি নদীর ওপর ৬৬ মিটার ব্রিজ নির্মাণ, চিত্রা নদীর ওপর ৯৬ মিটার ব্রিজ নির্মাণ, জাতীয় মহাসড়কের (এন-৭) মাগুরা শহর অংশ চার লেনে উন্নীতকরণ, মাগুরা পৌরসভার তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার, শ্রীপুর উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম এবং শালিখা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প।

তিস্তা চুক্তি এবারো অনিশ্চিত : পানিসম্পদমন্ত্রী

ঢাকা, ২২ মার্চ : সাত বছর ধরে ঝুলে থাকা তিস্তা চুক্তি প্রধানমন্ত্রীর এবারের ভারত সফরেও হচ্ছে না বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে পানিসম্পদমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদের কথায়।

শেখ হাসিনার সফরের দুই সপ্তাহ আগে গতকাল ঢাকায় এক গোলটেবিলে তিনি বলেছেন, 'আমি কোনো সময়সীমা দিতে চাই না। আবার এও বলব না যে, এ সফরেই তিস্তা চুক্তি হয়ে যাবে। তবে আমি আশাবাদী।' বিডি নিউজ।

তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি নিয়ে বহু আশ্বাস দেয়া হলেও তাতে কোনো অগ্রগতি না হওয়ার মধ্যে ৭ এপ্রিল ভারত সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিশ্ব পানি দিবস উপলে গতকাল আয়োজিত ওই গোলটেবিলে আনিসুল ইসলাম বলেন, ভারতের দু'জন প্রধানমন্ত্রী বলে গেছেন তিস্তা চুক্তি হবে। সম্প্রতি মোদিও তার সফরে বলে গেছেন যে এ চুক্তি হবে।

২০১০ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরের সময়ই তিস্তা চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তির কারণে তা আটকে যায়।

এরপর ভারতে মতার পালাবদলের পর বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়ে ২০১৫ সালে ঢাকা সফরে এলেও সেই জট খোলেনি। আশ্বাস দিয়েই বিদায় নিয়েছিলেন তিনি।

তিস্তা চুক্তি না হওয়ার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের প থেকে বরাবরই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের আপত্তিকে বাধা হিসেবে দেখিয়ে আসছে। এ নিয়ে বিজেপিবিরোধী নেত্রী মমতার সাথে তাদের কোনো আলোচনাই ফলপ্রসূ হয়নি।

এবারের সফরে শেখ হাসিনার সাথে মমতাকে একসাথে বসানোর পরিকল্পনা চলছে বলে নয়া দিল্লির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের প থেকে এ চুক্তির জন্য জোর চেষ্টা চালানোর আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম বলেন, আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে সব সময় কথা বলছি। আমরা ভারতকে গঙ্গার প্রবাহ কমে যাওয়ার কথা জানিয়েছি।

তিস্তা চুক্তির বিষয়ে তিনি বলেন, এ চুক্তি আমাদের কোনো ক্রাইসিস থেকে করা হচ্ছে না, বরং সেচের জন্য যেন আমরা পানি ব্যবহার করতে পারি সে জন্য। এটি শুষ্ক মওসুমের জন্য করা হয়নি। দেখা যায় স্বল্পসময়ের জন্য খরা হয়, সে সময় পানি দিতে না পারলে ফসলের অনেক তি হয়। আর সেই ফসলের যাতে কোনো তি না হয় সে কারণেই তিস্তা চুক্তি।

অনুষ্ঠানে গঙ্গা ব্যারাজ নিয়ে ভারতের সাথে আলোচনা নিয়ে সমালোচনার জবাবও দেন আনিসুল ইসলাম।

তিনি বলেন, গঙ্গা বাঁধ নিয়ে ভারতের সাথে আমাদের কথা হচ্ছে। দুই দেশের যৌথ কমিটিও কাজ করছে। এ বাঁধ নিয়ে আমরা পুনঃপরীা করছি, যাতে ভবিষ্যতের সমস্যাগুলোর বিষয়ে আমরা অবগত হতে পারি। গঙ্গা ব্যারাজের দূরত্ব ১৬৪ কিলোমিটার, যার ৮২ কিলোমিটারের দুই পাড় বাংলাদেশের মধ্যেই; বাকি ৮২ কিলোমিটারের একপাড় বাংলাদেশে, অন্যপাড় ভারতে। অর্থাৎ এ বাঁধের যে অংশে আমরা পানি সংরণ করব তার চারভাগের একভাগ ভারতে। সে জন্য ভারতের সাথে আলোচনা করতে হচ্ছে।

গঙ্গা বাঁধ না করলে দেশের দণিাঞ্চলে আর্সেনিক সমস্যা, বাস্তুসংস্থান সমস্যা, সুন্দরবনের সমস্যা, লবণাক্ততা সমস্যা বাড়বে বলে দাবি করেন পানিসম্পদমন্ত্রী।

'র্বজ্য পানি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক এ গোলটেবিলে পানি সংরণের ওপর জোর দেন তিনি।

ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানোর চেষ্টা চলছে জানিয়ে আনিসুল ইসলাম বলেন, আমাদের চাহিদার ৭০-৮০ ভাগ পানি আমরা ব্যবহার করছি ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে। কিন্তু এটি ৫০ ভাগে নামিয়ে আনতে পারলে এক ধরনের ভারসাম্য আসবে। এ কারণে আমরা উপরিভাগের পানির ওপর জোর দিচ্ছি। তাহলে আর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নামবে না।

ভোরের কাগজ, অ্যান্ড ওয়াটার পোভার্টি, ফ্রেশ ওয়াটার অ্যাকশন নেটওয়ার্ক, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ এবং ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন কোলাবরেটিভ কাউন্সিল এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্তের সভাপতিত্বে বৈঠকে আরো বক্তব্য দেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব জাফর আহমেদ খান, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মারুফ হুসাইন, বাংলাদেশ ওয়াশ অ্যালায়েন্সের পরিচালক মনিরুল ইসলাম ও পল্লী এলাকা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তফা।

বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুর কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মুজিবুর রহমান।

ভারতে হাইকোর্টের রায়

মানবসত্তার মর্যাদা পেল গঙ্গা-যমুনা

ঢাকা, ২২ মার্চ : গঙ্গা ও যমুনা নদী 'জীবন্ত মানবীয় সত্তা'। একজন ভারতীয় নাগরিক যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করে থাকে সেসব অধিকার এই দুই নদীরও রয়েছে। এমনই রায় দিয়েছেন ভারতের উত্তরাখণ্ডের হাইকোর্ট। কয়েক দিন আগে নিউজিল্যান্ডের হোয়াংগানুই নদীকে 'মানুষের মর্যাদা' দিয়ে বিল পাস করে দেশটির পার্লামেন্ট। সেটি ছিল বিশ্বে কোনো নদীকে মানুষের মর্যাদা দেওয়ার প্রথম ঘটনা। এরপর ভারতে গঙ্গা ও যমুনার ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটল। উত্তরাখণ্ডের হাইকোর্টের বিচারক রাজিব শর্মা ও অলোক সিং গত সোমবার গঙ্গার চারপাশে পাথর খনন নিয়ে একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই রায় দেন। আদালত বলেন, গঙ্গা ও যমুনাকে জীবন্ত মানুষের মর্যাদা দেওয়া হলো। এ রায় ব্যাপক দূষণের শিকার নদী দুটির 'সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায়' রাখতে সহায়ক হবে। এই 'আইনি মর্যাদার' কারণে এখন থেকে নদী দুটিকে দূষিত করলে তা একজন মানুষের ক্ষতি করার সমান বিবেচিত হবে। এর মানে হচ্ছে, একজন মানুষের ক্ষতি হলে তিনি যেমন এর প্রতিকার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন, তেমনি এই নদীরাও যেকোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হলে তারা মানুষের মতোই আদালতের কাছে বিচার চাইতে পারবে। ভারতে দুটি নদীই পবিত্র বলে গণ্য। দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা নদী দুটিকে দেবী বলে বিবেচনা করে।

আদালত বলেন, আগামী প্রজন্মের জন্যই গঙ্গাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যেভাবে গঙ্গার চারপাশে পাথর খনন চলছে, কলকারখানাগুলো নদীতে তাদের আবর্জনা ও রাসায়নিক ফেলছে, তা পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে গঙ্গার পাড় দুর্বল তো হচ্ছেই, বন্যার আশঙ্কা বেড়ে যাওয়ায় আশপাশের বাসিন্দারাও বিপদের মধ্যে রয়েছে। আদালত উত্তরাখণ্ড রাজ্যের তিনজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাকে নদী দুটির 'বৈধ অভিভাবক' নিযুক্ত করে এদের অধিকারের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

পরিবেশবাদীরা জানান, ভারতের বহু নদী নোংরা ময়লায় দূষিত হয়ে আছে। অর্থনীতির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নদীদূষণও বাড়ছে। দেশটিতে দূষণবিরোধী আইন থাকলেও নর্দমার ময়লা, কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক, শিল্পবর্জ্য ইত্যাদি অবাধে গিয়ে নদীতে পড়ার কারণেই নদীদূষণ বাড়ছে। পরিবেশবাদীরা আশা করছেন, আদালতের এই রায় নদী দুটিকে দ্রুত পরিষ্কার করার পথ দেখাবে। ন্যাশনাল ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রগ্রামের (এনসিপিআর) ২০১২ সালের এক গবেষণায় গঙ্গাকে 'ক্যান্সার সৃষ্টিকারী নদী' বলে অভিহিত করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, অত্যধিক দূষক ও বিষাক্ত পদার্থ এবং ভারী ধাতু নদীটিকে এর তীরবর্তী বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। দেশে গঙ্গার শাখা-প্রশাখার তীরবর্তী এলাকাগুলোতেই ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে যমুনাকে মৃত নদী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নদীর পানিতে অক্সিজেনের স্তর প্রাণীর বেঁচে থাকার পক্ষে খুবই নগণ্য। সূত্র : গার্ডিয়ান, এনডিটিভি, আনন্দবাজার পত্রিকা।

WESTMINSTER LAW CHAMBERS

ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক
সুদীর্ঘ ২৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে আইনী সেবা দিয়ে আসছেন।

FOR FAST, FRIENDLY & PROFESSIONAL SERVICES

PROPERTY LAW
- ব্যবসা ও লীজ ক্রয় বিক্রয়
- বাড়িঘর ট্রান্সফার
- ল্যান্ডলর্ড ও টেন্যান্ট সমস্যা
- বাংলাদেশে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ

IMMIGRATION LAW
- ইমিগ্রেশন সমস্যা যত জটিল হোক না কেন
- সব ধরণের APPLICATIONS APPEALS, JUDICIAL REVIEW
- EU SETTLEMENT & CITIZENSHIP
- কাজে গ্রেফতার হলে জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা
- LITIGATION

FAMILY LAW
- ডিভোর্স, প্রপার্টি ও আর্থিক বিষয়
- বাচ্চাদের বিষয়
- ইসলামিক তালাক
- যেকোন ধরনের কেইস

BUSINESS LAW
- Company, Commercial, পার্টনারশীপ ও অন্যান্য Civil Cases
- Motoring & Other Criminal Cases
- সব ধরণের এফিডেভিড, পাওয়ার অব এটর্ণি ও Statutory Declarations

243A WHITECAPEL ROAD, LONDON, E1 1DB
TEL: 020 7247 8458
Email: info@westminsterchambers.com
www. westminsterchambers.com
Mobile: 077 1347 1905

WE BOOK UMRAH
FULL PACKAGE

TICKET ● HOTEL 3-5 STARS ● VISA ● TRANSPORT
EXPERIENCED MUALLIM TOUR GUIDE AROUND MECCA AND MADINA

TAKING BOOKINGS FOR UMRAH
SPECIAL OFFER FOR ADVANCED BOOKINGS

ZAM ZAM TRAVELS
MONEY TRANSFER AND CARGO
388 GREEN STREET, LONDON, E13 9AP
0208 470 1155
zamzamtravelsuk@gmail.com

শততম টেস্টে জয়ের উপহার

নিজেদের শততম টেস্টে জয়ের আনন্দই আলাদা। কিন্তু শ্রীলঙ্কাকে তাদের নিজেদের মাটিতে পরাজিত করাটাই বাংলাদেশ জাতীয় (পুরুষ) ক্রিকেট দলের আসল কৃতিত্ব। ক্রিকেটের অভিজাতরূপ টেস্টের নবীনতম দল হিসেবে বাংলাদেশ শুধু ইংল্যান্ডকেই পরাজিত করেনি, জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দিয়ে। দেশকে এই বিরল সম্মান এবং অনাবিল আনন্দ দেওয়ায় মুশফিক-সাকিবের দলকে জানাই উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন।

ইংল্যান্ডকে হারানো বড় না শ্রীলঙ্কাকে হারানো বড়? এর উত্তর হচ্ছে, এর আগে ইংল্যান্ডকে হারানোই সাফল্যের উচ্চতম সোপান ছিল। তবে মনে রাখতে হচ্ছে, মিরপুরের বিজয় আর কলম্বোর বিজয় এক নয়। একটি দেশের মাটিতে, অন্যটি পরদেশের নির্বান্ধব পরিবেশে। শ্রীলঙ্কায় দুই টেস্টের প্রথমটিতে বাংলাদেশের পরাজয়ের সঙ্গে দ্বিতীয়টির বিজয়ের তুলনা করলে, গল টেস্টে মুখ থুবড়ে পড়ার সঙ্গে পি সারাভানাত্তু ওভালে বীরোচিত উঠে দাঁড়ানোর পার্থক্য মাপলে এ জয়ের সত্যিকার গরিমাটা বোঝা যায়। পরাজয়কে কীভাবে দলীয় ঐকতান এবং কঠিন সংকল্প দিয়ে বিজয়ে রূপান্তরিত করা যায়, এই বিজয় তা দেখাল। এই শিক্ষা আমরা জাতীয় জীবনের আরও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতেও কাজে লাগাতে পারি। যৌথ শক্তিতে সবার অবদান কাজে লাগিয়ে, সঠিক দিকনির্দেশনা নিয়ে উদ্দীপ্ত হতে পারলে আরও বড় বড় অর্জন ছিনিয়ে আনা অসম্ভব হবে না।

এমন অর্জন আজ বিরল লাগলেও একসময় অবিরল ধারায় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তার জন্য আরও প্রস্তুতির দরকার রয়েছে। জাতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নেতৃত্বকে পেশাদারি মনোভাব দ্বারা চালিত হতে হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পাশাপাশি আমাদের আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা সৃষ্টি করতে হবে। ক্রিকেটে উজ্জ্বল সব দেশেই জাতীয় দলের জন্য প্রতিভা আহরণ করে আঞ্চলিক তথা বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার মধ্য থেকে। অথচ ১৯৯৭ সালে আইসিসি ট্রফি জেতার পর এমন আলোচনা হলেও, দফায় দফায় তারিখ বদলিয়েও এখনো সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হয়নি। প্রতিটি জয়ে আমরা যে অনন্ত সম্ভাবনায় আশাবাদী হয়ে উঠি, সেই আশা ধরে রাখতে হলে দেশের অঞ্চল পর্যায়ে ক্রিকেটচর্চা ও প্রতিভা বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি খুবই জরুরি।

আধুনিক যুগে ক্রিকেট কেবল খেলা নয়, তা দেশের ভাবমূর্তি বাড়ানো, জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এবং জাতীয় ঐক্যের উপলক্ষ জুগিয়ে যায়। এ জন্য ক্রিকেটারদেরও ত্যাগ, সংগ্রাম ও নিরন্তর সাধনার দরকার আছে।

স্বাধীনতার অর্থ ও মানবিক মর্যাদা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

বাংলাদেশে এখন যাঁদের বয়স ৪৫ অথবা তার কম, তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন স্বাধীন দেশের নাগরিকের সৌভাগ্য নিয়ে। তার ওপরে যাঁদের বয়স কিন্তু ৭০-এর নিচে, তাঁরা ছিলেন প্রথমে পাকিস্তানের নাগরিক, তারপর স্বাধীন বাংলাদেশের। ৭০-এর বেশি যাঁদের বয়স, তাঁরা জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে। তাঁরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছেন, তাঁদের সময় আইনের শাসনও ছিল, কোর্ট-কাছারি ছিল, দারোগা-পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছিল লেখাপড়ার জন্য, সরকারি হাসপাতাল ছিল রোগবালাই হলে চিকিৎসা নেওয়ার, রেলগাড়ি-স্টিমার ছিল যাতায়াতের জন্য। কিন্তু তাঁরা স্বশাসিত ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন পরাধীন। তাঁদের শাসক ছিলেন বিদেশি। তাঁরা দেখতে ছিলেন সুন্দর। লম্বা-চওড়া, গোলাপি-ফরসা। তাঁদের ভাষা ছিল ইংরেজি। পাকিস্তানের প্রধান শাসকেরাও উর্দুতে বাতচিত করতেন, বাংলায় নয়। ১৯৭২ থেকে বাঙালি স্বশাসিত। সেটা কম গৌরবের কথা নয়।

৪৫ বছর বয়স্করা আজ নিজেদের জিজ্ঞেস করতে পারেন তাঁরা কেমন রাষ্ট্রে বাস করছেন। বাংলাদেশের সংবিধান–দেশের সর্বোচ্চ আইন–যে অঙ্গীকার করেছে, রাষ্ট্রটি সেই রকম কি না। সংবিধান নাগরিকদের যেসব অধিকার দিয়েছে, সেসব অধিকার তাঁরা ভোগ করছেন কি না। সংবিধান যে রকম শাসনব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে, ঠিক সেই রকম শাসনব্যবস্থায় দেশ পরিচালিত হচ্ছে কি না। এসব প্রশ্নের হ্যাঁবাচক বা না-বাচক উত্তর থেকে বলা যাবে তাঁরা কেমন রাষ্ট্রের নাগরিক।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে '৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের যে সংবিধান ছিল তা একটি যথেষ্ট ভালো সংবিধান। তা ছিল যাকে বলে ওয়ার্কেবল–কার্যকর বা কাজ চালানোর জন্য উপযুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিকদের দুর্ভাগ্য, যাঁরা সেই সংবিধানের রচয়িতা, তাঁরাই সেটাকে পরিবর্তন করেন। পরে স্বনিয়োজিত শাসকেরা '৭২-এর সংবিধানের চেতনাকে নস্যাৎ করেন। কোনো জিনিস একবার বরবাদ হয়ে গেলে সেটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন।

ষোলো বার সংশোধনের পরেও বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান যে অবস্থায় আছে তাতেও বলা হয়েছে: 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে। এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।' [অনুচ্ছেদ-১১] খুবই স্পষ্ট ঘোষণা। এই দুই বাক্যেই বহু কথা বলা হয়েছে। এই কথা কয়টির অর্থ দাঁড়ায় এই যে রাষ্ট্রযন্ত্র যত ক্ষমতাবানই হোক তার ওপরে একজন ব্যক্তি বা নাগরিকের স্থান। রাষ্ট্রযন্ত্রের কোনো অধিকারই নেই কোনো নাগরিকের 'মানবসত্তার মর্যাদা' ক্ষুণ্ন করে–সে নাগরিক যে-ই হোক। হতে পারে সে একজন পকেটমার, ছিঁচকে চোর বা গ্রাম্য বাটপার, অথবা কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মী কিংবা কোনো পত্রিকার উপসম্পাদকীয় লেখক।

সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা আছে: 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' আইনের আশ্রয় লাভ সব নাগরিক যাতে সমানভাবে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই অধিকারটি আইনের শাসনের প্রাথমিক শর্ত।

সংবিধানের ৩০, ৩১ এবং ৩২ অনুচ্ছেদেও আইনের আশ্রয় লাভের নিরঙ্কুশ অধিকার, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ এবং গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির রক্ষাকবচ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে। এনকাউন্টার, ক্রসফায়ার বা বন্দুকযুদ্ধ কিংবা গুম সম্পর্কে কোনো অনুমোদনমূলক কথা তো দূরের কথা, ওই শব্দগুলোই সংবিধানে নেই।

> নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী সংগঠন ও নারী সংগঠনগুলোকে প্রলোভন দিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করিয়ে রাখলে গণতন্ত্রের চরম ক্ষতি হয়। একাত্তরে ছিল ভয়–মৃত্যুর ভয়, নির্যাতনের ভয়, অপমানের ভয়। স্বাধীন দেশে ভয় থাকবে কেন?

মৌলিক অধিকারের অর্থ অবশ্য এই নয় যে একজন নাগরিক যা খুশি তা-ই করবে। মানুষ অপরাধপ্রবণ প্রাণী। ব্যক্তিস্বাধীনতা নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার। সেই সঙ্গে নাগরিককে হতে হবে আইন মান্যকারী ও সুশৃঙ্খল মানুষ। আইনে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করলে তার শাস্তি প্রাপ্য। তবে সুবিচারের যে নীতি বা দর্শন তা হলো এমন শাস্তি একজন অপরাধীকে দেওয়া যাবে না, যাতে কারাগার থেকে বেরিয়ে সে আরও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। এবং এমন লঘু দণ্ড দেওয়া যাবে না, যার ফলে বারবার সে একই অপরাধ করার সাহস পায়। একটি সভ্য সমাজে কারাগারে এমন পরিবেশ থাকা বাঞ্ছনীয়, যেখানে গিয়ে অপরাধী আত্মসংশোধনের সুযোগ পায় এবং কারাগারেও যেন তার মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়।

অপরাধীর বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত মৌলিক অধিকারের কথাও সংবিধানে বলা হয়েছে। কোনো গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও ভয়ভীতি দেখিয়ে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। তা করা গর্হিত অপরাধ। অভিযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী আইনজীবীর পরামর্শ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। পরাধীন ভারতবর্ষেও তা ছিল।

আমাদের দেশে এমন সব অপরাধের প্রবণতা দেখা দিয়েছে, যা রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ। ওই জাতীয় অপরাধীদের কঠোরভাবে দমন করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। শত্রুতাবশত ব্যক্তিগত খুনখারাবিও অপরাধ। সেখানে কেউ আসামি কেউ ফরিয়াদি। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য যে সন্ত্রাস তা অন্য জিনিস, সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অপরাধীর শত্রু নয়। যারা আহত বা নিহত হয়, তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। ভারতের উচ্চ আদালতের রায়ের খবরও কাগজে দেখেছি। তাতে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসীদের অপরাধের জবাবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনবহির্ভূত তৎপরতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়, বরং তা আরও বেশি হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড উসকে দেবে। সুতরাং হিংস্র অপরাধ নির্মূলে অস্ত্র নয়, বিকল্প একাধিক ব্যবস্থা রাখাই সংগত। সে ব্যবস্থা নরমও হতে পারে, কঠোরও হতে পারে।

সংবিধানে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র'। এর ওপরে কোনো কথা নেই। দেশ স্বাধীন হবে কিন্তু সেখানে কোনো গণতন্ত্র থাকবে না–এমন ধারণা নিয়ে কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাই জীবন বাজি রেখে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেন না। শুধু ভোটাভুটি বা ভোটারবিহীন নির্বাচন মেনে নেওয়াই গণতন্ত্র নয়।

কোনো ধরনের সরকারই একা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারে না। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা রক্ষার জন্য উচ্চতর আদালতসহ বিভিন্ন সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেগুলো যদি যথাযথ ভূমিকা পালন না করতে

পারে তাহলে গণতন্ত্র কার্যকর হয় না। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক, সরকারি কর্মকমিশন, মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন প্রভৃতি যে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করছে–সে ব্যাপারে জনগণের সন্দেহ রয়েছে। ওই সব প্রতিষ্ঠান থেকে যদি জনগণ উপকৃত না হয় তাহলে ওগুলোর কোনো দাম থাকে না। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কেউ হস্তক্ষেপ যদি নাও করে, কিন্তু দক্ষতা নেই। সাক্ষীগোপালের মতো কিছু থাকা না-থাকা একই কথা। মিডিয়ার ব্যাপকতার কারণে বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানেরা প্রচারমুখী হয়ে পড়েছেন। একটি প্রতিষ্ঠানের জুনিয়র এক কর্মকর্তা আমাকে বলেছেন, চ্যানেল ও পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা না থাকলে এসি-কামরায় বসে কাজ না করে প্রতিদিন তাঁর বস সভা-সমাবেশে ছুটতেন না। তাঁরা অব্যাহত উপদেশমূলক, হুঁশিয়ারিমূলক এবং আত্মপ্রশংসামূলক বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাতে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁদের বাক্স্বর্বস্বতা, কিন্তু জাতির কোনো উপকার হচ্ছে না।

দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যম ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। আমাদের সংবাদপত্রের প্রতিবাদী ভূমিকা পালনের ঐতিহ্য আছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর বেসামরিক ও সামরিক-আধা সামরিক সরকারগুলো থেকে বিচিত্রভাবে সংবাদমাধ্যম আক্রান্ত হচ্ছে। বস্তুত, ওই আক্রমণ ও চাপ গণতন্ত্রের ওপর।

আজ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নতির কথা বলে অহংকার করা হচ্ছে। তার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের। বেসরকারি উদ্যোগ গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রায়ত্ত করায় পাটকলসহ শিল্প-কারখানা ধ্বংস হয়ে যায়। সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প-কারখানা-ব্যবসা গড়ে উঠতে থাকে। দুর্নীতি না থাকলে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকলে বেসরকারি উদ্যোগ আরও বিকশিত হতো।

নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী সংগঠন ও নারী সংগঠনগুলোকে প্রলোভন দিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করিয়ে রাখলে গণতন্ত্রের চরম ক্ষতি হয়। একাত্তরে ছিল ভয়–মৃত্যুর ভয়, নির্যাতনের ভয়, অপমানের ভয়। স্বাধীন দেশে ভয় থাকবে কেন?

লাখো মানুষের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতা কয়েক লাখ মানুষকে এত বেশি দিয়েছে যে তা তাঁদের পূর্বপুরুষেরা স্বপ্নেও দেখেননি। সেটা হতে পেরেছে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দর্শন থেকে শাসকশ্রেণি বিচ্যুত হওয়ায়। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বাস্তবায়ন ছাড়া সমাজে মানুষেমানুষে বৈষম্য দূর সম্ভব নয়। অতীতের কোনো গাথাতেই–তা নির্যাতনের কাহিনিই হোক বা বীরত্বের কথাই হোক–বর্তমানের অধিকারহীন মানুষের মন ভিজবে না। স্বাধীনতার সঙ্গে ডিগনিটি অব লাইফ–জীবনের মর্যাদা ও অধিকার জড়িত।

যে দেশে 'পুত্রহীনা আর বিধবার কাঁদনে' 'মর্মের বত্রিশ বাঁধন' ছিঁড়ে যায়, সেই দেশেরই একশ্রেণির মানুষ আমেরিকা ও মালয়েশিয়ায় বাড়ি করে আর সুইস ব্যাংকে টাকার হাঁড়ি গচ্ছিত রাখে, সে দেশে স্বাধীনতার অর্থ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সবার কাছে সমান অর্থ বহন করে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হওয়ার কিছুদিন পর ড. আতিউর রহমান আমাকে নিয়ে শেরপুর গিয়েছিলেন। সেখানকার বিধবাপল্লির মানুষদের জন্য এবং আরও একাত্তরের শহীদ ও নির্যাতিত পরিবারগুলোর জন্য তিনি কিছু করতে চেয়েছিলেন। মলিন বস্ত্র পরা বিধবাপল্লির নারীরা হাঁটু গুঁজে মাথা নিচু করে মাটিতে বসে ছিলেন নির্বাক। স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে তাঁদের যে বিশাল অবদান রয়েছে, তা তাঁরা জানেন না। কিন্তু শাসকশ্রেণি ও আমরাই কি জানি? তা জানলে ৪৬ বছরে বাংলাদেশের অবস্থা হতো অন্য রকম।

সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।

একসঙ্গে ধরে নেওয়া সোহেলের খোঁজ মেলেনি

টাকার জন্যই হানিফকে মেরে ফেলা হয়, অভিযোগ ভাইয়ের

ঢাকা, ২২ মার্চ : র‍্যাবের হেফাজতে নিহত পরিবহন ব্যবসায়ী হানিফ মৃধার লাশ গতকাল মঙ্গলবার দাফনের জন্য নিয়ে গেছে তাঁর পরিবার। লাশ নিতে এসে হানিফের ভাই হালিম মৃধা সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, টাকার জন্যই হানিফকে মেরে ফেলা হয়েছে। নিরপেক্ষ তদন্ত হলে সব বেরিয়ে আসবে।

হানিফের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ অপমৃত্যুর মামলা নিয়েছে। তাঁর সঙ্গে নিখোঁজ সোহেল হোসেনের খোঁজ গতকাল পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বলে তাঁর মা মমতাজ বেগম জানিয়েছেন।

এ ছাড়া শুক্রবার আশকোনায় র‍্যাবের ব্যারাকে ঢুকে আত্মঘাতী হওয়া ব্যক্তির লাশ এখনো মর্গে পড়ে রয়েছে। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরদিন শনিবার ভোরে খিলগাঁওয়ে তল্লাশি চৌকিতে র‍্যাবের গুলিতে নিহত যুবকের পরিচয়ও পাওয়া যায়নি। র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক মুফতি মাহমুদ খান গত রাতে বলেন, নিহত দুজনের পরিচয় পাওয়া গেলে গণমাধ্যমকে জানানো হবে।

গতকাল বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গ থেকে হানিফের লাশ বুঝে নেন তাঁর ভাই হালিম মৃধা। অ্যাম্বুলেন্সে করে লাশ গ্রামের বাড়ি বরগুনার আমতলী উপজেলার আমড়াছিয়া নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় হালিম মৃধা সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা মনে করেন, টাকাপয়সা নেওয়ার জন্যই তাঁর ভাই হানিফকে মেরে ফেলছে। কারণ অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁদের বাবাকে ফোন করে ১০ লাখ টাকা চায়। এ সময় বৃদ্ধ বাবা এক আত্মীয়কে ফোনটি ধরিয়ে দিলে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে গালিগালাজ করা হয় এবং হানিফকে নির্যাতনের হুমকি দেওয়া হয়।

হালিম বলেন, হানিফকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাচ্-বাংলা ও ব্র্যাক ব্যাংকের দুটি চেকে ৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা লিখে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ছাড়া হানিফের ক্রেডিট কার্ডও নিয়ে গেছে তারা। ওই কার্ডে আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত উত্তোলন সীমা ছিল। সব মিলিয়ে ৯ লাখ ৩০ হাজার টাকার চেক ও কার্ড নিয়ে গেছে। হালিম বলেন, এতগুলো টাকার চেক ও কার্ড নিয়ে গেছে। সেগুলো দিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গেলেই তো ধরা পড়ে যাওয়ার কথা। এখন তো সব ব্যাংকেই সিসি ক্যামেরা রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা তদন্ত চাই। আমাদের ধারণা সুষ্ঠু তদন্ত হলেই সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে জানা যাবে কারা হানিফকে ধরে নিয়ে গেল। আমরা সুষ্ঠু তদন্ত চাই।'

এ সময় হালিমের সঙ্গে একজন আইনজীবীও ছিলেন। সাদাপোশাকের বেশ কিছু অচেনা লোককেও দেখা যায়, যারা সাংবাদিকদের সঙ্গে হালিমের কথা মুঠোফোনে ধারণ করছিল।

অপমৃত্যুর মামলা

বিমানবন্দর থানা সূত্র জানায়, হানিফের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের কাছে একটি প্রতিবেদন দিয়েছে র‍্যাব। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, হানিফকে ধরার পর হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ এটিকে অপমৃত্যু মামলা হিসেবে নিয়ে এবং তার ভিত্তিতে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর তার ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানায়।

হানিফের মৃত্যুর বিষয়ে গত শনিবার রাতে র‍্যাব-১-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সারওয়ার বিন কাশেম বলেছিলেন, শুক্রবার র‍্যাব সদর দপ্তরের ফোর্সেস ব্যারাকে জঙ্গি হামলার পর সন্দেহভাজন হিসেবে হানিফকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হলে তাঁকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তবে হানিফের পরিবার বলছে, তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে থাকা সোহেলকে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ধরে নিয়ে যায় ডিবি পরিচয়ধারী লোকজন। ওই রাতে তাঁর ঢাকার রায়েরবাজারের বাসা থেকে কয়েকজন লোক হানিফের মোটরসাইকেলটি নিয়ে যায়। এরপর ১৫ মার্চ সকালে চার-পাঁচজন লোক হানিফকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় আসে। তারা হানিফের ব্র্যাক ব্যাংক ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের চেক বই নিয়ে ৬ লাখ ৭০ হাজার টাকার চেকে সই করিয়ে নেয় এবং হানিফকে নিয়ে আবার চলে যায়।

রিভিউ আবেদন খারিজের রায় প্রকাশ

'মুফতি হান্নান হার্ডকোর সন্ত্রাসী মৃত্যুদণ্ড যথাযথ'

ঢাকা, ২২ মার্চ : সিলেটে সাবেক ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্রেনেড হামলার ঘটনায় করা মামলায় মুফতি আব্দুল হান্নানসহ তিন জঙ্গির রিভিউ আবেদন খারিজের রায় প্রকাশিত হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার। এরপর বিচারিক আদালত (সিলেট), কারা কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সাত দপ্তরে রায়ের কপি পাঠানো হয়। রায়ের কপি পাওয়ার পর তা আসামিদের জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এর মধ্য দিয়ে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে আবেদন করার জন্য যে সাত দিনের সময়সীমা রয়েছে তা গতকাল থেকেই গণনা শুরু হয়েছে। তবে কবে ফাঁসি কার্যকর হবে তা নির্ভর করছে কারা কর্তৃপক্ষের ওপর। মুফতি হান্নান ছাড়া দণ্ডপ্রাপ্ত অন্য দুই জঙ্গি হলো শরীফ শাহেদুল আলম ওরফে বিপুল এবং দেলোয়ার হোসেন ওরফে রিপন।

রিভিউ খারিজের পাঁচ পৃষ্ঠার রায়ে আদালত বলেছেন, দালিলিক প্রমাণ রয়েছে যে মুফতি আব্দুল হান্নান একজন হার্ডকোর সন্ত্রাসী। সে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাস্টারমাইন্ড ও বোমা সরবরাহকারী। অন্য অভিযুক্তরা ঘটনায় সরাসরি অংশ নিয়েছে। রায়ে বলা হয়, এটা বাংলাদেশের অন্যতম হন্তারক ঘটনা, যেখানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। ঘটনাটি এতই নৃশংস ছিল যে কারো মনেই এটা আসতে পারে না, হাইকমিশনারকে হত্যা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। মারাত্মক আহত হয়ে ঘটনাক্রমে তিনি বেঁচে যান। তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যরা বিস্ফোরকের আঘাতে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এ কারণে আসামিদের সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান যথাযথ।

গতকাল অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেন, প্রাণভিক্ষা চাইলে সে আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। রাষ্ট্রপতি যে সিদ্ধান্ত দেবেন তার ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে কারা কর্তৃপক্ষ। আর যদি আসামিরা প্রাণভিক্ষা না চায় তাহলে কারা কর্তৃপক্ষ তাদের পরবর্তী প্রক্রিয়ায় দণ্ড কার্যকর করবে। কারাবিধি মেনে সব আইনিপ্রক্রিয়া সম্পন্নের পর আসামিদের দণ্ড কার্যকরের ব্যাপারে কারা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে।

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, কারাবিধি অনুযায়ী আপিল বিভাগের রায়ের কপি পাওয়ার পর ২১ দিনের আগে নয়, ২৮ দিনের পরে নয়, এ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আসামির রায় কার্যকর করা হয়। সেই বিধানের দিন গণনা শুরু হয়েছে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায়ের কপি পাওয়ার দিন থেকে (গত ১৭ জানুয়ারি)। তবে রিভিউ আবেদন করায় (২৩ ফেব্রুয়ারি) দিন গণনা স্থগিত ছিল। আজ (মঙ্গলবার) থেকে সেই দিন গণনা আবার শুরু হয়েছে। দেশে জঙ্গিবাদ উত্থানের পেছনে যে কজন জড়িত তাদের মধ্যে মুফতি হান্নান অন্যতম। তার ফাঁসির রায় কার্যকর হতে যাচ্ছে। এতে দেশবাসী স্বস্তি পাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালের ২১ মে সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজারে গ্রেনেড হামলায় আনোয়ার চৌধুরীসহ অনেকে আহত হন। নিহত হন পুলিশের দুই কর্মকর্তাসহ তিনজন। পরে পুলিশ বাদী হয়ে সিলেট কোতোয়ালি থানায় অজ্ঞাতপরিচয় আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ২০০৭ সালের ৩১ জুলাই হরকাতুল জিহাদ (হুজি) নেতা মুফতি হান্নানসহ চারজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেওয়া হয়। পরে সম্পূরক চার্জশিটে আরেক জঙ্গি মঈন উদ্দিন ওরফে আবু জান্দালের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিচারিক আদালত মুফতি হান্নান, শরীফ শাহেদুল আলম ওরফে বিপুল ও দেলোয়ার হোসেন ওরফে রিপনকে মৃত্যুদণ্ড এবং মহিবুল্লাহ ওরফে মফিজুর রহমান ওরফে মফিজ ও মুফতি মঈন উদ্দিন ওরফে আবু জান্দালকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করে মুফতি হান্নানসহ কারাবন্দি আসামিরা। এ ছাড়া মৃত্যুদণ্ড অনুমোদনের জন্য নিম্ন আদালত থেকে ডেথ রেফারেন্স পাঠানো হয়। আসামিপক্ষের আপিল ও ডেথ রেফারেন্সের ওপর শুনানি শেষে ২০১৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে রায় ঘোষণা করা হয়। তাতে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখা হয়। ওই বছরের ১৪ জুন রায় হাতে পাওয়ার পর ১৪ জুলাই আপিল করে আসামিপক্ষ। এই আপিলের ওপর শুনানি শেষে গত বছরের ৭ ডিসেম্বর রায় দেন আপিল বিভাগ। রায়ে মুফতি হান্নানসহ তিন আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। এ অবস্থায় গত ১৭ জানুয়ারি আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হওয়ার পর কারাগারে মৃত্যু পরোয়ানা পাঠানো হয়। কাশিমপুর কারাগারে মুফতি হান্নানকে তা পড়ে শোনানো হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগে রিভিউ আবেদন দাখিল করা হয়। ১৯ মার্চ সে আবেদন আপিল বিভাগ খারিজ করে দেন।

IMRAN TRAVELS
ATOL PROTECTED 79159
IATA
Established Agent serving the community since 1996
Appointed Agent
bangladesh
Direct Sylhet from £390+Tax
From January 2017
QATAR AIRWAYS
Dhaka return from £475
Terms & Conditions apply
We are approved Umrah agent by the Ministry of Hajj
■ Umrah fare from £330
■ Complete package from £595
(Minimum 4 person, 5 nights)
We are open 7 days a week
Low cost travel agent
Hajj & Umrah Specialist
T: 0207 375 0800
M: 07984 959 885
07828 235 600
273A Whitechapel Road, Londopn E1 1BY
www.imrantravels.co.uk, E: imrantravels@hotmail.com
36/03-Cont...

গ্রামে বাড়ি নির্মাণে অনুমতির বিধান

দুর্নীতি ও হয়রানি বৃদ্ধির আশঙ্কা

ঢাকা, ২২ মার্চ : অনুমতি ছাড়া কোনো স্থাপনা নির্মাণ করলে জেল-জরিমানার বিধান রেখে আইনের একটি খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এ আইন পাস হলে গ্রামের বাড়িতে একটি ঘর করতেও অনুমতি নিতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। গতকাল দেশজুড়ে অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল এটি। এ আইন যেমনি পরিকল্পিত উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ঘটাবে, তেমনি মাঠ পর্যায়ে আমলাতান্ত্রিকতা, দুর্নীতি ও হয়রানিকে স্বাগত জানাবে। এমনটিই অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

অনেকের মতে এ আইনের যথেচ্ছ ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে এর প্রয়োগ না হলে জনভোগান্তি বাড়বে, যা কি না গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিতে পারে। একই সাথে ক্ষমতাসীন দলীয়দের অবৈধ উপার্জনের পথ আরো সুগম হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। এ ছাড়া রাজধানীসহ দেশের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলো থেকে ভবন বা বাড়ি নির্মাণের নকশা অনুমোদন নিয়ে দুর্নীতি ও হয়রানির বিষয়গুলো নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হতে পারে।

ভুক্তভোগীরা বলেছেন, ভবন নির্মাণের অনুমতি নিতে এখনি যে কাঠখড় পোহাতে হয়, তা সবারই জানা। রাজউক, সিটি করপোরেশন কিংবা পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে বিপুল অঙ্কের ঘুষ দিতে হয়। দিনের পর দিন দালালদের পেছনে ঘুরতে হয়। এখন গ্রামপর্যায়েও যদি একটি ঘর তৈরিতে অনুমতি নিতে হয়, তাহলে দুর্নীতির আরো বিস্তৃতি ঘটবে। বাড়বে ভোগান্তি এবং হয়রানি।

নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন, ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার কিংবা তথাকথিত ধনিক শ্রেণীর খামখেয়ালিপনা বন্ধে এ ধরনের একটি আইনের যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু কার্যকর পরিকল্পনা ছাড়া এ আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হলে তা সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়াবে। কেননা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বারগণের যোগ্যতা বা দক্ষতা নির্মাণকাজ বা নকশা অনুমোদন দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

নগর পরিকল্পনাবিদ ইকবাল হাবিব বলেছেন, এ আইনের সঠিক প্রয়োগ করতে হলে তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এক. দেশের অভ্যন্তরীণ ভূমি ব্যবহারের যে ম্যাপ রয়েছে, তা সমন্বিত ও চূড়ান্ত করতে হবে। দুই. স্থানীয় সরকারে কারিগরিভাবে দক্ষ, যারা ভূমি ব্যবস্থাপনা ভালোভাবে বোঝেন এমন লোকদের নিয়োগ দিতে হবে। তৃতীয়ত : ভবন নির্মাণে অনুমোদন কিংবা মনিটরিং বডিতে জনপ্রতিনিধি ছাড়াও স্থানীয় বিভিন্ন পেশার লোকজনকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমলা বা সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাধান্য কমিয়ে আনতে হবে।

ইকবাল হাবিব বলেন, এসব ব্যবস্থা নেয়া না হলে হয়রানি ভোগান্তি বাড়বে।

দেশের যেকোনো ভূমি উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হলে সরকারের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাগবে, এমন বিধান যুক্ত করে গত সোমবার 'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন' ২০১৭ এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

খসড়া নীতিমালা অনুযায়ী এ আইন লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জেল ও ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে। এ আইনের অধীনে গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৭ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। এ উপদেষ্টা পরিষদ এ সংক্রান্ত সরকারি কর্তৃপক্ষগুলোর কাজের সমন্বয় সাধন করবে। আর দৈনন্দিন কাজের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিবের নেতৃত্বে ২৫ সদস্যের একটি নির্বাহী পরিষদ কাজ করবে।

আইনের খসড়ায় আরো বলা হয়েছে– অনুমতি ছাড়া কেউ কৃষিজমি, জলাভূমি বা প্লাবনভূমিকে অকৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য কিনলে তার এক বছর থেকে পাঁচ বছরের সাজার পাশাপাশি আর্থিক দণ্ড হবে। দণ্ড হতে পারে পাঁচ লাখ থেকে শুরু করে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত। এ আইনের অধীনে মামলা জামিন অযোগ্য হবে বলেও খসড়ায় বলা হয়েছে। আইন অনুযায়ী- সরকারি, আধাসরকারি বা বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও সংস্থা পরিকল্পনার বাইরে ইমারত, শিল্প, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও হাউজিং প্রকল্প গড়ে তুলতে চাইলে জাতীয় নগর ও অঞ্চল উপদেষ্টা পরিষদ এবং নগর উন্নয়ন অধিদফতরের অনুমতি নিতে হবে। নিয়ম কার্যকর হচ্ছে কি না, তা মনিটর করতে শহর ও গ্রামে আলাদা আলাদা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি গ্রামের বাড়িতে ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে চায়, তাহলেও অনুমোদন লাগবে।

স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও শুনুন
আমাদের সঙ্গে থাকুন
প্রতি রোববার স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও শুনুন
সকাল ১১ থেকে ১২টা 558 AM
or visit www.spectrumradio.net
সংগীত, শুভেচ্ছা, সংবাদ শিরোনাম ও সাক্ষাৎকার
অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় মিসবাহ জামাল
প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত
আবৃত্তি চর্চা অনুষ্ঠান এবং উপস্থাপনা ও সংবাদ পাঠচর্চার উপর প্রশিক্ষণ
প্রশিক্ষণে বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণ
Contact: Misbah Jamal, 0795 7124487
Email: misbahjamal39@yahoo.co.uk

পুলিশ ভেরিফিকেশন ও সত্যায়ন রিপোর্ট ছাড়াই জঙ্গির পাসপোর্ট

পাসপোর্ট অধিদপ্তরের পরিচালকের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে

ঢাকা, ২২ মার্চ : প্রকৃত নাম সারোয়ার জাহান (৩৫)। নব্য জেএমবির সারোয়ার-তামিম গ্রুপের শীর্ষ নেতা। সারোয়ারের বাবা আবদুল মান্নান। মা সালেহা বেগম। স্ত্রী শাহনাজ পারভীন রুমি। ঠিকানাথ চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটের চামা মুশরীভুজা। ২০১৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সারোয়ার জাহানই নিজেকে আবদুর রহমান পরিচয় দিয়ে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) হাতিয়ে নেয়। সেখানে তার স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করা হয় সাতক্ষীরা সদরের কুশখালীতে। অস্থায়ী ঠিকানা বলা হয় আমিনবাজারে। পাসপোর্টের আবেদনে সে তার বাবার নাম আবদুল্লাহ বলে জানায়। কীভাবে নাম-পরিচয় গোপন করে নব্য জেএমবির এই দুর্ধর্ষ জঙ্গি পাসপোর্ট পেল, সমকালের অনুসন্ধানে মিলেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পাসপোর্টের আবেদনপত্রে আমিনবাজারে যে অস্থায়ী ঠিকানা দেওয়া হয়, তা যাচাই করে পুলিশ আবদুর রহমান নামে কারও অস্তিত্বই তখন খুঁজে পায়নি। তাই ওই ঠিকানায় বর্ণিত ব্যক্তিকে পাসপোর্ট প্রদান না করতে প্রতিবেদন দেয় ঢাকা জেলা পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি)। ওই প্রতিবেদন ২০১৪ সালের ১৯ অক্টোবর আগারগাঁওয়ের বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসে পাঠানো হয়। ৩০ অক্টোবর তা বুঝে পায় পাসপোর্ট অধিদপ্তর। চমকপ্রদ তথ্য হলো, পুলিশের যাচাই প্রতিবেদন পাসপোর্ট অফিসে পৌঁছার ২১ দিন আগেই আবদুর রহমানের নামে এমআরপি ইস্যু করে পাসপোর্ট অধিদপ্তর, যার নম্বর ইঈ০০৪০২৫০।

সাধারণত যে কোনো নাগরিকের পাসপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে এসবির প্রতিবেদন পাওয়ার পরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। আবদুর রহমানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উ্ো নজির তৈরি হলো। শুধু তা-ই নয়, আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য হলো, পাসপোর্ট প্রদান না করার বিষয়টি উল্লেখ করে এসবির প্রতিবেদন পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পৌঁছার পরও আবদুর রহমানের নামে ইস্যু করা এমআরপি বাতিল করা হয়নি। এমনকি আবদুর রহমানের আবেদনপত্রে নিয়ম অনুযায়ী একজন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার সত্যায়ন সনদও ছিল না। এত জালিয়াতি ও অনিয়ম করে কীভাবে নব্য জেএমবির শীর্ষ এই নেতা এমআরপি পেল, তা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা উদ্বিগ্ন। এর পেছনে কোনো রাঘববোয়াল থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর তদন্ত শুরু করেছে। এ ব্যাপারে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের একজন পরিচালকের কাছে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

বিশেষ পুলিশ সুপার (এসএস ভেরিফিকেশন) ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, পাসপোর্টের আবেদনপত্রে যে ঠিকানা ও তথ্য দেওয়া থাকে, তা যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই পাসপোর্ট প্রদান করার নিয়ম।

গত বছরের ৮ অক্টোবর আশুলিয়ায় র‍্যাবের অভিযানের পর পাঁচতলা বাসা থেকে লাফিয়ে পড়ে সারোয়ার ওরফে আবদুর রহমান। পরে তাকে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তার বাসা থেকে ৩০ লাখ টাকা, অস্ত্র, গুলি ও বিস্ফোরক পাওয়া যায়। এ ছাড়া বাসা থেকে আবদুর রহমান পরিচয়ে একটি এমআরপি জব্দ করা হয়। ২১ অক্টোবর তার দুই সহযোগী নাফিস আহমেদ নয়ন ও হাসিবুল হাসানকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

সমকালের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভুয়া নাম-ঠিকানা ও পরিচয় ব্যবহার করে ২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট আবদুর রহমানের নামে এমআরপি পেতে আবেদন করা হয়। তার জন্মতারিখ বলা হয় ১৯৮৬ সালের ২২ জুন। ২০১৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর আবদুর রহমানের নামে ইস্যু করা পাসপোর্ট বইয়ে স্বাক্ষর রয়েছে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উপসহকারী পরিচালক আলী আশরাফের।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ভুল নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে নব্য জেএমবির শীর্ষ নেতার এমআরপি পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে একাধিক সংস্থা তদন্ত শুরু করেছে। পাসপোর্ট পেতে আবদুর রহমানের আবেদনের নথিটি পাসপোর্ট অধিদপ্তর খুঁজে পাচ্ছে না। আবদুর রহমানের বিষয়টি জানাজানি হলে কেউ কৌশলে ওই নথি গায়েব করে দিয়েছেন কি-না, তাও আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ ছাড়া পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রতিবেদন বিপক্ষে গেলেও আবদুর রহমানের নামে ইস্যু করা পাসপোর্ট পরে কেন বাতিল করা হয়নি, সেই ব্যাখ্যা জানতে পাসপোর্ট অধিদপ্তর তদন্ত শুরু করেছে। ওই সময়ে দায়িত্বে থাকা পাসপোর্ট অধিদপ্তরের একজন পরিচালকের কাছে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

অনুসন্ধানে উঠে আসে, পাসপোর্টের আবেদনপত্রে আবদুর রহমান জন্মসনদের যে অনুলিপি দিয়েছিল, তা-ও মিথ্যা। সেখানে তার জন্মনিবন্ধন নম্বর বলা হয় ১৯৮৫৮৭১৮২৭৪১০১৬৯২। ভুয়া সনদ ইস্যুর তারিখ বলা হয় ২০১৪ সালের ২২ জুন। অন্তত ২৪টি টার্গেট কিলিংয়ের ঘটনায় আবদুর রহমানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সে নব্য জেএমবির অর্থেরও সমন্বয়কারী ছিল।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আবদুর রহমান ছাড়াও ব্লগার আহমেদ রাজীব হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি রেদোয়ানুল আজাদ রানাকে সম্প্রতি বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেফতারের পর জানা যায়, গাজীপুরের একটি ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করে এমআরপি তৈরি করে ২০১৪ সালে রানা মালয়েশিয়ায় পালিয়ে যায়। ভুয়া তথ্য দিয়ে পাসপোর্ট পেতে রামপুরার এক বাসিন্দা তাকে সহায়তা করেছিল। তাকেও গ্রেফতারের চেষ্টা করছে পুলিশ।

বনভূমি রক্ষা ও নতুন বনায়নকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার - আনোয়ার হোসেন মঞ্জু

ঢাকা, ২২ মার্চ : পরিবেশ ও বন মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেছেন, বনভূমি রক্ষা এবং নতুন বনায়নকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। নতুন নতুন বনায়নের ফলে আমাদের বনের পরিমাণ বেড়েছে। তিনি বলেন, নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পরিবেশ রক্ষা ও বনভূমি উন্নয়নের দায়িত্ব আমাদের। তাই বিদেশি সহায়তার জন্য অপেক্ষা না করে আমাদের কাজ আমাদেরকেই করতে হবে। সামাজিক বনায়নে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বের কাছে এখন মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বন ভবনে আন্তর্জাতিক বন দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। 'বন প্রকৃতির শক্তির আধার' -এ স্লোগান ধারণ করে বন অধিদপ্তর অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রী বলেন, একদিকে যেমনি আমরা জমি হারাচ্ছি অন্যদিকে নতুন জমিও পাচ্ছি। নতুন নতুন চর জেগে উঠছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। সুন্দরবনের পাশে বিশাল ভূমি জেগে উঠছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি প্রায় আরেকটি বাংলাদেশ। সিঙ্গাপুর সাগরের মাঝে থেকেও এ ধরনের জমি ব্যবহার করে তাদের ভূখণ্ডের আয়তন দ্বিগুণ করেছে। বাংলাদেশেরও এ সুযোগ কাজে লাগানো দরকার।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, আমাদের দেশ ছোট, জনসংখ্যা বেশি। এতে চিন্তার কারণ নেই। বেশি মানুষ মিলে ছোট দেশকে এগিয়ে নিব। মানুষ বৃক্ষরোপণে সচেতন হয়েছে। সচেতনতা আরো বাড়ছে। বনায়ন ও পরিবেশ রক্ষায় জনগণের অংশগ্রহণ যত বাড়বে আমাদের উন্নয়ন তত বেশি গতিশীল হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে একসময় তলাবিহীন ঝুড়ি বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। সে অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি বলেন, সুন্দরবনের ওপর ১ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল। এ জনগণের জীবন-জীবিকার চাহিদা নিশ্চিত করে সুন্দরবন ও এর প্রাণসম্পদ রক্ষা করতে হবে। এ জন্য সরকার নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ ও বন উপ-মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব বলেন, সরকার দেশের বন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বদ্ধ পরিকর এবং এ জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বন অধিদপ্তরই এ দেশে একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যারা জনগণকে সরকারের উন্নয়ন কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন সহযোগী ও একই সঙ্গে আর্থিকভাবে লাভবান করেছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান বন সংরক্ষক মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী বক্তব্যে বলেন, ১৮৬৫ সালে সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণা করারও অনেক আগে বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলকে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আশির দশক থেকে বন অধিদপ্তর সামাজিক বনায়ন শুরু করে। এখন বনের উপর নির্ভরশীল মানুষদের সম্পৃক্ত করে সহব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন রক্ষা করা হচ্ছে।

BENGALI FEMALE DRIVING INSTRUCTOR

Professional Driving School
Lady Instructor

- DOOR TO DOOR SERVICE
- ONLY FOR WOMENS
- STUDENT DISCOUNT AVAILABLE
- WE COVER TOWER HAMLETS ONLY
- FULLY QUALIFIED DSA APPROVED DRIVING INSTRUCTOR

PHONE: 07985 597 721

36-cont..

Plumber 24/7

Bathroom & Kitchen installation specialist

■ Washing Machine No Fix No Fee, ■ All types of Boiler Repairs, ■ BTaps, Tanks, Cylinders, over flows ■ Drain blockages, ■ Washing Machine, Freeze, Cooker, Freezer ■ Electric, Plumbing, Heating, Gass Safty Checks

Mobile- 07957 148 101

Local engineer for you

feast & Mishti
RESTAURANT & SWEETMEAT

ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

যত খুশি তত খান
বাফেট
£8.99
৩০+ আইটেম

গরম গরম ...
সকালের নাস্তায় পরোটা
বিকেলে জিলাপি, হালিম, চানা-পিয়াজু ...

Buffet 30+ Dishes £7.99

৪০ জনের প্রাইভেট রুমসহ ১৩০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112

245-247, Whitechapel Road
London E1 1DB

WiFi ZONE

MasterCard VISA DELTA Major cards accepted.

অনেক মন্ত্রী-এমপির স্বজনেরা বেপরোয়া

চলছে দখল, টেন্ডারবাজি, সংখ্যালঘু নির্যাতন, সরকারের উন্নয়ন ম্লান হচ্ছে, মনোনয়ন ঝুঁকিতে ৭০ এমপি

ঢাকা, ২২ মার্চ : দেশের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন কর্মকান্ডে চলছে অযাচিত খবরদারি। আর এ কাজের নেতৃত্বে দেখা যাচ্ছে অনেকক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিদের স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের। কোথাও কোথাও মন্ত্রী-এমপিদের কাছের বা পছন্দের লোকজনও জড়াচ্ছে এসব কর্মকাণ্ডে। এতে সরকার তথা আওয়ামী লীগের তৃণমূলের ত্যাগী নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও বিরক্ত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের বড় উন্নয়ন কার্যক্রম যেখানে দৃশ্যমান থাকার কথা, সেখানে কিছু জায়গায় মন্ত্রী-এমপিদের স্বজন কিংবা দলীয় নেতাকর্মীদের এমন আচরণে ম্লান হচ্ছে সরকারের ভাবমূর্তি।

স্থানীয় সূত্রগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, হত্যা থেকে শুরু করে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মাদক ব্যবসা, চোরাচালান, জমি দখল, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, দখলবাজি, নিয়োগ-বদলি বাণিজ্য, টিআর-কাবিখা প্রকল্পে লুটপাটসহ নানা কর্মকান্ডে মূল কলকাঠি নাড়ছেন কতিপয় মন্ত্রী-এমপির স্ত্রী-সন্তানেরা। সঙ্গে তাদের পছন্দের কিছু বিতর্কিত নেতাকর্মী মিলে সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন। তাদের কথার বাইরে গেলেই মন্ত্রী-এমপির রোষানলে পড়ে দলীয় নেতাকর্মীদেরও হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। আবার কোথাও চলছে বাপ-বেটার শাসন। কেউ কেউ পরিণত হয়েছেন মূর্তিমান আতঙ্কে। কোনোভাবেই তাদের লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। নানা গুরুতর অপরাধে জড়িয়ে পড়া এমপি-মন্ত্রীদের আত্মীয়-স্বজনের নামের তালিকা দিন দিন দীর্ঘ হচ্ছে। কোনো কোনো মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, এমপি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তালিকায় থাকা সন্ত্রাসীদের নিয়েও দলীয় সমাবেশ করে বেড়াচ্ছেন। এতে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে।

এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতায় সাধারণ মানুষ যেমন আতঙ্কিত, তেমনি সরকার ও দলের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এ অবস্থায় সরকারের নীতিনির্ধারক মহল এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে শুরু করেছেন। এরকম এমপিদের ভবিষ্যতে মনোনয়ন দেওয়া হবে না বলে দলীয় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের একাধিকবার হুঁশিয়ারও করেছেন। কিন্তু এসব বিতর্কিত এমপিরাই আবার মনোনয়ন পাবেন বলে এলাকায় ঘোষণা দিয়ে মাঠে নামায় সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগের প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছেন।

জানা গেছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন মাথায় রেখে তৈরি হচ্ছে এমপিদের আমলনামা। এ জন্য সরকারি ও দলীয় গোয়েন্দাদের একাধিক টিম কাজ করছে। এসব গোয়েন্দা প্রতিবেদন সরাসরি যাবে দলের হাইকমান্ডের কাছে। ইতিমধ্যে বর্তমান এমপি ও আসনভিত্তিক মনোনয়ন প্রত্যাশীদের আমলনামাভিত্তিক একাধিক প্রতিবেদনও জমা পড়েছে। এই প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। সম্প্রতি তিনি বেশ কয়েকজন এমপিকে ধানমন্ডিস্থ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী রাজনৈতিক কার্যালয়ে ডেকে তাদের সংশোধন হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ব্যক্তিগতভাবে নানাভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন।

বিতর্কিত যে সব মন্ত্রী-এমপি: রাজবাড়ি সদরের এমপি কাজী কেরামত আলীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে রয়েছে অনেক অভিযোগ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, নজের মওলা নাজু নামের এক যুবলীগ নেতা তার চাচাতো ভাইয়ের চাকরির জন্য এমপির স্ত্রীর কাছে ৫ লাখ টাকা দিয়েছিলেন। তবে চাকরি হয়নি, টাকাও ফেরত পাননি। সম্প্রতি নজের মওলা নাজুর সেই চাচাতো ভাই আত্মহত্যা করেছেন। এ সংক্রান্ত একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট খোদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জমা পড়েছে বলে জানা গেছে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রসঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেও রাজবাড়ি সদরের এমপি কাজী কেরামত আলীকে পাওয়া যায়নি।

সাম্প্রতিক সময়ে এমপি-মন্ত্রীদের স্বজনদের বেপরোয়া আস্ফালন আগেকার সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমানের ছেলে মুহিত উর রহমান শান্ত ময়মনসিংহ শহরের এক আতঙ্কের নাম। জেলা আওয়ামী লীগের কোনো পদে না থাকলেও তিনি জেলা আওয়ামী লীগের নেতা পরিচয় দিয়ে বেড়ান বলে অভিযোগ রয়েছে। বাবা মন্ত্রী হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের অনেক কাজও শান্ত দেখভাল করে থাকেন। হজযাত্রীদের ব্যাগ তৈরি, সরকারিভাবে হজযাত্রীদের তালিকা তৈরি, পূজা ও ঈদের বিশেষ বরাদ্দে তিনি প্রভাব খাটান বলে জানা গেছে। ময়মনসিংহ শহরের রাজনীতিতে প্রভাব রাখতে যুবলীগ নেতা শাহানুর ও এক ছাত্রলীগ নেতার বাড়িতে কয়েক দফা হামলা চালিয়েছেন শান্ত। জেলায় জমি দখলের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এসব ব্যাপারে জানতে ধর্মমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

সাতক্ষীরায় সংরক্ষিত আসনের নারী এমপি রিফাত আমিনের ছেলে রাশেদ সারোয়ার রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। চাঁদাবাজি, মারপিট, তরুণীসহ আটক, গণপিটুনিসহ নানা কারণে সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত এই এমপিপুত্র। সম্প্রতি চাঁদাবাজির দুই মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সংরক্ষিত নারী আসনের আরেক এমপি পিনু খানের পুত্র বখতিয়ার আলম রনি ২০১৫ সালের ১৩ এপ্রিল রাজধানীর নিউ ইস্কাটনের রাস্তায় রিকশার জট দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালান। এতে নিরীহ দুই ব্যক্তি মারা যান। ছেলের এই অপকর্মের কারণে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে বাদ পড়েন পিনু খান।

একই বছর সাবেক এমপি এইচ বি এম ইকবালের ভাতিজা ফারিজ রহমান গুলশানের ব্যস্ত সড়কে কার রেসিংয়ে মেতে ওঠেন। এতে গাড়ির চাপায় মারাত্মক আহত হন চার ব্যক্তি। বেপরোয়া গতিতে গাড়িটি চালাচ্ছিলেন তিনি। এইচ বি এম ইকবাল ১৯৯৬ সালে ঢাকার রমনা-তেজগাঁও আসনে আওয়ামী লীগের এমপি ছিলেন।

দেশের তরুণসমাজ ধ্বংসকারী মাদক ইয়াবা চোরাচালানের 'অঘোষিত গডফাদার' হিসাবে আলোচিত টেকনাফের (কক্সবাজার-৪) এমপি আবদুর রহমান বদি এবং তার পাঁচ ভাই। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বদি ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করে। পরে এ মামলায় তাদের সাজাও হয়। জানা গেছে, এমপি বদির স্ত্রী-ই তার অধিকাংশ অপকর্মের জন্য দায়ী।

রাজবাড়ি-২ আসনের এমপির নাম ব্যবহার করে অবাধে অবৈধ কাজ করে যাচ্ছে এমপির স্ত্রীর খুব কাছের মানুষ মজনু। সম্প্রতি মজনু ফোনে থানার ওসিকে বলেন, আমি এমপি জিল্লুল হাকিম বলছি, আপনি যাকে গ্রেফতার করেছেন তাকে ছেড়ে দেন। পুলিশ দুর্ধর্ষ এক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছিল। কণ্ঠস্বরে সন্দেহ হলে পরে ওসি এমপির কাছে ফোন করে বিষয়টি জানতে চান। তখন এমপি বলেন, আমি তো কাউকে ছাড়তে বলিনি। পরে মজনুর বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। স্ত্রীর চাপে এমপি বিষয়টি চেপে যাওয়ার জন্য ওসিকে নির্দেশ দেন। ওই মজনুর বিরুদ্ধে পুলিশের পোশাক পরে চাঁদাবাজি করারও অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি পুলিশের পোশাক পরিহিত তার একটি ছবি ফেসবুকে ভাইরাল হলে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, মসজিদ- মন্দিরের টাকা আত্মসাৎ, এমপির নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন থানায় ফোন দিয়ে নিরীহ মানুষকে পুলিশ দিয়ে হয়রানি, আবার উকাচের মাধ্যমে তাদের ছাড়ানো, বিএনপির সন্ত্রাসীদের দলে এনে তাদের দিয়ে নানা অত্যাচারসহ বহু অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এমপি জিল্লুর হাকিম কয়েকবার তাকে বের করে দিলেও এমপির স্ত্রীর সহয়তায় আবারও মজনু সব কাজ বহাল তবিয়তে করে যাচ্ছে।

জানতে চাইলে মজনুর বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগ মিথ্যা উল্লেখ করে রাজবাড়ি-২ আসনের সংসদ সদস্য জিল্লুল হামিক ইত্তেফাককে জানান, ওসির কাছে ফোন করে কোন সন্ত্রাসীকে ছাড়তে বলেননি মজনু। স্ত্রীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগও ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেন এই এমপি।

ঠাকুরগাঁওয়ে বাপ-বেটার শাসন চলছে -এমন কথা এলাকার সবার মুখে মুখে। ঠাকুরগাঁও-২ আসনের সংসদ সদস্য দবিরুল ইসলামের ছেলে হিন্দুদের জমি দখল করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এমপির ছেলের দাপটে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ। জমি ফেরত চাইতে গেলে ওই পরিবারের লোকজনের ওপর এমপির বাহিনী হামলা করে। এ নিয়ে সারা দেশে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়।

৫ জানুয়ারির নির্বাচনে রাজশাহী-৩ আসনের মেরাজ উদ্দিন মোল্লা হেরেছেন নতুন প্রার্থী আয়েন উদ্দীনের কাছে। এর আগে বিতর্কিত হওয়ায় তাকে দল থেকে মনোনয়নই দেওয়া হয়নি। জানা যায়, তার বড় ছেলে আবুল কালাম আজাদের নির্দেশে মোহনপুর থানা, মেজ ছেলে জালাল উদ্দীনের নির্দেশে পবা থানা চলত। আর ছোট ছেলে মোস্তাক ছিলেন ইয়াবা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। কুষ্টিয়া-১ আসনের সাবেক এমপি আফাজ উদ্দীন আহমেদের দুই ছেলের কাছেও জিম্মি ছিল দৌলতপুরের মানুষ।

খুলনা-৬ পাইকগাছা-কয়রার এমপি অ্যাডভোকেট শেখ মো. নূরুল হকের বিরুদ্ধে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে মামলা হয়েছে। সর্বশেষ এ এমপির পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার পরিবারকে বাড়ি থেকে উৎখাত চেষ্টার। সে জন্য কয়েক ফুট উঁচু দেয়াল তুলে তাদের বাড়িতে আসা-যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অমানবিক এ বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে আলোড়ন তোলে দেশজুড়ে। এ নিয়ে বেকায়দায় পড়েন এমপি নুরুল হক। পরে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের হস্তক্ষেপে ওই দেয়াল ভাঙ্গা হয়েছে। সম্প্রতি এমপি নুরুল হক ভুল স্বীকার করে ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের কাছে।

চট্টগ্রাম-১১ আসনের সংসদ সদস্য এম আবদুল লতিফ কম্পিউটারে ফটোশপের মাধ্যমে 'নিজের শরীরের অংশের' সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর মুখমন্ডল লাগিয়ে তুমুল বিতর্কের জন্ম দেন। যার পরামর্শে তিনি এটা করেছিলেন তিনি এমপির স্ত্রীর খুবই কাছের মানুষ বলে অভিযোগ রয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তাকে হুমকি ও অস্ত্রসহ উত্তরার একটি বাড়িতে হামলা চালাতে গিয়ে নেত্রকোনা-২ আসনের সংসদ সদস্য এবং যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয় এবং স্কুল বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘক্ষণ রাজপথে দাঁড়িয়ে রেখে ভূমিমন্ত্রী ও পাবনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য শামসুর রহমান শরীফ ডিলু এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও রাজশাহী-৬ আসনের সংসদ সদস্য শাহরিয়ার আলম নিজেদের বিতর্কিত করেছেন। নাসিরনগরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসতবাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আলোচনায় উঠে আসেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী। গাইবান্ধার সাঁওতাল পল্লীতে হামলার ঘটনায় উঠে আসে গাইবান্ধা-৪ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ ও তার স্বজনদের নাম।

খুলনার ফুলতলা-ডুমুরিয়ার সংসদীয় এলাকার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এবং খুলনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য নারায়ণ চন্দ্র চন্দ ও তার পরিবারের সদস্যরা। স্থানীয়রা এসব অভিযোগ করে বলেন, দুই উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বাণিজ্য থেকে শুরু করে জমি দখল, বিভিন্ন দফতরে চাকরি বাণিজ্য সব ক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব রয়েছে। মামলার ভয়ে এ নিয়ে মুখ খোলেন না এলাকার লোকজন।

গাজীপুর-৩ (শ্রীপুর-গাজীপুর সদরের একাংশ) আসনের সংসদ সদস্য রহমত আলীর পুত্র জামিল হাসান দুর্জয় নানা অপকর্মে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। গাজীপুরের শ্রীপুরে জমি জবরদখল, বালুমহাল, জুট ব্যবসা, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, টিআর-কাবিখা লুট, বন কেটে উজাড় সবকিছুর পেছনেই সংসদ সদস্য রহমত আলীর ছেলেকে অভিযুক্ত করছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা।

টাঙ্গাইল-৩ আসনের সরকার দলীয় সদস্য আমানুর রহমান খান রানার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা ছাড়াও রয়েছে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমি দখলসহ বিভিন্ন অভিযোগ। স্থানীয় জনপ্রিয় আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক আহম্মেদ হত্যাকান্ডে গ্রেফতারকৃতরা এ ঘটনায় আমানুর রহমান রানার সম্পৃক্ততা রয়েছে দাবি করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, টাঙ্গাইলের সব ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি ও তার তিন ভাই- মুক্তি, বাপ্পা ও কাঁকন। ফারুক আহম্মেদ হত্যা মামলায় জামিন নিতে আদালতে আত্মসমর্পণ করেন আমানুর রহমান খান রানা। আদালত জামিন না দিয়ে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করে। সেই থেকে কারাগারেই রয়েছেন তিনি।

যশোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য রণজিত কুমার রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, অভয়নগরে কাউন্সিলর মোল্লা ওয়ালিয়ার রহমান হত্যাকাণ্ডের পেছনে মদদ রয়েছে তার স্বজনদের। এ ঘটনায় রণজিত কুমার রায়ের বিচার দাবি করে সম্প্রতি স্থানীয় আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের একটি অংশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য গোলাম রব্বানী ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের শেষ নেই। একসময়ের কানসাট আন্দোলনের এ নেতা আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে সংসদ সদস্য হন। এর পরপরই বদলে যেতে থাকে তার আচরণ। সন্ত্রাস, টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ, নিয়োগ বাণিজ্য, টিআর ও কাবিখা প্রকল্পে নানা অনিয়ম ও দলের ভেতরে কোন্দল সৃষ্টিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে গোলাম রব্বানী ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে।

ফেনী-৩ আসনের সংসদ সদস্য রহিম উল্যাহ ও তার স্বজনদের বিরুদ্ধে নিজ দলের কর্মী আজিজুল হককে গুলি করে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে স্থানীয় নেতাকর্মীরা তার কুশপুত্তলিকা দাহ এবং শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেন। এ ঘটনায় ওই এমপির বিরুদ্ধে একটি মামলাও হয়।

সাতক্ষীরার সংসদ সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আফম রুহুল হক তার স্ত্রী-পুত্রের কারণেই মন্ত্রিত্ব হারিয়েছেন-এ কথা স্বাস্থ্য সেক্টরের সবারই জানা। স্বাস্থ্যখাতের গডফাদার নামে খ্যাত মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু কনট্রাকটারের সাথে মন্ত্রীর পুত্র ও স্ত্রীর সখ্য গড়ে ওঠে। মন্ত্রী থাকাকালে প্রথমে রুহুল হক ওই ঠিকাদারকে পাত্তা দিতে চাননি। কিন্তু পুত্র ও স্ত্রীর চাপে পড়ে রুহুল হক মিঠু সিন্ডিকেটে জড়িয়ে পড়েন। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনায় পড়তে হয় মন্ত্রীকে। ঠিকাদার মিঠু ও মন্ত্রীর পুত্র যৌথভাবে রাজধানীর শ্যামলিতে সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে রুহুল হকের মন্ত্রিত্ব নেই। তবে তিনি আছেন সংসদ সদস্য পদে। এ পদেরও অপব্যবহার করছেন মন্ত্রীর স্ত্রী-পুত্র। মন্ত্রীর ঢাকার উত্তরার বাড়িতে সার্বক্ষণিক ভিড় করেন সাতক্ষীরার জামায়াত, শিবির ও বিএনপি নেতারা। রুহুল হকের স্ত্রী-পুত্ররা নিয়মিত তাদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন দলে পদ দেওয়া ও মামলা থেকে রক্ষা করানোর আশ্বাস দিয়ে। কালিগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি নূর মোহাম্মদ ৫০ লাখ টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিতে রুহুল হকের স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। তবে বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকায় তাকে দলে ভিড়াতে সমস্যা হচ্ছে। এদিকে রুহুল হকের স্ত্রী-পুত্রের কাছে ৩৫ লাখ টাকা দিয়ে দেবহাটা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে আসেন মুজিবর রহমান। এলাকায় অঘোষিত জামায়াতের আমীর হিসেবে পরিচিত এই মজিবর রহমান। একে নিয়ে এখন চরম বিপাকে পড়েছেন রুহুল হক। সম্প্রতি দেবহাটা থানার ওসিকে তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, মুজিবর রহমান সব সময় জামায়াত-শিবিরের লোকদের সাথে থাকেন। আমার কাছে না শুনে তার কথায় কোন কাজ করবেন না।

কোচিং সেন্টার ঘরে ঘরে

মাসে সোয়া তিন কোটি টাকার বাণিজ্যে আইডিয়াল স্কুলের সাড়ে তিনশ' শিক্ষক

ঢাকা, ২২ মার্চ : রাজধানীর উত্তর শাহজাহানপুর আমতলা মসজিদের পাশে একটি টিনশেড বাড়ি। ৪৭৬ হো ং নম্বরের এ বাড়িতে সকাল ৮টা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনা শুরু হয়। সারাদিন ব্যাচে ব্যাচে তাদের কোচিং করান মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দিবা শাখার রসায়নের শিক্ষক মোহাম্মদ ফখরুদ্দীন। পাশের এক দোকানি জানালেন, প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ান তিনি। শুধু ফখরুদ্দীনই নন, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রায় সাড়ে তিনশ' শিক্ষক শাহজাহানপুর ও বনশ্রী এলাকায় এমন কোচিং বাণিজ্য সেন্টার গড়ে তুলেছেন। প্রতি মাসে এভাবে প্রায় সোয়া তিন কোটি টাকা আয় করছেন তারা। রাজধানীর অন্যান্য বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকও এভাবে কোচিং সেন্টার খুলে অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন করছেন। নিরুপায় অভিভাবকরাও ভবিষ্যতের কথা ভেবে সেখানে পাঠাচ্ছেন সন্তানদের। আইডিয়াল স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্র জানায়, প্রতিটি ব্যাচকে সপ্তাহে পাঁচ দিন করে পড়ান ফখরুদ্দীন স্যার। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এ জন্য প্রতি মাসে দিতে হয় ১৫০০ টাকা। এ হিসাব অনুসারে, প্রতি মাসে ফখরুদ্দীন প্রায় ১২ লাখ টাকার কোচিং ব্যবসা করেন।

২০১২ সালের ২০ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা 'কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা' অনুসারে কোনো শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারেন না। অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ানো যাবে। তবে এ জন্য নিজ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের লিখিত অনুমতি নিতে হবে। এই নীতিমালা অমান্য করলে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা

স্থগিতসহ বরখাস্ত করা ও পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী বিধিমালা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মোহাম্মদ ফখরুদ্দীনের সেন্টারের ৮০০ শিক্ষার্থীর ৭০০ জনই তার নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। এ জন্য তিনি তার প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি নিয়েছেন কি-না জানতে চাইলে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে বলেন, 'ভাই, পরে কথা বলি।'

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম জানান, তার প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষকই তার কাছ থেকে কাউকে পড়ানোর অনুমতি নেননি। তিনিও কাউকে কোনো অনুমতি দেননি।

রাজধানীতে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাধ্যমিক স্তরের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটির মতিঝিল মূল শাখাসহ বনশ্রী ও মুগদা শাখার তিনটি ক্যাম্পাসে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। যদিও তাদের পড়াশোনা করতে হয় মূলত শিক্ষকদের সাইনবোর্ডবিহীন কোচিং সেন্টারগুলোতে।

বেপরোয়া বাণিজ্য :কোচিং সেন্টার পরিচালনাকারী শিক্ষকরা শিক্ষার্থীপ্রতি ১২০০ টাকা (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) থেকে ১৫০০ টাকা (নবম ও দশম শ্রেণি) নিয়ে থাকেন। উত্তর শাহজাহানপুরের ৬৮৬ নম্বর হো ং য়ের নিচতলায় কোচিং বাণিজ্য করেন আইডিয়াল স্কুলের ইংরেজির সিনিয়র শিক্ষক নিজাম উদ্দীন কামাল। সরেজমিন দেখা গেছে, সপ্তাহজুড়ে তিনি সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে সেখানে পড়ান। তিনি যখন বিদ্যালয়ে থাকেন, তখন তার একাধিক সহকারী কোচিং চালিয়ে যান। প্রতি মাসে এখান থেকে তার আয় হয় প্রায় ১৫ লাখ টাকা।

এ বাসারই অদূরে ৫০৫ নম্বর উত্তর শাহজাহানপুরে খলিলের মাংসের দোকানের গলিতে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থীকে গণিত ও বিজ্ঞান পড়ান আইডিয়াল স্কুলের আরেক শিক্ষক গোলাম মোস্তফা। প্রাইভেট পড়ানোর কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, 'আপনি সাংবাদিক মানুষ। কতজনকে পড়াই তা দিয়ে আপনার কী দরকার?' এই বাসা থেকে কয়েক কদম হাঁটলেই ৫০১, উত্তর শাহজাহানপুর হো ং য়ের নিচতলায় পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে ইংরেজি পড়ান আইডিয়াল স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক মনিরুল ইসলাম। অবশ্য তার কথায়, 'আমি মাত্র ১৫-২০ জনকে পড়াই।'

আইডিয়াল স্কুলের বনশ্রী শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক মোয়াজ্জেম হোসেনকে পড়াতে দেখা গেল ভূঁইয়াপাড়ার ২১৮/চ, বনশ্রী লিংক রোডের তৃতীয় তলায়। প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থীকে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান পড়ান তিনি। তার যুক্তি, 'এই দুর্মূল্যের বাজারে বাড়তি আয়ের জন্য কিছু শিক্ষার্থীকে তো পড়াতেই হয়।'

কয়েকদিন ঘুরে দেখা গেছে, বনশ্রী এলাকার বিভিন্ন বাসায় আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষক আমিনুল ইসলাম বারী, কামরুজ্জামান, আবদুল কাদির, মো. আলামিন, জসিম, আমিনুল, শফিকুল ইসলাম, গোলাম ফারুক পাটোয়ারী, শাহজালাল ঢালী, আল হেলাল, আবদুর রহিম প্রমুখ কোচিং করিয়ে থাকেন। তারা ছাড়াও এখানে একাধিক শিক্ষক কোচিং বাণিজ্য করছেন।

শাহজাহানপুর এলাকায় সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, সেখানে কোচিং বাণিজ্য করছেন আইডিয়াল স্কুলের মতিঝিল শাখার শিক্ষক খন্দকার নাহিদ হাসান, মোজাম্মেল হক দোলন, সুবাস চন্দ্র পাল, সেবিকা রানী পাল, সাখাওয়াত সোহেল, আফসার উদ্দিন, আবুল কালাম আজাদ ছাড়াও বেশ কয়েকজন শিক্ষক। কোচিং করাচ্ছেন শিক্ষক ইমাম হোসেন, আব্বাস উদ্দীন, নুরুল আমিন, পরিচালনা কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম, ক্রীড়া শিক্ষক মনজুরুল আলম, মো. আলী মোর্তুজা ও আলী নেওয়াজ আল করিম।

প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবসায় আরও যারা :অভিভাবকদের দেওয়া তথ্যমতে, কোচিং সেন্টার খুলে অথবা ব্যাচভিত্তিক টিউশনি করানোর তালিকায় আরও রয়েছেন আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মাসুদা হাসনাত (ইংরেজি), আবদুস সালাম (ইংরেজি), মোতাহার হোসেন (গণিত ও বিজ্ঞান), জুবাইদা রহমান (বাংলা), আবুল কালাম আজাদ-২ (গণিত), কামরুজ্জামান-২ (পদার্থবিজ্ঞান), তামান্না জাহান হামিদী (শারীরিক শিক্ষা), শামসুজ্জামান লুৎফা (আইসিটি), মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ-৩ (গণিত), লাভলী আখতার (ইংরেজি), মোসাম্মৎ বিলকিস রুমা (চারুকলা) ও লুৎফুন নাহার (গণিত ও বিজ্ঞান)। এ ছাড়াও একাধিক বিষয়ে পড়ান মতিঝিল শাখার শিক্ষক নুসরাত রহমান, মতিনূর, মো. নুরুল আমিন (১), এবিএম নাছির উদ্দিন, মো. রফিকুল ইসলাম, ওয়াজেদ আলী, আবুল কালাম আজাদ, শরীফ সামছুজ্জোহা, আজিজুর রহমান, মাসুদ জাভেদ, উম্মে হাবীবা, আজিজুর রহমান-২ ও রঞ্জন বাড়ৈ।

বনশ্রী শাখায় কোচিং সেন্টার পরিচালনাকারীদের তালিকায় আরও রয়েছেন ইসরাত জাবীন বানু, মোছলেহউদ্দিন, আবদুল্লাহ আল মানিক, সেখ মো. সিরাজুল ইসলাম, আন্না রানী সাহা, মাসুম বিল্লাহ, ফরিদুজ্জামান, সৈয়দ মোবাশ্বের আজিম, শফিকুর রহমান, গোলাম ফারুক পাটোয়ারী, শাহজালাল ঢালী, সামিনা আক্তার, সিরাজুল ইসলাম, ইদ্রিস আলী, এসএম কামরুজ্জামান, নুরুল হক, দেবব্রত কুণ্ডু, তারিকুল ইসলাম, আল হেলাল উদ্দিন, সফিকুল আলম, হাফিজুর রহমান, আতিকুজ্জামান মৃধা, আবদুল বাতেন ও শরিফুল ইসলাম।

অভিভাবকরা জানান, মুগদা শাখার কোচিংবাজ শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন এই শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক কাজল কান্তি বড়ুয়া, এএফএম নোমান তালুকদার, বেলায়েত হোসেন, মাহবুবুর রহমান খান, জয়নাল আবেদীন, রত্না দেবী নাথ, তানভীনা জামান, কামরুল হাসান, আতিয়া মেহের আফসানা, জিয়াউল হক, আমেনা বেগম, কাবিউল ইসলাম, মুক্তা বেগম, মির্জা জাহিদুল হাসান, আজিবর রহমান শেখ, আফজাল হোসেন, এসএম শাহজাহান, মঈনুল ইসলাম ও এসএম মাহমুদ উল আলম।

অভিভাবকদের বক্তব্য :কেন শিক্ষকদের কাছে কোচিংয়ে পড়ান, জানতে চাইলে নবম শ্রেণির ছাত্র মাহফুজুল ইসলামের মা শাহানা ইসলাম বলেন, 'শখ করে নয়, বাধ্য হয়েই পড়াই। ক্লাসে প্রায় কিছুই পড়ানো হয় না।' আরেক অভিভাবক তপন কুমার পোদ্দার বলেন, 'স্কুলের প্রতিটি ক্লাসে ৭৫ জন করে শিক্ষার্থী বসে। টিফিনের আগে ৫০ মিনিট আর টিফিনের পরে মাত্র ৪৫ মিনিট ক্লাস হয়। আমার সন্তান তো ক্লাসে কিছুই বুঝতে পারে না।' অভিভাবক রমা রানী পোদ্দার বলেন, 'শিক্ষকরাই ক্লাসে সরাসরি তাদের কাছে পড়তে যেতে বলেন।'

অধ্যক্ষের বক্তব্য :আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম বলেন, 'কয়েক বছরে এ পর্যন্ত পাঁচ থেকে ছয়বার সব শিক্ষককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে। গভর্নিং বডি কমিটি করে দিয়েছে। শিক্ষকদের কারও কারও ইনক্রিমেন্টও বন্ধ করেছি। এর পরও কেউ কথা না শুনলে কী করব! সরকার ব্যবস্থা নিলে তাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।' অধ্যক্ষ বলেন, 'গত বছর কিছুটা শক্ত অবস্থানে ছিলাম। কিন্তু প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে ছায়া শিক্ষার নামে কোচিং চালু থাকবেথ এমন খবর পত্রপত্রিকায় আসার পর আবারও কোচিংয়ের মহোৎসব শুরু হয়েছে।'

পরিচালনা কমিটির বক্তব্য :আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনা কমিটির অভিভাবক সদস্য ও স্থানীয় ১০ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার মারুফ আহমেদ মনসুর বলেন, 'একক প্রচেষ্টায় এসব বাণিজ্য অনেক দিন বন্ধ রেখেছিলাম।' গভর্নিং বডির নির্বাচনের পর আবারও কোচিং বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন বলে জানান তিনি।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460

Open 7 days a week 10am-8pm

TRAVEL SERVICES
- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

CARGO SERVICES
- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি

Biman BANGLADESH IATA বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি

- Worldwide Money Transfer
- Bureau De Exchange

We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।

St> is-04-cont

S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERTION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

GAS safe REGISTER No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL

Mob 07863 289758
07985 262 696
Email:
s-m-building
@hotmail.com

সুখবর সুখবর সুখবর

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকের চ্যারিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলীম ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Good News: We arrange Marriage Certificate & Divorce Certificate

ব্যবস্থাপনায়- মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে

CHARITY COMMISSION
Charity No. 1125118

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

চেয়ারম্যান- মদীনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল - জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা, নয়া নম্বহাটি- ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ। (সাবেক) ইমাম ও খতীব - লাইম হাইস জামে মসজিদ, লন্ডন

ফোন: 07533 412 951, Email: shamsul1977@hotmail.co.uk
170 Cannon Street, London E1 2LH M: 07949872154

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

St> is-50-07

লন্ডনের ম্যানর পার্কে বাঙালি মালিকানাধীন দি রয়্যাল ব্রিটিশ ভেন্যুর উদ্বোধন

পূর্ব লন্ডনের ম্যানর পার্কে বাঙালি মালিকানাধীন দি রয়্যাল ব্রিটিশ ভেন্যুর উদ্বোধন করা হয়েছে।

গত ১৮ মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় দি রয়্যাল ব্রিটিশ ভেন্যুর স্বত্বাধিকারী সুরাব আলীর সভাপতিত্বে ও গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডসের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সহ সভাপতি আব্দুল হালিম মাহমুদ নাহিনের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল আই ইউরোপের চেয়ারম্যান রেজা আহমদ ফয়ছল চৌধুরী শোয়েব।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লেখক ও সাংবাদিক আনোয়ার শাহজাহান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা কমিউনিটির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, শিক্ষা, রাজনীতির পাশাপাশি কমিউনিটির ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার অত্যন্ত জরুরি। এ সময় প্রধান অতিথি রেজা আহমদ ফয়ছল চৌধুরী শোয়েব বাঙালি মালিকানাধীন এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য সহযোগিতার করার আশ্বাস প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক সুরমা'র সম্পাদক আহমদ ময়েজ, বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হাসপাতালের এমডি ও সিইও এম সাহাব উদ্দিন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মাসুদ চৌধুরী, বেলাল হোসেন চৌধুরী, লোকমান মিয়া, সিরাজুল ইসলাম, রফিক মিয়া, মাসুদ চৌধুরী, হেলাল মিয়া, আমির ইসলাম, মনির মিয়া, সলিসিটার রুহুল আলম, সলিসিটার ফরহাদ আহমদ, সফিক মিয়া, বকুল চৌধুরী, আব্দুর রহমান, আজির উদ্দিন, আলমপুর- বাদেপাশা-সতুনমর্দন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি এম এ বাছিত, স্ট্রেইট ডায়ালগ ভিউয়ারস ফোরামের যুগ্ম-আহবায়ক আব্দুল বাছির, গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক মখন মিয়া, লন্ডন মটর্স এর স্বত্বাধিকারী জাকির হোসেন, সংগঠক হেলাল মিয়া, মানিক মিয়া, নজরুল ইসলাম, বদরুল ইসলাম, আফতাব হোসেন, ইমাম হোসেন, জাকির হোসেন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৩ মার্চ সোমবার পূর্ব লন্ডনের ফোর্ড স্কোয়ার ইসলামী স্কুলে মাওলানা আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে ও মহাসচিব মাওলানা সৈয়দ মোশাররাফ আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুল আজিজ সিদ্দিকী, মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী, যুগ্ম মহাসচীব মুফতি মওসূফ আহমদ, মুফতি আজিম উদ্দীন, হাফিজ মাওলানা আব্দুল আউয়াল, মাওলানা মামনূন মহিউদ্দীন প্রমুখ।

সভায় আগামী ৭-৮ জুলাই শনি ও রোববার কেন্দ্রীয় জমিয়তের উদ্যোগে বার্মিংহাম সিটিতে এক প্রশিক্ষণ সভার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই সভায় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপের সকল শহর শাখার কর্মকর্তা ও সদস্যকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

তাছাড়া আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নওমুসলিম এবং গরীব ও ইয়াতিমদের সাহায্যার্থে জাকাত, ফিতরা ইত্যাদি সংগ্রহ করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। এতে সকল জমিয়ত কর্মীবৃন্দ জাকাত, ফিতরা সংগ্রহ করে জমিয়তের একাউন্টে জমা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় বক্তারা বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে গ্রিক দেবীর মূর্তি স্থাপনের তীব্র নিন্দা জানান এবং মূর্তি অপসারণ করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এছাড়া সভায় আল্লামা নূর হুসেন ক্বাসেমী, অল্লামা মুফতি ওয়াক্বাস, শায়খুল হাদিছ আল্লামা আবদুর রব ইউসুফীসহ সকল উলামাদের উপর গ্রেফতারি পরোয়ানা বাতিলের জোর দাবি জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্রমলীতে রেস্টুরেন্ট বিক্রি

সাউথ লন্ডনের ব্রমলী ভিলেজ এলাকায় ৩৫ সিট বিশিষ্ট একটি রেস্টুরেন্ট ও টেকওয়ে জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। রেন্ট ও রেইট বার্ষিক ১৯ হাজার পাউন্ড। রেস্টুরেন্টের সম্মুখে ও পেছনে পার্কিং সুবিধা আছে। ২০ বছর যাবত একই মালিকের অধীনে পরিচালিত স্টাবলিশড ব্যবসা। সপ্তাহে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার পাউন্ড ব্যবসা হয়। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07533 046 863 (Mr. Miah) (WD: 09-12)

সিলেট কালিঘাটে মার্কেট বিক্রি

সিলেট শহরের বাণিজ্যিক এলাকা কালিঘাটে তিনতলা বিশিষ্ট একটি মার্কেট বিক্রয় হবে। জায়গার পরিমাণ ৫.০৩ শতক। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07851 944 718 (Adnan Pavel)
(WD07-10)

মৌলভীবাজার শহরে বাসা বিক্রি

মৌলভীবাজার শহরে চারতলা ফাউন্ডশেন বিশিষ্ট একতলা বাসা জরুরি ভিত্তিতে বিক্রি হবে। বাসায় গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, পানি সরবরাহ রয়েছে। বাসায় ৪টি বেডরুম, ৩টি বাথরুম, লাউঞ্জ, ডাইনিং রুম, কিচেন পর্চ আছে।

জায়গা সর্বমোট সাড়ে ১০ ডিসিমেল এবং ৪টি বেলকনি ও কমপক্ষে ৬টি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা আছে। বাসার সামনে ৫ ডিসিমেল জায়গা খালি রয়েছে।

যোগাযোগ করুন শুধুমাত্র আগ্রহী ব্যক্তিরা।

চৌধুরী ভিলা, যোগাযোগ: **07838 132 950**
(WD11-14)

সিলেট বাগবাড়িতে জায়গা বিক্রি

সিলেট শহরের বাগবাড়িস্থ নরসিং টিলার একতা আবাসিক এলাকায় চতুর্দিক দেয়ালঘেরা ৭ ডেসিমেল নির্ভেজাল জমি বিক্রয় করা হইবে।
ওসমানী মেডিকেল হাসপাতাল থেকে মাত্র ৭/৮ মিনেটের পায়ে হাঁটার দুরত্বে অবস্থিত। টিনশেডের একটি পাকাগৃহসহ পানি, বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সবই আছে। মুল্য আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Mob: 07960 255 209, WD: 10-13)

সুবিদ বাজার লন্ডনী রোডে জায়গা বিক্রি

সিলেট শহরের সুবিদ বাজার লন্ডনী রোডে গেইটসহ দেয়াল ঘেরা ১২ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। ভেতরে টিনশেডের ঘর আছে। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07960 429 739/ 020 8548 8320
(WD07-10)

অসহায় শামসুলের পাশে দাঁড়ান

'জুবিনাইল আথ্রাইটিস' রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে শামসুল ইসলাম। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ৫ লাখ টাকা। হৃদয়বান মানুষের প্রতি আবেদন। মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসুন। শামসুলের পাশে দাঁড়ান।

যোগাযোগ:
সম্পাদক, সাপ্তাহিক দেশ, লন্ডন
Mob: 07940 782 876
সরাসরি সাহায্যের অর্থ পাঠাতে পারেন
Help for Shamsul
Account number: 5818001005657
Sonali Bank, Shahbazpur Branch
Moulvibazar, Bangladesh

সিলেট এয়ারপোর্ট রোডে প্লট বিক্রি

সিলেট এয়ারপোর্ট রোডের পাশে আহমদ হাউজিং-এর ১৬ ও ১৭ নম্বর প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।
Contact: মাওলানা শাহীন- ০৭৮২৫ ৭৭৬ ৩৭৭ (লন্ডন)
এম এ মোক্তাদির- ০০১-৪১৬৬ ৯৩২ ৮৭৬ (কানাডা)
(WD: 09-12)

সিলেট শহরে ও গোলাপগঞ্জে জায়গা বিক্রি

সিলেট শহরের মজুমদারী এলাকায় বাংলাদেশ বিমান অফিসের সম্মুখে রাস্তার পাশেই নির্ভেজাল ১২ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। তাছাড়া গোলাপগঞ্জের উপশহরে মেইন রাস্তার পাশে আরো ১২ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।
Contact: Bangladesh 0088 01711 363 250 (Foysol)
(WD: 09-12)

মগবাজারে অভিজাত ফ্লাট বিক্রি

ঢাকা বড় মগবাজারে ভিকারুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজের সন্নিকটে অবস্থিত ১৭২০ স্কয়ার ফিট আয়তনের ইস্টার্ণ হাউজিংয়ের একটি অভিজাত ফার্নিশড ফ্লাট জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। ফ্লাটটিতে রয়েছে ৩ বেড রুম, ৩ বাথরুম, ১টি সার্ভেন্ট রুম, ফার্নিশড কিচেন, নিজস্ব পার্কিং এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ৩টি বারান্দা। প্রতিমাসে নিয়মিত ৩০ হাজার টাকা ভাড়া আসে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07919 485 316 (Mr. Sorkar) (WD: 09-12)

CITISIDE PROPERTIES

LANDLORDS WANTED

FEATURES:
- 2-5 YEARS LEASING
- 0% COMMISSION
- GUARANTEED RENT
- NO MANAGEMENT FEES
- FREE VALUATION OF THE PROPERTY

FOR A HASSLE FREE PROPERTY MANAGEMENT GIVE US A CALL.

CONTACT PERSON: RUZMILA HAQUE, ASST.MANAGER

CITISIDE PROPERTIES
220-222 BOW COMMON LANE, E3 4HH
PH: 07539 519 039, OFFICE: 02089814833 / 0203719948
EMAIL: ruz.mila22@gmail.com,
info@citisideproperties.co.uk
(st: 05 --)

প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD
Secretary
British Bangladesh Traditional Dr. Association in The UK

Dr. Ahmed Hossain
MA, D.Hom(England)
Chairman
British Bangladesh Traditional Dr. Association in The UK

271a Whitechapel Road
(2nd Floor, Room G)
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk
খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

আল-ইশারা'র উদ্যোগে বার্ষিক চ্যারিটি ডেফ ডিনার

সেবাধর্মী সংস্থা আল-ইশারা ডেফ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এক চ্যারিটি ডেফ ডিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ মার্চ শনিবার পূর্ব লন্ডনের রয়েল রিজেন্সি ভেন্যুতে ৬ শতাধিক মানুষের উপস্থিততে নাঈম রাজার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ মাওলানা নওশাদ মাহফুজ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শায়েখ ওয়াছিম কেমসন, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জন বিগস, শায়েখ শাকুর রহমান ও ড. আব্দুল মজিদ। অনুষ্ঠানে একজন অন্ধ হাফেজ ইসলাম ধর্ম বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন।

বক্তারা বলেন, মানবতার কল্যাণে সেবাধর্মী 'আল-ইশারা ডেফ সংস্থাটি দীর্ঘ দিন ধরে সমাজের প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কাজ করে আসছে। যারা ডেফ, নানা কারণে কথা বলতে অক্ষম, তাঁদের জন্য এখানে নানা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা 'আল-ইশারা ডেফ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের প্রশংসা করেন এবং তাঁদের নানা সেবাধর্মী কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সেই সাথে এই প্রতিষ্ঠানের নানা কাজে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতার জন্য কমিউনিটির সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

'আল-ইশারা'র বিভিন্ন সেবাসমুহের মধ্যে ডেফ প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে জুম্মার খুৎবা সার্ভিস, তাঁদের বিয়ে-শাদির ব্যবস্থা। শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের নানা ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য অনুষ্ঠানে ফান্ড সংগ্রহ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। বিশেষ কমিউনিটি কমিটমেন্ট এওয়ার্ড প্রদান করা হয় 'ইস্ট লন্ডন মস্ক'কে। এওয়ার্ড গ্রহণ করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও নির্বাহী পরিচালক দেলওয়ার খান। এছাড়া এওয়ার্ড প্রদান করা হয় চ্যারিটি সংস্থা হিউম্যান এইডকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'ইকরা ইন্টারন্যাশনাল এর চেয়ারম্যান আব্দুল হক হাবিব, ভয়েস ফর জাস্টিস এর সচিব সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, বিশিষ্ট আলেম হাফিজ মাওলানা আবু তাহের প্রমুখ।

সেন্ট্রাল লন্ডন স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিবাদ সভা

বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপর মিথ্যা মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির প্রতিবাদে এবং যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের নব্বই দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন নবী খান সোহেলকে গ্রেফতার দেখিয়ে আটক রাখার প্রতিবাদে সেন্ট্রাল লন্ডন স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২০ মার্চ সোমবার যুক্তরাজ্য বিএনপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সেন্ট্রাল লন্ডন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব জাকির হোসেনের পরিচালনায় প্রতিবাদ সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা সাদেক মিয়া, স্বেচ্ছাসেবক দল যুক্তরাজ্যের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিসবাহ বিএস চৌধুরী, সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবুল হোসেন, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুব বিষয়ক সম্পাদক আবদুল হামিদ খান হেভেন, যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা আবদুর রব, যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা লুবেক চৌধুরী, যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা হিরা মিয়া, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সভাপতি মোঃ শরীফুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ আজিম উদ্দিন, শেখ সাদেক, জামিল আহমদ, জাহেদ মানিক, লাকী আহমদ, আনার মিয়া, আকলুচ মিয়া, নিজাম উদ্দিন, মাসুক মিয়া, আবদুর রউফ কাব্য, জাকির ইসলাম বিপ্লব প্রমূখ।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মমিন মিয়া, মোঃ রেজাউল করিম, মোঃ সালা উদ্দিন, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ মাকসুদুল হক, মনসুর হোসাইন, আকিকুর রহমান, এমএ সাবুল, আফজাল হোসেন, এমএ লাহিন আকরাম, মোহাম্মদ এমআর সজিব, লুৎফুর রহমান, আজিজুর রহমান, হাসান আহমদ, দারা মিয়া প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বিএনপির চেয়ারপার্সন আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারুণ্যের অহংকার দেশ নায়ক তারেক রহমানের উপর দায়ের করা সকল মিথ্যা মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান। এছাড়া নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় যুক্তরাজ্য সেন্ট্রাল লন্ডন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া- মাসুক আলীকে সভাপতি, জাকিরুল ইসলাম বিপ্লবকে সাধারণ সম্পাদক, নিজাম উদ্দিনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে সেন্ট্রাল লন্ডন শাখার ২১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সুনামগঞ্জ জেলা গণদাবি পরিষদ ইউকে'র নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সুনামগঞ্জ জেলা গণদাবি পরিষদ ইউকে'র নির্বাহী কমিটির এক সভা গত ১৩ মার্চ সোমবার পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের চেয়ারপার্সন এম সোলেমান আলী পীরের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি হেলাল উদ্দীন আহমদের পরিচালনায় সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জাবের আহমদ।

সভায় বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ কয়ছর খান, মাওলানা আবু তাহের, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, কাজী নাসির উদ্দীন, জাবের আহমদ, মোহাম্মদ নুর আলী, মফিজুর রহমান বাদল প্রমুখ। সভায় আগামী রমজানে সুনামগঞ্জ জেলাবাসীসহ প্রবাসী বাংলাদেশী এবং কমিউনিটির সবাইকে নিয়ে ইফতার মাহফিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

'দর্পণ' ম্যাগাজিনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা

বিলেতে বাংলা মিডিয়ার শতবর্ষ ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দর্পণ' ম্যাগাজিনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ১৫ মার্চ বুধবার বিকালে সিলেট নগরীর জেল রোডস্থ হোটেল ডালাসের কনফারেন্স রুমে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

'দর্পণ' সম্পাদক সাংবাদিক মোঃ রহমত আলীর সভাপতিত্বে ও সিলেট মিডিয়ার সভাপতি আহমেদ বকুলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাই কমিশনের হেড অফ প্রেস এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগের প্রধান ক্যাথরিন রায়েন।

সিলেটবাসী শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় দেশ বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে জানতে পেরে ক্যাথরিন বলেন, এতে তিনি আনন্দ অনুভব করছেন। এ জন্য সিলেটবাসীকে অভিনন্দন জানান তিনি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে চাকুরিতে যোগদানের দুই মাসের মাথায় ওই অনুষ্ঠানে যোগদান করে তিনি যেভাবে সম্মানিত হলেন তা তাঁর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ হাই কমিশনের পলিটিক্যাল এনালিস্ট অফিসার ইজাজুর রহমান, প্রেস এন্ড কমিউনিকেশন্স অফিসার নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহবুবুর রহমান, সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মুকতাবিস-উন-নূর, বাংলাদেশ পোয়েটস ক্লাবের চেয়ারম্যান কবি মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী, দৈনিক কাজিবাজার'র নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ সুজাত আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মিস্ ক্যাথরিন রায়েনকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। শেষে কবিতা পাঠ করেন লুৎফা আহমদ লিলি, এম.এ ওয়াহিদ চৌধুরী, কবি কালাম আহমদ প্রমুখ। দর্পন ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে এ ধরনের অনুষ্ঠান পরবর্তীতে আমেরিকা, লন্ডন ও দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২২ মার্চ নাজিরবাজার এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে'র অভিষেক

নাজিরবাজার এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে'র এক্সিকিউটিভ কমিটির সাধারণ সভা গত ১৩ মার্চ সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুশাহিদ হোসাইনের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম এ আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ট্রাস্টের প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি এনাম চৌধুরী।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা অধ্যাপক মাসুদ আহমেদ,ট্রেজারার তহুর আলী, ভাইস চেয়ারম্যান এনামুল হক, ভাইস চেয়ারম্যান মকসুদ রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান জুনেদ, এডুকেশন সেক্রেটারি ইকবাল আহমেদ, অফিস সেক্রেটারি শামীম আহমেদ, সদস্য দৌলত হোসাইন, সদস্য নাসির উদ্দিন খান সেবুল। বক্তারা বলেন, আর্ত-মানবতার কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত নাজিরবাজার এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে আগামী দিনের জন্য একটি মডেল সংগঠনে পরিণত করতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে । সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে সিলেটের সুবিদ বাজার নুরানী আবাসিক এলাকার প্রবাসীদের সভা

যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাসরত সিলেটের সুবিদ বাজারস্থ নুরানী আবাসিক এলাকার প্রবাসীদের নিয়ে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের লক্ষে এক প্রস্তুতিসভা গত ১৪ মার্চ মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি নেতা মুজিবুর রহমান বারিকের সভাপতিত্বে ও শাহিন মোস্তফা এবং মনসুর আহমদের যৌথ পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আল আমিন।

সভায় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন আলম হোসেন, মনসুর আহমদ, শাহিন মোস্তফা, মুর্শেদ খান ও আব্দুস সালাম বাবুল।

সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়নাল হোসেন, আলম হোসেন, নাসের আহমদ নিগার, মুজিবুর রহমান বাবুল, সেলিম সিদ্দিকী, সৈয়দ বদরুল ইসলাম, সৈয়দ সাজ্জাদ আলী, ওলিউর চৌধুরী অলিব, আব্দুল মুমিন, আব্দুল সাত্তার, সেলিম ইবনে রাহমান, মুরশেদ খান, মির্জা বেগ সিপু, আল আমিন, আব্দুল সেলিম বাবুল, টিপু হোসেন, ইমাদ খান, সামাদ আজাদ, মোহাম্মদ সেলিম মিয়া, আব্দুল মালিক চৌধুরী ইকবাল, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, সেবুল আহমদ, বাবরুল আলম রুহেল, খালেদ সাইফুল্লাহ, মাহমুদ হাসান খান সিপলু, সুলতান আহমদ, সাইফুর রহমান লিপু ও সাহেদ মিয়া।

সভায় নূরানী আবাসিক এলাকার প্রবাসীদের নিয়ে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের তারিখ ও স্থান যথাসময়ে জানিয়ে দেয়া হবে বলে জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও'র বিশেষ অনুষ্ঠান ৯ এপ্রিল

বৃটেনে এশিয়ান কমিউনিটির সর্ববৃহৎ প্রচার মাধ্যম যা সানরাইজ রেডিও হিসেবে সুপরিচিত। এই রেডিওতে বাংলা প্রোগ্রাম শুরু হয় ১৯৯৪ সালে, যা পরিচালনা করে দীর্ঘদিন মিছবাহ নাহিদা প্রোডাকশন্স। পরবর্তীতে ২০১০ সাল থেকে স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও বাংলা অনুষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে মিছবাহ নাহিদা প্রোডাকশন্স এর মাধ্যমে। মূলত এই রেডিও প্রোডাকশন্স'র ২৩ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হচ্ছে আগামী ৯ এপ্রিল পূর্ব লন্ডনের ব্র্যাডি আর্টস সেন্টারে।

এ উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা গত ১৭ মার্চ শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের সাপ্তাহিক পত্রিকা অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও বাংলা প্রোগ্রামের চেয়ারম্যান (অনারারী) এম এ মতিনের সভাপতিত্বে ও রেডিও টিভি উপস্থাপক মিছবাহ জামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক কলামিস্ট নজরুল ইসলাম বাসন, সাংবাদিক সৈয়দ মনসুর উদ্দিন, টিভি উপস্থাপক শামসুল জাকি স্বপন, বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক তসলিম আহমেদ, সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রধান সম্পাদক বেলাল আহমদ ও সম্পাদক এমদাদুল হক চৌধুরী।

সভায় নজরুল ইসলাম বাসন বলেন, 'বৃটেনের সাংবাদিকতার শতবর্ষ পেরিয়েছে এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা মিডিয়া, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও কমিউনিটিতে যেসকল গুণী ব্যক্তি বিশেষ অবদান রাখছেন তাদের অনেককে সম্মাননা প্রদান করা মূলত এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।'

সভায় বাংলা মিডিয়া বিশেষকরে বাংলা পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও সকল টিভি চ্যানেলগুলোর সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সফল করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ উপলক্ষে আগামী ৩১ মার্চ পত্রিকা অফিসে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে সকলকে অংশগ্রহণের জন্য জনাব এমএ মতিন, মিছবাহ জামাল, পৃষ্ঠপোষক তোফায়েল আহমদ, শামীম আহমদ, হেলাল চৌধুরী ও মুজিবুর রহমান জুনু অনুরোধ জানিয়েছেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে বেতার বাংলার ৬ষ্ট প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উদযাপন

জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলা রেডিও 'বেতার বাংলা'র ২৪ ঘন্টা সম্প্রচারের ৬ষ্ট প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উদযাপন করা হয়েছে। গত ১৯ মার্চ রোববার পূর্ব লন্ডনের ম্যানর পার্কের রয়েল রিজেন্সি হলে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বেতার বাংলার পরিচালক কাউন্সিলার শেরোয়ান চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ব্রিটেনে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ নাজমুল কাওনাইন, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জন বিগস, এটিএন বাংলার সিইও হাফিজ আলম বকস, ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বারের সাবেক সভাপতি মুকিম আহমেদ, বিসিএ'র সভাপতি পাশা খন্দকার, সাবেক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার অহিদ আহমদ, কাউন্সিলার রাবিনা খান, এফওবিসির চেয়ার ইয়াওর খান, ব্রিটিশ বাংলাদেশী ক্যাটারার্স এর ইয়াফর আলী, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জুবায়ের, কুইক কাবার ইন্সুরেন্সের মার্ক চেস্টাটন, লাইকা রেমিটের ভিরা মোতাসামি, বেতার বাংলার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মোস্তাক বাবুল ও বেতার বাংলার নির্বাহী পরিচালক নাজিম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা বলেন, বেতার বাংলার এই পথচলা মসৃন করতে তাদের সকল সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল এস এর ফাউন্ডার মাহী ফেরদৌস জলিল, এনটিভি ইউরোপ এর পরিচালক মোস্তফা সারোয়ার বাবু, কাউন্সিলার অলিউর রহমান, কাউন্সিলার আমিনুর খান, কাউন্সিলার মাহবুব আলম, কাউন্সিলার আয়েশা চৌধুরী, কাউন্সিলার রহিমা রহমান, কাউন্সিলার ফারুক চৌধুরী, ব্রিটিশ বাংলাদেশ উইম্যান্স ফোরামের চেয়ার মমতাজ খান, বিসিএ'র সদস্য মুজিবুর রহমান জুনু, মোজাহিদ আলী, বিবিসি বাংলার প্রধান সাবির মোস্তফা, বিবিসি বাংলার মিজানুর রহমান, মাসুদ হাসান খান, টাওয়ার হ্যামলেটস এর ডেপুটি স্পীকার কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার, কাউন্সিলার আতিকুল হক, এনসিএল ট্যুর এর শাহেদ আহমদ, কনজারভেটিভ পার্টির মিনা রহমান, সাপ্তাহিক জনমতের বার্তা সম্পাদক মুসলেহ আহমদ, টিভি প্রেজেন্টার উর্মি মাজহার, ফারহান মাসুদ খান, লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন কার্যালয়ের প্রতিনিধি শরিফা খান ও নাদিম কাদির, সাংবাদিক, আবু মুসা হাসান, মতিয়ার চৌধুরী, দেশ ফাউন্ডেশনের মিসবাউর রহমান, ব্যবসায়ী সাদিক আহমদ, ওয়াজিদ হাসান সেলিম, মঈন উদ্দিন আনসার, নাজমুল চৌধুরী, আশিকুর রহমান, হেলাল খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মেহের আফরোজ শাওন, ফাহমিদা নবী, সেলিম চৌধুরী। যুক্তরাজ্যের শিল্পীদের মাঝে সংগীত পরিবেশন আলাউর রহমান, গৌরী চৌধুরী, শরিফ সুমন, লাবনী বড়ুয়াসহ বেতার বাংলার শিল্পীরা।

উল্লেখ্য, বিলেতে বিগত ১৫ বছর যাবত একমাত্র বাংলা রেডিও 'বেতার বাংলা'তাদের সম্প্রচার অব্যাহত রেখেছে। প্রথম থেকে খন্ডকালিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করলেও ২০১১ সালে ৪ জানুয়ারি থেকে বিরতিহীনভাবে ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে যাচ্ছে।

বেতার বাংলার এই অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে বিগত কয়েকমাস যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদের মধ্যে ইভেন্ট অর্গানাইজিং কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন- প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক নাজিম চৌধুরী, কাউন্সিরার শেরোয়ান চৌধুরী, মাহের আহমদ নিশি, রিনা দাস, ড. এম এ আওয়াল, নাসরিন আজিজ ডলি, জয়নাল আহমেদ খান, মানিকুর রহমান গনি, হেনা বেগম, হাসি খান, আবুল কালাম, মিনহাজ খান, জিয়ার আহমেদ, সৈয়দ শাহ সেলিম আহমদ ও মোস্তাক বাবুল। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাধারণ সভায় নতুন কমিটি ঘোষণা

প্রভাষক জয়নাল আবেদীন সভাপতি, আব্দুল গনি সিনিয়র সহ-সভাপতি, আব্দুল ওয়াদুদ সেক্রেটারি, সৈয়দ উমর আলী ট্রেজারার

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ১৯ মার্চ রোববার শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে পূর্ব লন্ডনের সাটন স্ট্রীটস্থ একটি হলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এডভোকেট লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ট্রাস্টের অগ্রগতি ও বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়ে বক্তব্যে রাখেন সলিসিটর আবুল কালাম, নেহার মিয়া চৌধুরী, সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরী, আব্দুল মঈন চৌধুরী, মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান, হাজী আব্দুল হাই, তোফায়েল আহমদ, মোঃ আব্দুল বাছিত, মোঃ আব্দুল গণি, প্রভাষক জয়নাল আবেদীন, সৈয়দ উমর আলী, সৈয়দ সাদেক আহমদ, রবিন পাল, সৈয়দ আহমদ আলী, মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, ওবায়েদুর রহমান তুহিন, আব্দুল হাফিজ সেলিম, মোঃ আব্দুল মুকিত, মোহাম্মদ হায়দার পারুল প্রমুখ।

সভায় বক্তারা ট্রাস্টের কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে শেরপুর আজাদ বখত হাই স্কুলকে ট্রাস্টের মাধ্যমে কলেজে উন্নীত করায় ৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নতুন ব্যাচে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়ায় সকল ট্রাস্টিকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

সভায় দীর্ঘ আলোচনাক্রমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠন করার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেন সলিসিটর আবুল কালাম, আব্দুল মঈন চৌধুরী, অধ্যাপক আব্দুল রব খান নেত্তর, মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান ও অধ্যাপক আব্দুল হাই।

সভায় যাদেরকে আগামী বছরের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছেন, সভাপতি প্রভাষক জয়নাল আবেদীন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুল গনি, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ দীপক, ট্রেজারার সৈয়দ উমর আলী ও সহকারী ট্রেজারার মোহাম্মদ শামসুজ্জামান জাকির। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, এই কমিটি পরবর্তীতে অন্যান্য দায়িত্বশীল নিয়োগ করবে। সভায় একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।

এতে ট্রাস্টিদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব আশিকুর রহমান, আব্দুল মুহিত, আব্দুল হান্নান মাহমুদ, জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুল মুকিত, আব্দুল হাফিজ সেলিম, সৈয়দ আহমেদ আলী, ওবায়দুর রহমান তুহিন, বদরুল আলম, মোহাম্মদ জাহেদ, মোহাম্মদ রেনু মিয়া, সৈয়দ মাসুম আহমেদ, আবুল কাসেম আমজাদ, মোহাম্মদ গনি, আকিকুল ইসলাম ইমরুল। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

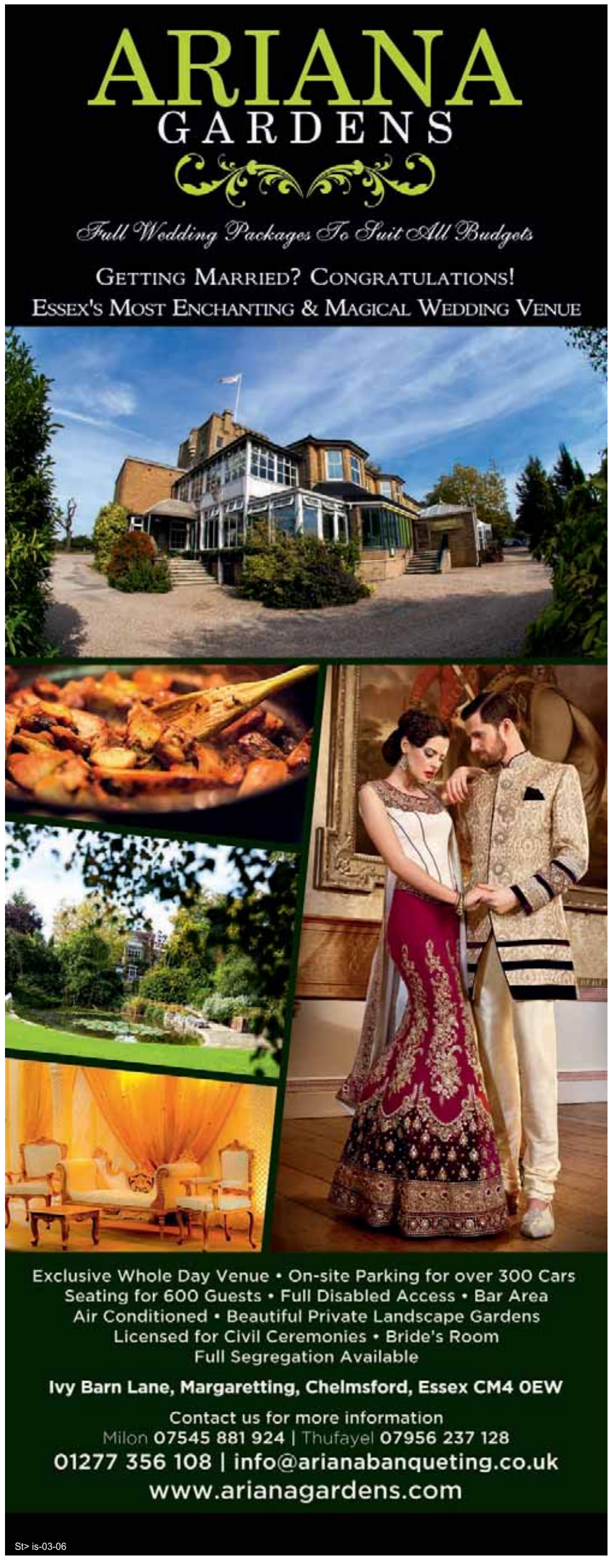

পার্লামেন্ট ভবন ঘেষে সন্ত্রাসী হামলা

আশঙ্কাজনক।

এ ঘটনার পর আহত কয়েকজনকে লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওই হাসপাতালের একজন চিকিৎসক বিবিসিকে বলেন, আহত কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। ওই হাসপাতালের চিকিৎসক কলিন অ্যান্ডারসন বলেন, একজন পুলিশ অফিসার মাথায় আঘাত পেয়ে এখানে ভর্তি হয়েছেন। তাঁকে কিং কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সের নেতা ডেভিড লিডিংটনের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছেন, ছুরি নিয়ে পুলিশের ওপর হামলাকারী ওই ব্যক্তিকে গুলি করেছে পুলিশ।

রয়টার্সের এক আলোকচিত্রী জানিয়েছেন, ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের আশে পাশে তিনি অন্তত ১২ জনকে আহত অবস্থায় দেখেছেন। হাউস অব কমন্সের নেতা রয়টার্সকে জানিয়েছেন তিনি প্রচন্ড আওয়াজ শুনেছেন।

এক প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, ছুরি হাতে এক ব্যক্তিকে পার্লামেন্ট ভবনের দিকে দৌড়াতে দেখা গেছে। পার্লামেন্ট সদস্য এবং সাংবাদিকেরা টুইটারে বিকট শব্দ শোনার কথা জানিয়েছেন।

দেশটির পার্লামেন্টের এক কর্মকর্তা জানান, পার্লামেন্টের বাইরে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এ কারণে পার্লামেন্ট ভবন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হাউস কমন্সের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে। পার্লামেন্ট সদস্যদের নিজ নিজ কার্যালয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ এ হামলার ঘটনাকে 'সন্ত্রাসী হামলা' বলছে। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে হামলার এক বছরের মাথায় যুক্তরাজ্যর পার্লামেন্টের বাইরে এমন ঘটনা ঘটল।

মহান স্বাধীনতা দিবস রোববার

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনাসমূহ আলোক সজ্জিত করা হয়েছে। ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকা ও রঙিন পতাকায় সজ্জিত করা হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্র, হাসপাতাল, কারাগার, এতিমখানা, সরকারি মাতৃ, শিশুসদনসহ অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে। স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করবে। কর্মসূচির মধ্যে আছে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী। এদিকে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

সোনালী ব্যাংক ইউকে যেনো ডুবন্ত তরী তীরে উঠাতে ১৭৮ কোটি টাকার জোগান

আইন পরিপালন না করায় এবং অনিয়ম দূরীকরণে শর্ত বাস্তবায়ন না করায় সোনালী ব্যাংক ইউকে শাখাকে সম্প্রতি ১৮০ দিন অর্থাৎ ছয় মাসের জন্য কোনো প্রকার আমানত নেয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। একই সাথে ৪৪ লাখ পাউন্ড, যা স্থানীয় মুদ্রায় ৪৪ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়। কিন্তু সোনালী ব্যাংক কিছু নির্দেশনা এরই মধ্যে বাস্তবায়ন করায় জরিমানার পরিমাণ কমিয়ে ৩২ কোটি টাকা করা হয়েছে। আর আমানত নেয়ার নিষেধাজ্ঞা ১৮০ দিন থেকে কমিয়ে ১৬৮ দিনে নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু জরিমানার অর্থ পরিশোধ এবং আমানত নেয়ার নিষেধাজ্ঞা ১৬৮ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও ব্যবসা সম্প্রসারণের তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই বলে জানায় সোনালী ব্যাংক সূত্র। কারণ, পূর্বে দেয়া বিভিন্ন শর্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হলেই কেবল ব্যবসা সম্প্রসারণে অর্থাৎ আমানত সংগ্রহের অনুমোদন পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আমানত সংগ্রহে নিষেধাজ্ঞা ধাকায় প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রম দিন দিন কমে যাচ্ছে। বর্তমানে শুধু কিছু বন্ড কেনাবেচার মধ্যেই সীমিত থাকতে হচ্ছে। ফলে সোনালী ব্যাংক ইউকে শাখা চালু রাখতে এখন প্রতিদিনই বড় অঙ্কের লোকসান গুনতে হচ্ছে।

এ দিকে কার্যক্রম টিকিয়ে রাখতে যুক্তরাজ্যের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা পরিপালনে অর্থ সঙ্কটে পড়ে সোনালী ইউকে শাখা। এর ফলে সোনালী ব্যাংক মাত্র শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ হারে ৮ কোটি ৮০ লাখ ডলার ডিপোজিট রাখে সোনালী ইউকে শাখার কাছে। এ অর্থ স্থানীয় মুদ্রায় ৭০৪ কোটি টাকা। সোনালী ব্যাংকের ইউকে শাখা একটি সাবসিডিয়ারি বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে সোনালী ব্যাংকের ৪৯ শতাংশ শেয়ার এবং সরকারের ৫১ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। অর্থ সঙ্কট মেটাতে সোনালী ব্যাংক ডিপোজিট রাখার পাশাপাশি সোনালী ইউকে শাখার সাথে রক্ষিত সোনালী ব্যাংকের নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে সাড়ে ৫ কোটি ডলার রাখে, যা স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। সোনালী ব্যাংক ইউকে শাখার ব্যবসা-কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রমে সোনালী ব্যাংকের পুরো অর্থই এখন ঝুঁকির মুখে। এ বিষয়ে সোনালী ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সোনালী ইউকে শাখায় থাকা প্রায় এক হাজার ২০০ কোটি টাকা দেশে বিনিয়োগ করলে বছরে গড়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা মুনাফা পাওয়া যেত। কিন্তু এখন তারা পাচ্ছে মাত্র ৮ কোটি টাকা। ফলে বছরে তাদের এ কারণে সম্ভাব্য লোকসান গুনতে হচ্ছে প্রায় ৯২ কোটি টাকা। তাছাড়া এ অর্থ আদৌ ফেরত পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সোনালী ব্যাংকের ইউকে শাখার কার্যক্রম চালু রাখতে হলে তাদের অর্থের জোগান দেয়ার কোনো বিকল্প নেই। এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির মালিকানার হার অনুসারে মূলধন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে তাদের অংশ অর্থাৎ ১৭৮ কোটি টাকার জোগান দেয়া হয়েছে। সোনালী ব্যাংকের অংশ অর্থাৎ ১৭১ কোটি টাকার জোগান দেয়ার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অর্থ পাঠানোর অনুমোদন চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েছে সোনালী ব্যাংকের ইউকে শাখা। ২০১৩ সালের ২ জুন সোনালী ব্যাংক ইউকের ওলডহ্যাম শাখা থেকে সুইফট কোড জালিয়াতির মাধ্যমে ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার (প্রায় ২ কোটি টাকা) হাতিয়ে নেয়া হয়। এই অর্থ এখনো আদায় করতে পারেনি ব্যাংকটি। অভিযোগ রয়েছে, ওলডহ্যাম শাখার সাবেক ব্যবস্থাপক ইকবাল আহমেদ ব্যাংকের ভলড থেকে অর্থ চুরি, গ্রাহকের হিসাব থেকে অবৈধভাবে অর্থ উত্তোলন ও গ্রাহকের অর্থ হাতিয়ে নেন। এভাবে অর্থ হাতিয়ে নেয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ স্থানীয় পুলিশকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর বন্ধ হয়ে যায় শাখাটি। ওলডহ্যাম শাখা বন্ধের পর গত ৩০ জুন বন্ধ করে দেয়া হয় লুটন শাখা। এরপর গত ৩০ সেপ্টেম্বর বন্ধ হয়ে গেছে কেমডেন শাখাও। নানা অনিয়মের কারণে একের পর এক যখন বন্ধ হচ্ছে বিভিন্ন শাখা, তখন নতুন করে অর্থের জোগান দিয়ে তা আদৌ ফেরত আসবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। লুটপাট-অনিয়মের বিষয় ক্ষতিয়ে দেখতে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি টিম যুক্তরাজ্য গিয়েছিল। ওই টিমের রিপোর্ট এখন পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এতে সন্তুষ্ট হলেই কেবল সোনালী ব্যাংকের নতুন করে অর্থ পাঠানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে।

২০০১ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাজ্যে যাত্রা শুরু করে সোনালী ব্যাংক। প্রবসীদের সেবা ও বৈদেশিক বাণিজ্য নিশ্চিত করতে ওই সময় এর অনুমোদন দেয়া হয়েছিল।

হোয়াইটচ্যাপেলে রিয়া মানি ট্রান্সফারের শাখা উদ্বোধন

ও কেক কেটে এই শাখার অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এসময় রিয়া মানি ট্রান্সফারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অপারেশন ডাইরেক্টর ইসাবেল করটিস, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (রিটেইল, ইউরোপ) প্যাট্রিসিও রোজাস হোবনার, মার্কেটিং ও নিউ প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ভিক্টোর সালামানকা, রিটেইল ম্যানেজার ইয়েন হুমায়ূন, ডেপুটি এম.এল.আর.ও কালিমুদ্দিন আরভি, বিজনেস ডেভেলাপমেন্ট ম্যানেজার (রিটেইল) ইসেলা কায়সিডো, বিজনেস ডেভেলাপমেন্ট ম্যানেজার (বাংলাদেশ) তানভির আলম, বিজনেস ডেভেলাপমেন্ট ম্যানেজার (ইন্ডিয়া) মাতা গুপ্তা, বিজনেস ডেভেলাপমেন্ট ম্যানেজার (ঘানা) ইমানুল বনসু ও মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ ইয়াসি টেঙ্গুর।

কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মার্সিলা গনজালিজ প্রথমে ফিতা কেটে অফিসের ভেতরে প্রবেশ করেন এবং টিম নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কেক কাটেন। এ সময় তিনি বলেন, হোয়াইচ্যাপেলে নতুন শাখা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে রিয়া মানি ট্রান্সফার বাঙালি কমিউনিটির কাছে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো। হোয়াইচ্যাপেল এলাকা বাঙালি কমিউনিটির একটি প্রাণকেন্দ্র। তাই কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে এই শাখাটি আমরা উদ্বোধন করলাম। তিনি আরো বলেন, রিয়া মানি ট্রান্সফার হচ্ছে প্রবাসীদের স্বদেশে অর্থ প্রেরণের সবচেয়ে নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও দ্রুততম একটি মাধ্যম। আমরা আশাবাদী, নতুন চালু হওয়া এই শাখা বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে কমিউনিটির চাহিদা পুরণে সক্ষম হবে।

বিজনেস ডেভেলাপমেন্ট ম্যানেজার (বাংলাদেশ) তানভীর আলম বলেন, আমাদের এই শাখা সপ্তাহে সাতদিনই খোলা থাকবে। বাংলাদেশী কমিউনিটিকে বিশেষ সেবা দেয়ার জন্যই হোয়াইচ্যাপেলে এই শাখা স্থাপন করা হয়েছে। সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করতে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। জনাব তানভীর বলেন, রিয়া মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে বিশ্বের ১৪৬টি দেশে অর্থ প্রেরণ করা যায়। এছাড়াও মানি এক্সচেইঞ্জ সুবিধাও রয়েছে। হোয়াইটচ্যাপেল শাখায় ডলার, রিয়াল, দেরহাম, জাপানিজ ও চাইনিজ মুদ্রাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা এক্সচেঞ্জ করা যাবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশী গ্রাহকদের সবচেয়ে ভালো সেবা দিতে গত বছর তাঁরা বাংলাদেশেও একটি অফিস স্থাপন করেছেন।

উল্লেখ্য, রিয়া মানি ট্রান্সফার গত ৩০ বছর ধরে বিশ্বের ১৪৬টি দেশে অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে বিশ্বস্ত ও নিরাপদে রেমিটেন্স পাঠিয়ে আসছে। বিশ্বের ১৬টি দেশে তাঁদের নিজস্ব অফিস রয়েছে। যুক্তরাজ্যে ৯টি শাখা ও ২ হাজার এজেন্ট অফিস রয়েছে।

মুহিতের সামনেই মিসবাহর খায়েস!

করতেই এ ঘোষণা দিয়েছি।'

জাতীয় নির্বাচনে সিলেট-১ আসন নিয়ে মিথ প্রচলিত। এ আসনে যে দল জিতে, সে দলই ক্ষমতায় যায়, ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচন থেকে এমন মিথ প্রচলিত হওয়ার কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেও সিলেট-১ আসন বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। ১৯৯১ সালে এ আসনে নির্বাচন করে বিএনপির প্রার্থী প্রয়াত খন্দকার আবদুল মালিক সাংসদ হয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী প্রয়াত স্পিকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী জিতেছিলেন। ২০০১ সালে প্রয়াত অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান জয়ী হন। ওই নির্বাচনে প্রথম প্রার্থী হয়ে সাইফুরের সঙ্গে হেরেছিলেন বর্তমান সাংসদ অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। ২০০৮ নির্বাচনে তিনি জয়ী হন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠন করে। ২০১৩ সালে অবশ্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন মুহিত।

আগামী জাতীয় নির্বাচনে আবুল মাল আবদুল মুহিত আর প্রার্থী হচ্ছেন না। এ কথা তাঁর মুখ থেকে বলতে শোনা গেছে। প্রায় দুই বছর ধরে সিলেটে অর্থমন্ত্রীর উন্নয়ন কর্মকা– পরিচালনায় অংশ নিতে দেখা গেছে তাঁর ছোট ভাই জাতিসংঘে সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি একে আবদুল মোমেন। আগামী নির্বাচনে মুহিত প্রার্থী না হলে মোমেন প্রার্থী হচ্ছেন-এ রকম প্রচারণাও রয়েছে সিলেটে। এ অবস্থায় তৃণমূলের সমাবেশে মিসবাহউদ্দিন সিরাজের ঘোষণা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী রাজনীতিকে সরব করে তুলল বলে মনে করছেন অনেকেই।

মিসবাহউদ্দিন সিরাজ আওয়ামী লীগের তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আসীন হওয়া একজন নেতা। ১৯৭৭ সালে ছাত্রলীগের মধ্য দিয়ে রাজনীতির হাতেখড়ি। জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদের মাধ্যমে মূল দলের নেতৃত্বে আসেন তিনি। সিলেট মহানগর প্রতিষ্ঠার পর দুই মেয়াদে ছিলেন নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। ২০০৮ সাল থেকে পরপর তিন মেয়াদে তিনি সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আছেন।

তৃণমূল সমাবেশে প্রার্থিতা ঘোষণার এ বক্তৃতাকালে সমাবেশমঞ্চে ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও তাঁর ছোট ভাই একে মোমেন। পরে অর্থমন্ত্রী বক্তৃতা দেন। কিন্তু বক্তৃতায় তিনি নির্বাচন বা প্রার্থী হওয়া বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। অর্থমন্ত্রী মার্চ মাসকে স্মরণ করে বলেন, 'মার্চ মাস আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনের মাস। এই মাসে সিলেট বিভাগের প্রতিনিধি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটা গৌরবের বিষয়। আমাদের সংগঠন গোছাতে হবে। ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, জেলা যেখানে ফাঁকফোকর আছে, সেগুলো গোছাতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে দারিদ্র্যবিমোচন করে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে চান। আমাদের সংগঠন ঠিক করে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হবে।'

অর্থমন্ত্রীর সামনে তাঁর আসনে মিসবাহউদ্দিন সিরাজের প্রার্থিতা ঘোষণা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সিলেটে আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতা, জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সিলেট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান লুৎফুর রহমান বলেন, 'এটা তাঁর (মিসবাহ) ব্যক্তিগত মতামত। এ নিয়ে সাংগঠনিকভাবে বলার কিছু নেই। তবে অর্থমন্ত্রীকে সমাবেশমঞ্চে রেখে তাঁর আসনে এভাবে ঘোষণা দেওয়াটা আমরা ইতিবাচকভাবে দেখছি না।'

মিসবাহউদ্দিন সিরাজ সিলেট-৩ (ফেঞ্চুগঞ্জ-দক্ষিণ সুরমা) আসনে নির্বাচন করতে চান-এমনটি প্রকাশ পেয়েছিল ১৩ মার্চ 'ফেঞ্চুগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা চেতনা বাস্তবায়ন মঞ্চ' আয়োজিত একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিতে গিয়ে মিসবাহউদ্দিন সিরাজ প্রার্থী হওয়ার আগ্রহের কথা বলেছিলেন। পরদিন অবশ্য ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ ও পাঁচটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিবৃতি দিয়ে 'অবৈধ অনুপ্রবেশ' ঠেকানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন।

সিলেট-৩ আসনের বর্তমান সাংসদ জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মাহমুদ-উস-সামাদ চৌধুরী। আজ তৃণমূলের সমাবেশে মিসবাহউদ্দিন সিরাজের প্রার্থিতা ঘোষণা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। যে কেউ যেকোনো আসনে নির্বাচন করার আগ্রহ প্রকাশ করতেই পারেন। শুধু চাইলে তো আর হবে না। দলীয় সভানেত্রীর ইচ্ছেও লাগবে। যাঁকে দিয়ে যেখানে আসন পুনরুদ্ধার সম্ভব, সেখানেই মনোনয়ন দেবেন।'

বাংলাদেশে বৃটিশ সরকারের ভ্রমণ সতর্কতা

জীবনধারার বিরোধী এমন অনেক ব্যক্তিকে হত্যার দায় স্বীকার করেছে তারা। এ জন্য বৃটিশ নাগরিকদের বাংলাদেশে চলাচল করতে চোখ খোলা রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা হয়। তাতে ২০ জিম্মি ও ২ পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। এ জন্য সুনির্দিষ্ট এলাকাগুলো এড়িয়ে চলতে স্থানীয় নিরাপত্তা বিষয়ক কর্তৃপক্ষের কোনো বিশেষ নির্দেশনা থাকলে তা অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। ওই সতর্কবার্তায় গত ১ জুলাইয়ের সন্ত্রাসী হামলা, গত ১৭ মার্চ আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ এক হামলাসহ ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে অন্য অনেক সন্ত্রাসী হামলার দায় স্বীকার করেছে দায়েশ (বা আইসিল)। এ জন্য উচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিষয়ক বাহিনীগুলো। সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে নিরাপত্তা ও চলাচল সীমিত করা হতে পারে। ওই সতর্কবার্তায় আরো বলা হয়, বাংলাদেশে আরো সন্ত্রাসী হামলার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। হামলা হতে পারে বিদেশীদের ওপর। বিশেষ করে পশ্চিমাদের ওপর। তাদেরকে সরাসরি টার্গেট করা হতে পারে। যেসব স্থানে পশ্চিমারা জমায়েত হন অথবা ভিড় বেশি থাকে বলে পরিচিত সেখানে হামলার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। এসব এলাকায় যতটা সম্ভব উপস্থিতি এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। চলাচল করতে বলা হয়েছে সতর্কভাবে। আগেভাগে নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

নর্থাম্পটনশায়ারে কারি শিল্পের অস্তিত্ব হুমকীর মুখে

প্রায় ১২০টি রেস্টুরেন্ট ও টেকওয়ে রয়েছে। কিন্তু স্টাফ সংকটের কারণে বন্ধ হচ্ছে একের পর এক ব্যবসা। সম্প্রতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রেস্টুরেন্ট বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখা গেছে।

এ ব্যাপারে তামারিন রেস্টুরেন্টের মালিক ও সেলিব্রেটি শেফ টিপু রহমান বলেন, স্টাফ সংকট আছে। উপরন্তু সরকারও আমাদেরকে সহযোগিতা করছে না। তবে বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন এই সংকট সমাধানে কাজ করছে।

রথওয়েল পাপরিকা টেকওয়ের মালিক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ইমিগ্রেশনের কড়াকড়ির কারণে অনেকেই রেস্টুরেন্টের কাজ ছেড়ে মিনি ক্যাবিং শুরু করেছেন। ফলে স্টাফ সংকট দিনদিন আরো প্রকট হচ্ছে।

মুসলিম দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রগামী বিমানে লেপটপ নিষিদ্ধ

বোমা বা বিস্ফোরক বহন করে হামলা চালানো হতে পারে। এ জন্য এ নিষেধাজ্ঞা। এমন আশঙ্কার কথা নিশ্চিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ। এক্ষেত্রে গত বছর সোমালিয়ার একটি আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে একই প্রক্রিয়ায় বোমা হামলার কথা তুলে ধরা হচ্ছে। এর জবাবে ফিলিপ বাম বলেন, সোমালিয়ার মোগাদিসু থেকে জিবুতি যাচ্ছিল ডালো এয়ারলাইন্সের ওই ফ্লাইটটি। তাতে বোমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল ল্যাপটপকে। কিন্তু নিরাপত্তা চেকআপের পরে তো ওই যাত্রীর কাছে ল্যাপটপটি তুলে দেয়া হয়েছিল। তাহলে কি চেকআপ করেছিল তারা! ওদিকে যুক্তরাষ্ট্র তার নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনেনি এমন দুটি দেশ হলো সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মরক্কো। কিন্তু যুক্তরাজ্য কেন তাদেরকে এ তালিকার ভিতর এনেছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য বা কারণ বর্ণনা করা হয় নি। উল্লেখ্য, যে বিমানবন্দরগুলোতে এ নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে প্রতিদিন তা ব্যবহার করেন প্রায় ৫ হাজার মানুষ। তাদের চলাচলের সময় বাড়তি পরীক্ষা, চেকআপে অতিরিক্ত সময় লাগবে। এতে কাজের গতি্থ হয়ে পড়বে। এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে বহু মানুষ ট্রানজিট হিসেবে ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরকে ব্যবহার করে থাকে। তারা টার্কিশ এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে নিয়মিত যাতায়াত করে হিথ্রো, গ্যাটউইক, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার ও এডিনবার্গে। তবে তুরস্কে শুধু ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে এ নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা হবে।

বাঁচানো গেল না সিলেটের ললি বেগমকে

সিলেট, ২০ মার্চ : বাঁচানো গেল না সিলেটের ললি বেগমকে। মাদক বিক্রেতাদের হামলায় গুরুতর আহত ললি বেগম রক্তের অভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। অথচ তাকে রক্ত দিতে হাসপাতালে হাজির হয়েছিলেন দুই আত্মীয় ভাই রমজান ও ভাইপো আনোয়ার। কিন্তু অজানা কারণে হাসপাতাল থেকে তাদের পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। একদিন থানায় আটকে রাখে। অনেক দেন-দরবারের পর তাদের যখন ছাড়া হয় তখন ললি বেগম চলে গেছেন পরপারে। নির্মম নির্দয় এ কাহিনী শুনে স্তম্ভিত সবাই। স্বজনরা জানিয়েছেন, ললি বেগমকে বাঁচাতে ডাক্তার ৭ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহের কথা বলেন। নিজেদের স্বজনদের মধ্যেই ৭ জনকে রক্ত দেয়ার জন্য তৈরি করা হয়। এর মধ্যে ললি বেগমের ভাই রমজান ও ভাইপো আনোয়ারও ছিল। রাত তখন দুইটা। সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রক্ত দিতে প্রস্তুত রমজান ও আনোয়ার। ঠিক এ সময় পুলিশ গিয়ে হাজির। রমজান ও আনোয়ারকে ধরে নিয়ে যায় থানায়। ওদিকে রাতের মধ্যে রক্ত না পাওয়ায় আইসিইউতে নেয়া হয় ললি বেগমকে। একদিন পর থানা থেকে ছাড়া পান রমজান ও আনোয়ার। কিন্তু তার আগেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন ললি বেগম।

ললি বেগমের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায়। প্রায় ২৫ বছর আগে থেকে তিনি সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় পিরোজপুরের তান্না মিয়ার বাসায় উঠেন। সেখানেই এখনো বসবাস করছেন তার পরিবার। স্বামী আকাশ মিয়া। ললির বয়স ৪৫ বছর। এক ছেলে ও চার মেয়ের জননী তিনি। সিলেট রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় রয়েছে ললি বেগমের মেয়ের জামাই রশিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। লাউয়াই এলাকার তিতন মিয়া, উপশহরের মালেক মিয়া ও দক্ষিণ সুরমার কালাম মিয়া সহ কয়েকজন রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় মাদকের ব্যবসা করে। রশিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে দাঁড়িয়ে তারা মাদক বিক্রি করতো। এ নিয়ে রশিদের সঙ্গে তিতন ও সহযোগীদের বিরোধ চলছিল। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে তিতন, মালেক ও কালামের নেতৃত্বে কয়েক জন হামলা চালায় ললি বেগমের বাসায়। এ সময় ললি বেগম একা বাসায় ছিলেন। তিতন সহ কয়েকজন বাসার ভেতরে ঢুকে। ললির পেটে ও বুকে ছুরিকাঘাত করে। তার চিৎকারে পাশের বাসার কলেজছাত্র রেদওয়ান আহমদ রাসেল এগিয়ে আসেন। বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে হামলাকারীরা তাকে ছুরিকাঘাত করে। পরে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে তিতনসহ অন্যরা পালিয়ে যায়। এদিকে আহত ললি বেগম ও ছাত্র রাসেলকে রাত সোয়া ১২টার দিকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার পর প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে ললি বেগমের রক্তের প্রয়োজন হয়। ডাক্তাররা ললি বেগমকে বাঁচাতে ৭ ব্যাগ রক্ত প্রয়োজন বলে জানান। রাতে ললি বেগমের ছেলে জালাল আহমদ, মেয়ের জামাই শহীদ আহমদ রক্তের জন্য আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে আসেন। এর মধ্যে রক্ত দিতে আনা হয় ললি বেগমের ভাই রমজান ও ভাইপো আনোয়ারকে। তাদের রক্ত সংগ্রহ করার আগেই হাসপাতালে গিয়ে হাজির হন দক্ষিণ সুরমা থানার পুলিশ। পুলিশ কর্মকর্তা এ সময় রমজান ও আনোয়ারকে ডেকে নিয়ে আসেন হাসপাতালের বাইরে। এরপর জোরপূর্বক তাদের গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যান। রমজান ও আনোয়ার জানিয়েছেন, পুলিশের পায়ে ধরে অনুনয় জানিয়েছি। কিন্তু পুলিশ তাতে কর্ণপাত করেনি। আমরা বলেছি ভাই রোগী মারা যাবে। এরপরও তাদের মন একটুও গলেনি। এদিকে ওই দুইজন বাদে রাতে ললি বেগমের জন্য ৪ ব্যাগ রক্তের যোগাড় হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার সকালের দিকে ললি বেগমের অবস্থার অবনতি ঘটে। দুপুরের দিকে ললি বেগমকে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া যায়। ললি বেগমের মেয়ের জামাই শহীদ আহমদ জানিয়েছেন, টাকার বিনিময়ে রাতে থানা থেকে আনোয়ার ও রমজানকে ছেড়ে দেয়া হয়। ততক্ষণে ললি বেগমের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। মধ্যরাতে ললি বেগম ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। শহীদ আহমদ জানান, ডাক্তার বলেছিল ৭ ব্যাগ রক্ত দিতে, কিন্তু দুইজনকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় রক্ত মিলেনি। পুলিশের কারণেই তার শাশুড়ি মারা গেছেন বলে দাবি করেন শহীদ আহমদ। এদিকে মামলা গ্রহণেও পুলিশ নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছে। ঘটনার দিন রাতেই ললি বেগমের ভাষ্য মতে তিতন, মালেক ও কালামকে আসামি করে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনায় পরদিন থানায় মামলা রেকর্ড করে পুলিশ। ললির স্বজনরা জানিয়েছেন, এজাহারে প্রধান আসামি করা হয়েছিল তিতনকে। কিন্তু পুলিশ পুরো এজাহারটি পরিবর্তন করে তিতনকে আসামির তালিকা থেকে বাদ দেয়। তবে উপশহরের বাসিন্দা মালেককে আসামি করা হয়েছে। আর কালাম নামে যাকে আসামি করা হয়েছে তার নাম বদলিয়ে এজাহারে কামাল নাম ব্যবহার করা হয়। আর ওই কামালের ঠিকানা দেয়া হয়েছে কদমতলী। ললি বেগমের ছেলে জালাল জানিয়েছেন, ওই কামালকে তারা চেনেন না। কালামকে তারা চেনেন। কিন্তু পুলিশ নাম পরিবর্তন করেছে। তিনি বলেন, তিতন হচ্ছে পুলিশের সোর্স। সে দক্ষিণ সুরমা এলাকায় মাদক ব্যবসা করে। এদিকে গতকাল বিকালে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের এডিসি (মিডিয়া) জিদান আল মুছা জানিয়েছেন, রক্তদাতাদের ধরে এনে টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি তিনি শুনেছেন। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। মামলার এজাহার পরিবর্তন হলে সেজন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

ওসমানী বিমান বন্দরে সব আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ওঠানামা করবে - রাশেদ খান মেনন

সিলেট, ২০ মার্চ : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেছেন, ওসমানী বিমান বন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু করে সরকার সিলেটবাসীর দাবি বাস্তবায়ন করেছে। পর্যায়ক্রমে সব দেশের ফ্লাইট এখানে ওঠানামা করবে। গতকাল রবিবার সকালে ছাতকে আনুষ্ঠানিকভাবে গোবিন্দগঞ্জ হসপিটালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ব্রিজ একাডেমি হলে আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন তিনি।

জমজম হেলথ কেয়ার লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, গোবিন্দগঞ্জ-সৈদেরগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আখলাকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও এটিএম কয়েছের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ইউনিয়ন ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছে। এর আগে মন্ত্রী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ব্রিজ একাডেমির শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। এমপি মুহিবুর রহমান মানিকের দাবির প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের সাব-সেক্টর হক নগরকে একটি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করতে মন্ত্রী সহায়তার আশ্বাস দেন।

শ্রীমঙ্গলে ধর্ষিতার পরিবারকে মামলা দিয়ে হয়রানি

সিলেট, ২১ মার্চ : মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নে এক প্রতিবন্ধী (অটিজম) মেয়েকে ধর্ষণের ঘটনায় মামলা দেয়ার পর বিবাদীর পরিবার উ্ আদালতে চুরি ও মারধরের পিটিশন মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। গতকাল দুপুরে প্রতিবন্ধী মেয়ের বাবা পরিমল চন্দ্র দাস ও মা রীনা দাস শ্রীমঙ্গল প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ তুলেন। সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবন্ধী মেয়ের বাবা পরিমল চন্দ্র দাস অভিযোগ করে বলেন, 'আমার প্রতিবন্ধী মেয়ের মামলা তুলে নিতে বিবাদীর পরিবার আমাদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। এমনকি গত ১৫ই মার্চ মৌলভীবাজারের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২নং আমলি আদালতে মারধর, সিএনজি গাড়ির গ্লাস ভাঙচুর, মোবাইল ও টাকা চুরির পিটিশন মামলা আদালতে দিয়ে আমাদের উ্ হয়রানি করছে আসামি রাখাল দেব নাথের বড় ভাই ওমরচান দেব নাথ। বিজ্ঞ আদালত পিটিশনটি তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য শ্রীমঙ্গল থানাকে নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীমঙ্গল থানার ওসি কে এম নজরুল সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রতিবন্ধী মেয়ের ঘটনায় থানায় নিয়মিত মামলা নেয়া হয়েছে। তাদের তো কোনো হয়রানি হওয়ার কথা নয়। আসামি পক্ষের দ্বারা যদি কোনো পিটিশন মামলা হয়ে থাকে তাহলে মেয়েটির পরিবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তা আমি সঠিকভাবে দেখে দেবো'।

প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে মিছিলে ধাওয়া

সিলেটে ছাত্রলীগের পাঁচ অস্ত্রধারী ক্যাডার কারাগারে

সিলেট, ২০ মার্চ : সিলেট এমসি কলেজে প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে ছাত্রদলের মিছিলকে ধাওয়াকারী পাঁচ অস্ত্রধারীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গতকাল রোববার সিলেট মুখ্য মহানগর হাকিম সাইফুজ্জামান হিরোর আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। তবে এক অস্ত্রধারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে এখনো পলাতক। কারাগারে যাওয়া পাঁচ অস্ত্রধারী হচ্ছেন– সিলেট মহানগরীর শাহপরান থানার সাদিপুরের তারেক আহমদ (২৩), একই থানার মিরাপাড়ার সালমান অপু ওরফে শামসুল ইসলাম অপু (২৪), মোগলাবাজার থানার দাউদপুরের আলতাফুর রহমান মুরাদ (২৩), সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার নগদীপুরের রবিউল হাসান (২২) ও মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার উত্তরবাগ গ্রামের সৌরভ আচার্য (২৬)। কানাইঘাট উপজেলার ফকিরের গাঁওয়ের আপন (২৩) এখনো পলাতক।

তন্মধ্যে তারেক ও অপু এমসি কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষে, সৌরভ ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষে, মুরাদ মাস্টার্সে, রবিউল ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষে এবং আপন অনার্স শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী।

আদালতে আইনজীবী রশিদুল ইসলাম রাশেদ জানান, ওই পাঁচজন আদালতে আত্মসমর্পণ করার পর তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। প্রায় এক যুগ পর গত জানুয়ারিতে এমসি কলেজ ছাত্রদল শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। কমিটি গঠিত হওয়ায় ৩০ জানুয়ারি ক্যাম্পাসে আনন্দমিছিলের আয়োজন করে ছাত্রদল। ওই মিছিলে ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী প্রকাশ্যে দা-রড উঁচিয়ে ধাওয়া করেন। এ ঘটনায় পরদিন স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়।

বিষয়টি নজরে আসায় সিলেট মুখ্য মহানগর হাকিম সাইফুজ্জামান হিরো ফৌজধারি কার্যবিধির (কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর) ১৮৯৮-এর ২৫ ধারা অনুসারে ওই ধাওয়াকারী ব্যক্তিদের চি€ত করতে পুলিশকে নির্দেশ দেন। এ ছাড়া সাত দিনের মধ্যে এ বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশও দেন তিনি।

সূত্র জানায়, সাত দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়ার কথা থাকলেও পুলিশ সময় বর্ধিত করে। পরে ১৩ ফেব্রুয়ারি মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (সদর) শাহরিয়ার আল মামুন আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। এরপর ১৫ ফেব্রুয়ারি আদালত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এমসি কলেজের ওই ছয় শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। একই সাথে দ্রুতবিচার আইনে মামলা রেকর্ডভুক্ত করার আদেশও দেন আদালত। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুতবিচার আইনে মামলা (নং-৭৮/২০১৭ সিআর) রেকর্ড করা হয়।

মধুদা
ছেলের মুখে বাবার গল্প

আসিফুর রহমান

মধুসূদন দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না। এই এলাকায় ক্যানটিন চালানোর সুবাদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তাঁর সম্পর্ক। মধুর ক্যানটিন হয়ে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-সংস্কৃতির

সূতিকাগার। ১৯৭১ সালে অপারেশন সার্চলাইট নামে যে তাণ্ডব চালিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, তারই শিকার হয়েছিলেন শিক্ষার্থীদের প্রিয় মধুদা। 'স্বপ্ন নিয়ে'র আয়োজনে এ প্রজন্মের তরুণদের কাছে মধুদার গল্প বলেছেন তাঁর ছেলে অরুণ কুমার দে।

'১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ঢাকায় যে থমথমে অবস্থা ছিল, তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। রাতের বেলায় সমানে কাক ডাকত। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাকিস্তানি বাহিনীর জিপের শব্দ আর হেডলাইটের আলো ছাড়া কোনো আলো নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের গাছগুলোতে তখন শকুনের ওড়াউড়ি...'

বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের তত্ত্বাবধায়ক অরুণ কুমার দে। যে মধুদার (শহীদ মধুসূদন দে) নামে এই ক্যানটিন, অরুণ কুমার দে তাঁর ছেলে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ১১ কি ১২। ওই বয়সেই চোখের সামনে মা-বাবা, বড় ভাই-বৌদিকে হারিয়েছেন।

সেই সব দিনের সাক্ষী অরুণ দের কাছে ঘটনার বর্ণনা শুনতে গত বুধবার মধুর ক্যানটিনে হাজির হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ১২ জন শিক্ষার্থী। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের এসব শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাসা যেমন এই ক্যানটিনকে ঘিরে, তেমনি তাঁরা শুনতে চেয়েছেন মধুদার কথা। তখনকার ছোট্ট সেই ছেলেটি যতটুকু জানেন, উত্তর দিয়েছেন বর্তমান প্রজন্মকে। তাঁর ভাষায়, 'এটা তো আমার দায়িত্ব। এখনকার ছেলেমেয়েদের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ কম। কেউ তো এভাবে আসে না।'

ফলিত গণিত বিভাগের ছাত্রী জুমারিয়া বিনতে জাকারিয়া জানতে চান ১৯৭১ সালে অরুণ দের পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে। অরুণ দে বলেন, '২৫ মার্চ সারা রাত ধরে চলে তাণ্ডব। একদিকে বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার, অন্যদিকে গুলির শব্দ। জগন্নাথ হলের পাশেই ছিল আমাদের বাসা। আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। বাতি বন্ধ। পুরো রাস্তা ফাঁকা। এমন অবস্থায় ছেলেদের হল, মেয়েদের হল, শিক্ষক-কর্মচারীদের আবাসিক এলাকা–সব জায়গায় আক্রমণ শুরু হয়। সেনারা জগন্নাথ হলে ঢুকে যাকে যেখানে পেয়েছে, সেখানেই গুলি করেছে। কর্মচারীদের টিনশেড আবাসিক এলাকা পুরোটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা যে কত বড় ভয়াবহতা, না দেখলে বলে বোঝানো যাবে না।'

অরুণ দে বলেন আর উন্মুখ হয়ে শোনেন শিক্ষার্থীরা। 'সারা রাত্রির তাণ্ডব শেষে ভোরবেলা আমাদের বাসায় আক্রমণটা করে। একতলায় এসে জিজ্ঞেস করে, বাবা কোথায় থাকেন। পরে চারতলায় উঠে আসে। দরজা ধাক্কাতে থাকে। বাবা দরজা খুলে দেন। ১২-১৪ জনের একটা দল চারদিক থেকে ঘিরে বাবাকে পাশের ফ্ল্যাটের বারান্দায় নিয়ে দাঁড় করায়। একজন ঘরের ভেতরে ঢুকে ছবি-আসবাব সব তছনছ করে ফেলে।' তারপর? শিক্ষার্থীরা জানতে চান।

'প্রথমে বড় ভাইকে হত্যা করে। বড় ভাই নতুন বিয়ে করেছেন ছয় মাস আগে। বৌদিকে গুলি করে। এর একটা আমার ছোট দিদির গায়ে লাগে। পরে বাবাকে মারতে গেলে মা তাঁকে জড়িয়ে ধরে রাখেন। বলেন, আমার তো সব শেষ হয়ে গেছে, আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও। এ সময় মাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি চলে। বাবার ডান হাতে গুলি লাগে। সে অবস্থায় তিনি বসে পড়েন। তিনি কাঁদছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মিশন শেষ করে পাকিস্তানিরা চলে যায়।'

ততক্ষণে টেবিলজুড়ে নিস্তব্ধ নীরবতা নেমে এসেছে। অরুণ দে বলেই চলেন, 'বাবা তখনো মারা যাননি। পাকিস্তানিরা চলে যায়। ঘণ্টাখানেক পর দুজন বাঙালি এসে বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। জগন্নাথ হলের মাঠে তাঁকেসহ আরও অনেককে ব্রাশফায়ার করা হয়। বিরাট করে গর্ত খুঁড়ে মৃত-অর্ধমৃত সবাইকে এখানেই পুঁতে দেয় ওরা।' তিনি বলেন, 'আমাদের কিছু করার ছিল না। আমরা যারা ছোট ছিলাম, আমাদের মাথার চুল ধরে দেয়ালে মাথা ঠোকায়। বুকে-পেটে লাথি মারে। বড়দের কাউকে ছাড়েনি। তিনটি লাশ আর আহত বোনকে নিয়ে তিন দিন পর্যন্ত আমরা বাসায় ছিলাম। কীভাবে যে দিনগুলো কেটেছে, বলে বোঝানো সম্ভব নয়।'

২৭ মার্চ কারফিউ ছেড়ে দিলে অরুণরা সাত ভাই-বোন এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় বিক্রমপুরে দেশের বাড়ি যান। চার দিন চার রাত হেঁটে পৌঁছে যান ভারতের ত্রিপুরায়। সেখানেই কাটে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস। দেশ স্বাধীন হলে ফিরে আসেন। এসে দেখেন পুরো ক্যানটিন ভেঙে ফেলা হয়েছে। তখনকার ছাত্রনেতাদের সহযোগিতায় সংস্কার শেষে নতুন করে চালু হয় মধুর রেস্তোরাঁ। কেবল ছিলেন না সবার প্রিয় মধুদা।

বাবা হিসেবে কেমন ছিলেন মধুসূদন দে–এক শিক্ষার্থীর এমন প্রশ্নের জবাবে অরুণ দে বলেন, 'অসাধারণ। আমার ভাগ্য, আমি আমার বাবার মতো বাবা আর মায়ের মতো মা পেয়েছি। মায়ের কাছে তো আদর পেতাম, কিন্তু দুষ্টু ছিলাম তো, বাবার শাসন ছিল। রাগ দেখাতেন মাঝেমধ্যে। ওই শাসনটা ছিল বলেই আজ তাঁর দায়িত্বটা পেয়েছি।'

পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে মেজ অরুণ দের নতুন করে শুরু মুক্তিযুদ্ধের পর। ক্লাস ফাইভে পড়েন। ওই সময় থেকেই মধুর ক্যানটিনে যাওয়া-আসা করেন, একপর্যায়ে হাল ধরেন। স্কুলে যেতেন, চারটায় স্কুল ছুটি হলে ক্যানটিনে আসতেন। মেট্রিক পাস করার পর সিটি কলেজে রাত্রিকালীন কোর্সে ভর্তি হন। সারা দিন ক্যানটিনে কাজ করে সন্ধ্যায় ক্লাস করে বাসায় যেতেন। এভাবেই এগিয়েছে জীবন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র জি এম হিরকের জিজ্ঞাসা, 'আপনার বাবা তো রাজনীতি করতেন না, তবু কেন পাকিস্তানিদের এত আক্রোশ ছিল?' উত্তরে অরুণ দে তাঁর বাবার গল্প শোনালেন এভাবে–মধুসূদন দে রাজনীতি করতেন না ঠিকই, কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁদেরকে তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা করতেন। যাঁরা আত্মগোপনে ছিলেন, কে কোথায় আছেন, তিনি জানতেন। তাঁরাও মধুদাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করতেন না। মধু দার কাছে চিঠি লিখতেন, 'খেয়ে না-খেয়ে আছি।' মধুদা জায়গামতো খাবার পাঠিয়ে দিতেন। টাকাপয়সা দিয়ে সহযোগিতা করতেন। তিনি কি অনেক প্রভাবশালী ছিলেন? না। বড়লোকও ছিলেন না। তবে তাঁর মনটা ছিল অনেক বড়। নিজের সন্তানদের চাইতে এই ছাত্রছাত্রীদের বেশি গুরুত্ব দিতেন। এই বিষয়টি মধুসূদন দে তাঁর বাবা আদিত্যচন্দ্র দের কাছ থেকে শিখেছিলেন জানিয়ে অরুণ দে বলেন, 'ঠাকুরদা ১৯২১ সালে ক্যানটিন শুরু করেন। তখন এটা ছিল বর্তমান মেডিকেল কলেজের বটতলার কাছে। বাবার বয়স যখন ১২ বছর, তখন ঠাকুরদা অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাবা গ্রামে পড়াশোনা করতেন তখন। খবর পেয়ে ঢাকায় এলে শয্যাশায়ী ঠাকুরদা তাঁকে বলেন, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের সেবার দায়িত্বটা যেন বাবা নেন। সেই দায়িত্ব যথাযথ পালন করে, বিশ্বস্ততা অর্জন করেই তিনি সবার প্রিয় "মধুদা" খেতাব পান।'

দর্শন বিভাগের অনিন্দ্য জাহিদ জানতে চাইলেন, মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া মধুর ক্যানটিনের আর কী ঐতিহ্য আছে? অরুণ দের উত্তর, 'মধুর ক্যানটিনের মূল হচ্ছে ছাত্ররাজনীতি। এখানে সরকারি দল, বিরোধী দল সবাই আসবে। সংসদে যেমন বসে, পাশাপাশি টেবিলে বসবে। মধুর ক্যানটিনকে কিন্তু মিনি পার্লামেন্ট বলা হয়। দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্র্যাকটিসটা তারা এখান থেকেই করে যেত। কিন্তু ১৫ বছর ধরে এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে গেছে। তা ছাড়া অনেকের জানা যে এটি একসময় নবাবদের জলসাঘর ছিল। এখানে বসেই ঐতিহাসিক মুসলিম লীগের জন্ম।'

শুধু মুক্তিযুদ্ধ নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যত আন্দোলন-সংগ্রামের সূত্রপাত, তার বেশির ভাগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই মধুর ক্যানটিন। এখানে বসে শিক্ষার্থীরা যেমন ইতিহাস জানতে চান, তেমনি জানতে চান কেন চায়ের কাপে চা না দিয়ে গ্লাসে দেওয়া হয়? ছাদের দিকটা কেন লাল-সবুজের পতাকার রঙে রাঙানো? বর্তমান ছাত্ররাজনীতি কেমন চলছে? ডাকসু কেন নেই? এমন হাজারো প্রশ্ন ঘুরপাক খায় শিক্ষার্থীদের মনে।

আড্ডা শেষে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্রী প্রীতি রানী নাথের মন্তব্য, 'আমি তো ভাবতাম এখানে কেবল চা-নাশতাই পাওয়া যায়। এর পেছনে যে এত ইতিহাস জড়িত তা আড্ডায় না এলে জানতে পারতাম না।'

সফলদের স্বপ্নগাথা

মানবসেবা করতে হলে বিত্তবান হতে হয় না

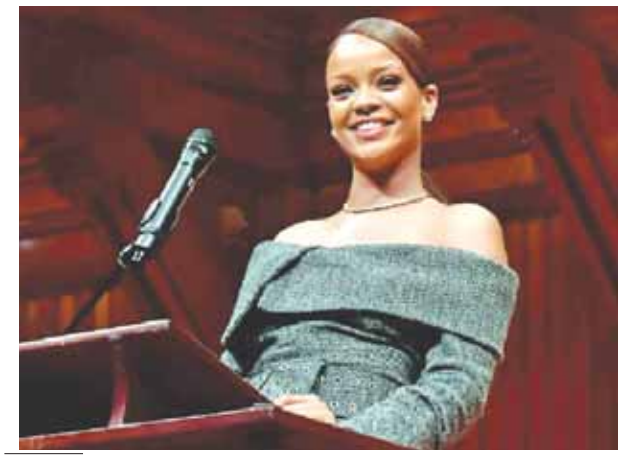

রিয়ানা

বয়স মাত্র ২৯। এ বয়সেই আটটি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড জুটেছে মার্কিন গায়িকা রিয়ানার ঝুলিতে। 'বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী তারকা'র তালিকায় আছে তাঁর নাম। সম্প্রতি মানবকল্যাণমূলক কাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মানজনক পুরস্কার পেয়েছেন এই তারকা।

হার্ভার্ডে বক্তৃতা দেওয়ার ফাঁকে হাসিমুখে রিয়ানা। ছবি: সংগৃহীতহার্ভার্ডে বক্তৃতা দেওয়ার ফাঁকে হাসিমুখে রিয়ানা। ছবি: সংগৃহীত

অবশেষে হার্ভার্ড থেকে পুরস্কার নেওয়ার সৌভাগ্য আমার হলো! ব্যাপারটা আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু সত্যি খুব ভালো লাগছে। ধন্যবাদ ড. কাউন্টার, ধন্যবাদ হার্ভার্ড ফাউন্ডেশন এবং ধন্যবাদ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, আমাকে এত বড় সম্মান দেওয়ার জন্য। স্বীকৃতির প্রত্যাশায় যে কাজ আমি করিনি, সে কাজের জন্য এত বড় পুরস্কার পেয়ে আমি আপ্লুত।

আমার যখন পাঁচ কি ছয় বছর বয়স, তখন টিভিতে একটা বিজ্ঞাপন দেখতাম। আমার চেনা-জানা পৃথিবীটার বাইরেও যে রোগে-শোকে ভোগা বহু শিশু আছে, এই বিজ্ঞাপন দেখেই জেনেছিলাম। বিজ্ঞাপনটির ভাষা অনেকটা এ রকম, '২৫ সেন্ট দান করুন, একটি শিশুর জীবন বাঁচান।' ছোট্ট আমি তখন একা একা বসে ভাবতাম, আফ্রিকার সব অসুস্থ শিশুকে বাঁচাতে হলে কতগুলো ২৫ সেন্ট জমা করতে হবে? ভাবতাম আমি যখন বড় হব, যখন আমার অনেক টাকা হবে, তখন আমি পৃথিবীর সব শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত করব। তখনো অবশ্য জানতাম না, বয়স কুড়ি হওয়ার আগেই এত টাকা উপার্জন করার সুযোগ আমার হবে।

১৭ বছর বয়সে আমেরিকায় আমার ক্যারিয়ারের শুরু। ১৮ বছর বয়সে আমি একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করি। এর আগে অবশ্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, সাহায্য করেছি।

ছয় বছর বয়সী জ্যাসমিনা অ্যানিমার মৃত্যু আমার জীবনে একটা বড় প্রভাব ফেলেছে। ২০১০ সালে লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ছোট্ট মেয়েটা মারা যায়। কিন্তু তার গল্প আমার মতো অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবীকে অনুপ্রাণিত করেছে। একইভাবে ২০১২ সালে আমার দাদি ক্লারা ব্র্যাথওয়াইটের মৃত্যু আমার জীবনে একটা বড় ধাক্কা ছিল। ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে দাদি হেরে গেছেন। কিন্তু তাঁর পরাজয় আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আমি ক্লারা লিওনেল ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা সবাই মানুষ। আর মানুষ মাত্রই কেবল একটা সুযোগ চায়। বাঁচার সুযোগ, শিক্ষার সুযোগ, ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ। ক্লারা লিওনেল ফাউন্ডেশনে আমাদের লক্ষ্য এটাই, যত বেশি সম্ভব মানুষকে একটা সুযোগ করে দেওয়া।

এই ঘরভর্তি চমৎকার মানুষগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আমি কী দেখতে পাচ্ছি জানো? সম্ভাবনা, আশা, ভবিষ্যৎ! আমি জানি তোমাদের প্রত্যেকের কাউকে না কাউকে সাহায্য করার সুযোগ আছে। মানুষের ভালোর জন্য কাজ করো, অন্তত একজনের জন্য হলেও। তবে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা রেখো না। আমার কাছে এটাই হলো মানবতা।

লোকে ব্যাপারটাকে খুব কঠিন করে ভাবে। আসলে তা নয়। আমি চাই, একটা ছোট মেয়ে যখন আমার ছেলেবেলায় দেখা সেই বিজ্ঞাপনটা দেখবে, সে যেন এটা বিশ্বাস করে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হলে ধনী হতে হয় না। হ্যাঁ। তোমার অনেক টাকা থাকতে হবে তা নয়, তোমাকে বিখ্যাত হতে হবে তা নয়, এমনকি তোমাকে কলেজ-স্নাতক হতে হবে তা-ও নয়। ইচ্ছে থাকলেই তুমি মানুষের জন্য কাজ করতে পারো।

অবশ্য আমার ইচ্ছে ছিল, তোমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। বিশেষ করে আজ তোমাদের দেখে সেই আকাঙ্ক্ষাটা আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

তুমি কাকে সাহায্য করবে? শুরু হতে পারে তোমার একজন প্রতিবেশীকে দিয়ে। ক্লাসে তোমার ঠিক পাশে বসা সহপাঠীকে সাহায্য করো, তোমার এলাকার একটা শিশুকে সাহায্য করো। তোমার সাধ্যের মধ্যে যা আছে, তা-ই করো। আজ আমাকে কথা দাও, জীবনে অন্তত এমন একটা ভালো কাজ করবে যা তোমার হৃদয় স্পর্শ করবে। দাদি সব সময় বলতেন, যদি তোমার কাছে মাত্র এক ডলারও থাকে, সেটারও অনেক ভাগীদার আছে।

ধন্যবাদ বন্ধুরা।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মো. সাইফুল্লাহ, সূত্র: এলি ডট কম

পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্যারিসে হাজার হাজার লোকের বিক্ষোভ

ঢাকা ডেস্ক, ২১ মার্চ : ক্রমবর্ধমান পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল করেছেন হাজার হাজার মানুষ। বিক্ষোভ দমাতে পুলিশ মিছিলে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। স্থানীয় সময় রোববার বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে 'মার্চ ফর জাস্টিস অ্যান্ড ডিগনিটি' নামে একটি সংগঠন। মিছিল শুরু হলে হাজারো মানুষের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। বিক্ষোভকারীরা 'নো জাস্টিস, নো পিস' বা (যেখানে ন্যায় বিচার নেই সেখানে শান্তি নেই) বলে স্লোগান দেন।

তারা সাম্প্রতিক সময়ে কৃষ্ণাঙ্গসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর পুলিশি নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে, তা বন্ধের দাবি জানান। মিছিলে অংশ নেন ফাতিহা বোউরাস। তিনি নিজেকে একজন ক্ষতিগ্রস্তের মা পরিচয় দিয়ে বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশি হত্যার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। এটা বন্ধ করা উচিত।' মিছিলের সহ-আয়োজক আমাল বেনতৌসি বলেন, 'আমরা এসব অপরাধের বিচার চাই।' ২০১২ সালে প্যারিসে আমালের ভাই পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এর পর থেকে তিনি ভাই হত্যার বিচার চেয়ে আন্দোলন করছেন।

বিক্ষোভের শুরু একটি ধর্ষণের ঘটনার জেরে। গত ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ প্যারিসের উত্তরাংশে থিও নামে ২২ বছর বয়সী একজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক পুলিশ সদস্যের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন। থিও দুই সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এ ঘটনার পরে একজন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়। অপর তিন পুলিশ নিষ্ঠুর নির্যাতনের দায়ে অভিযুক্ত হন। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে এ ধর্ষণকে 'দুর্ঘটনা' বলে দাবি করা হয়। চলমান পুলিশি নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনে থিও 'নির্যাতিতের প্রতীক' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন।

উল্লেখ্য, ফ্রান্সে কয়েক দফা সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পর দেশটিতে দীর্ঘ দিন ধরে জরুরি অবস্থা চলছে। জরুরি অবস্থা চলমান থাকায় দেশটির পুলিশ অসীম ক্ষমতা ভোগ করছে। ২০১৫ সালের নভেম্বরে প্যারিস হামলা এবং গত বছরের জুলাইয়ে নিস শহরে ট্রাক হামলায় বহু মানুষ হতাহত হন।

হোয়াইট হাউসের সামনে বোমার হুমকি দিয়ে গাড়িচালক আটক

ঢাকা ডেস্ক, ২০ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসের সামনে নিরাপত্তারক্ষীদের একটি তল্লাশিচৌকিতে বোমার হুমকি দিয়ে এক গাড়িচালক আটক হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ বলেছে, গত শনিবার স্থানীয় সময় রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

সিএনএন জানায়, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিস বাহিনী এ ঘটনার পর থেকে হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে। ঘটনার সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সরকারি বাসভবনে ছিলেন না। তিনি ছিলেন ফ্লোরিডায় নিজের রিসোর্টে। সিক্রেট সার্ভিসের এক মুখপাত্র বলেন, এক ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে হোয়াইট হাউস-সংলগ্ন সিক্রেট সার্ভিসের ওই তল্লাশিচৌকি এলাকায় ঢুকলে তাঁকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সদস্যরা থামান। এ সময় তিনি তাঁর গাড়িতে বোমা রয়েছে বলে হুমকি দেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে আটক করে তাঁর গাড়ি জব্দ করা হয়।

এ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেই হোয়াইট হাউসের বেষ্টনী অতিক্রম করার চেষ্টা করার সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে সিক্রেট সার্ভিস।

এর আগে ১০ মার্চ রাতে বেষ্টনী অতিক্রম করে হোয়াইট হাউস প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েন জোনাথন ট্র্যান (২৬) নামের এক যুবক। সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যদের অলক্ষ্যে তিনি ১৬ মিনিটের বেশি সময় প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ান। আটকের আগ মুহূর্তে তিনি মূল ভবনের কয়েক কদম দূরে অবস্থান করছিলেন। এ অপরাধে তাঁর সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

১০ মার্চ রাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হোয়াইট হাউসেই ছিলেন। সিক্রেট সার্ভিস এক বিবৃতিতে এ ঘটনাকে 'অত্যন্ত হতাশাজনক' আখ্যা দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ

আদিত্যনাথকে নিয়ে মোদির প্রত্যাশা

ঢাকা ডেস্ক, ২০ মার্চ : ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গতকাল রোববার শপথ নিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ উত্তর প্রদেশকে 'উত্তম প্রদেশে' পরিণত করবেন। ধারণা করা হচ্ছে, মোদি কট্টরপন্থী হিসেবে পরিচিত, অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতাকে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর প্রদেশের উন্নয়নের দায়িত্ব দেবেন। তবে আদিত্যনাথকে মুখ্যমন্ত্রী করায় অনেকের আশঙ্কা, বিজেপি হয়তো আগামী দিনে উন্নয়নের বদলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকেই কৌশল হিসেবে বেছে নেবে।

উত্তর প্রদেশের এবারের বিধানসভা নির্বাচনের অনেক আগেই, ২০১৬ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী বাছাইয়ের লক্ষ্যে এক জরিপ চালায়। এতে জনপ্রিয় নেতাদের তালিকায় যাঁদের নাম এসেছিল, তাঁদের মধ্যে যোগী আদিত্যনাথ একজন। তবু দলের শীর্ষ পর্যায়ের অনেকে আদিত্যনাথের ওপর ঠিক আস্থা রাখতে পারছিলেন না। উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল থেকে পাঁচবার সাংসদ নির্বাচিত এই নেতা খুব বেশি কট্টরপন্থী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু নির্বাচনের আগেই তাঁকে সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা না করায় সমর্থকেরা বিক্ষোভ করেন। বিজেপি নেতৃত্ব তখন আদিত্যনাথকে সংযত হতে বলেন। কিন্তু তাঁকে তালিকা থেকে বাদ দেননি।

চলতি মাসের শুরুর দিকে বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ গোরখপুরে

প্রচারাভিযানের সময় আদিত্যনাথকে পাশে রাখেন। শেষমেশ তাঁকেই উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিল বিজেপি।

যোগী আদিত্যনাথের আসল নাম অজয় সিং। জন্ম ১৯৭২ সালের ৫ জুন। উত্তরাখণ্ডের গাড়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক তিনি। ২১ বছর বয়সে পরিবার ছেড়ে গোরখনাথ মঠে মোহন্ত আদিত্যনাথের শিষ্য হন। মোহন্তের মৃত্যুর পর তিনিই সেখানকার প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পান।

গোরখপুর আসনে ১৯৯৮ সাল থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হচ্ছেন আদিত্যনাথ। দ্বাদশ লোকসভায় তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কম বয়সী সাংসদ।

ন্যাড়া মাথা আদিত্যনাথ সব সময় গেরুয়া পোশাক পরেন। বিজেপির হিন্দুত্ববাদী আদর্শের এই প্রবক্তা বিতর্কিত মন্তব্য করে অনেকবারই সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন। বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, তিনি অনেক সময় উসকানি ছড়িয়ে থাকেন।

উত্তর প্রদেশের এবারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিযোগ করেন, সমাজবাদী পার্টির সরকার সংখ্যালঘু তোষণের কৌশল নিয়েছে। তখন আদিত্যনাথ এক ধাপ এগিয়ে বলেন, সমাজবাদী পার্টি উন্নয়নের নামে কবরস্থান নির্মাণে অর্থ ব্যয় করবে। তিনি আরও বলেছিলেন, লক্ষ্ণৌয়ে বিজেপির সরকার এলে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের পথ সুগম হবে।

কট্টরপন্থী এই রাজনীতিককে মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য বাছাইয়ের পর বিজেপি নেতা জিভিএল নরসীমা রাও বলেন, আদিত্যনাথকে কেবল গেরুয়া পোশাক দিয়ে বিবেচনা করবেন না। আদিত্যনাথকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসানোয় অনেকের আশঙ্কা, ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি উন্নয়নের রাজনীতির বদলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকেই কৌশল হিসেবে বেছে নেবে। জিভিএল নরসীমা রাও অবশ্য এমন সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন।

আদিত্যনাথ তাঁর কঠোর নীতি এবং বিভক্তিমূলক বক্তব্যের জন্য সমালোচিত হলেও লোকসভায় তাঁর বক্তব্যে নানামুখী বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মস্তিষ্ক-প্রদাহে ছাত্রছাত্রীদের মৃত্যু প্রতিরোধে সরকারের পদক্ষেপ পর্যাপ্ত নয় বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। বিজেপির রাজ্য শাখার নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর আদিত্যনাথ রাজভবন থেকে বেরিয়ে বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর 'সবার জন্য উন্নয়ন' নীতি অনুসরণ করেই উত্তর প্রদেশকে এগিয়ে নেবেন।

দামেস্কের উপকণ্ঠে প্রচণ্ড লড়াই

ঢাকা ডেস্ক, ২১ মার্চ : সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের পূর্ব উপকণ্ঠে বিদ্রোহীদের সাথে সরকারি বাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে। রোববার ভোরে শহরটির জোবার এলাকায় বিদ্রোহীরা আকস্মিক হামলা চালায়। বিদ্রোহীদের ছোড়া কামানের গোলা ও রকেট রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ে। সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, বিদ্রোহীরা গাড়িবোমা ও আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে আক্রমণটি শুরু করে। তারা হামলার কাজে গোপন সুড়ঙ্গও ব্যবহার করেছে। বিদ্রোহীদের এমন হামলায় বিস্মিত হলেও সরকারি বাহিনী এ আক্রমণ রুখে দিতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি করেছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক পর্যবেক্ষক সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, সরকারি বাহিনীর যুদ্ধবিমানগুলো বিদ্রোহীদের অবস্থানে ৩০ বারেরও বেশি হামলা চালিয়েছে।

তীব্র লড়াই ও বিস্ফোরণের শব্দে প্রকম্পিত দামেস্কে সেনাবাহিনী কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ আব্বাসিড স্কোয়ারে যাওয়ার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। সিরিয়ার

রাজধানীর কয়েকটি এলাকা এখনো বিদ্রোহীদের দখলে আছে। এর মধ্যে জোবার রাজধানীর কেন্দ্রস্থলের সবচেয়ে নিকটবর্তী এলাকা। গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত এ এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ দু'পক্ষের মধ্যে ভাগ হয়ে আছে। এর এক দিকে আছে বিদ্রোহী ও কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলো এবং অন্য দিকে সরকারি বাহিনী। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে এরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। অবজারভেটরি জানিয়েছে, রাজধানীর বারজেহ, তিশারিন ও কাবুনে সরকারি বাহিনীর আক্রমণের চাপ কমাতেই জোবার এলাকা দিয়ে রাজধানীর কেন্দ্রস্থলমুখী আক্রমণের উদ্যোগ নেয় বিদ্রোহীরা। গত বুধবার দামেস্কের কেন্দ্রস্থলে মূল আদালত চত্বরে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ৩১ জন নিহত হয়। এরপর রাজধানীর পশ্চিমাংশের রাববেহ এলাকায় আরেকটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় ২০ জনেরও বেশি আহত হয়।

সিরিয়ার স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান থেকে দেশটিতে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তা সপ্তম বছরে পড়েছে। এতে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। গৃহহীন হয়েছে এক কোটিরও বেশি। এ যুদ্ধ অবসানের কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ খুলছে এ মাসেই

ঢাকা ডেস্ক, ২০ মার্চ : ভারতের দীর্ঘতম সড়ক সুড়ঙ্গপথটির নির্মাণকাজ শেষ। এবার উদ্বোধনের পালা। চলতি মাসের শেষদিকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর উদ্বোধন করতে পারেন। এ কথা বলেছেন চেনানি নাশিরি টানেলওয়ের নামে এ প্রকল্পটির পরিচালক জে এস রাঠোর। ইতিমধ্যে ওই সুড়ঙ্গপথে সফলভাবে পরীক্ষামূলক ট্রেন চলেছে।

নয় কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথটির অবস্থান জম্মুর উধমপুর জেলার চেনানি এলাকায়। এটি পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়ককে যুক্ত করেছে। প্রকল্পে প্রায় ছয় বছর লেগেছে। 'টুইন-টিউব' টানেলটি নির্মাণে ৩ হাজার ৭২০ কোটির বেশি রুপি খরচ হয়েছে। এটি ২৮৬ কিলোমিটার লম্বা চার লেনের মহাসড়ক প্রকল্পের অংশ। সুড়ঙ্গপথটি চালু হলে জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার কমবে। আর ভ্রমণের সময়ও বাঁচবে তিন-চার ঘণ্টা। এর ফলে নয়নাভিরাম উপত্যকায় যাতায়াত পর্যটকদের জন্য আরও সহজ হবে।

নিসার আহমদ নামের এক ট্রাকচালক এ সুড়ঙ্গপথের ভেতর দিয়ে প্রথম গাড়ি চালানোর সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি বেজায় খুশি। ভারতে এ ধরনের দীর্ঘ ও বিশ্বমানের সুড়ঙ্গপথ এটিই প্রথম। এতে বাতাস চলাচল, আগুন নিয়ন্ত্রণ, সংকেত, যোগাযোগ ও বিদ্যুৎব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলবে। প্রকল্প পরিচালক জে এস রাঠোর বলেছেন, গোটা সুড়ঙ্গপথে ৭৫ মিটার পরপর মোট ১২৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। টেলি যোগাযোগের ব্যবস্থাও থাকছে। এই সুড়ঙ্গপথে ৫ মিটারের বেশি উচ্চতার ভারী মালবাহী গাড়ি বা দাহ্য পদার্থ নিয়ে কোনো কনটেইনার প্রবেশ করতে পারবে না। সুড়ঙ্গপথে গাড়ির সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার। এই সুড়ঙ্গপথে আছে 'আপৎকালীন রাস্তাও'।

রুশট্রাম্প যোগসাজশ খতিয়ে দেখছে এফবিআই

ট্রাম্পকে সাহায্য করতে চেয়েছিল রাশিয়া: কোমি

ঢাকা ডেস্ক, ২১ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের ক্ষতি আর রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনা্ ট্রাম্পকে সহযোগিতা করতে চেয়েছিল রাশিয়া। এ কথা বলেছেন মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের প্রধান জেমস কোমি।

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে গতকাল সোমবার শুনানিতে কোমি এ কথা বলেন। তবে এ নিয়ে ট্রাম্পের প্রচার শিবির ও রুশদের মধ্যে কোনো যোগাসাজশ ঘটেছিল কি না, জানতে চাইলে কোমি বলেন, এফবিআই বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। তদন্তাধীন কোনো বিষয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না। গোয়েন্দা-সংক্রান্ত কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট নেতা অ্যাডাম শিফ শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনী প্রচারণার সময় ট্রাম্প টাওয়ারে আড়ি পেতেছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ওবামা–ট্রাম্পের এ অভিযোগ সরাসরি নাকচ করে দেন এফবিআইয়ের প্রধান। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্টের টুইটার বার্তাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু ওই টুইটার বার্তার সমর্থনে কোনো প্রমাণ পাইনি আমরা। এফবিআইয়ের পাশাপাশি বিচার দপ্তরও তদন্ত করে অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ পায়নি।'

নির্বাচনী প্রচারণার সময় ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির সার্ভার হ্যাক হয়। তখন থেকেই নির্বাচনে সম্ভাব্য রুশ হস্তক্ষেপের অভিযোগ করে আসছিলেন ডেমোক্রেটিক প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন। ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন। তখন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা রাশিয়া-ট্রাম্প যোগসাজশের এ আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। ধারণা করা হচ্ছিল, এফবিআই বিষয়টি তদন্ত করছে। কিন্তু এ নিয়ে এত দিন মুখ খোলেননি সংস্থাটির প্রধান কোমি।

তবে গতকাল প্রতিনিধি পরিষদের গোয়েন্দা-সংক্রান্ত কমিটির সামনে শুনানিতে কোমি বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন হিলারিকে ঘৃণা করেন। এ কারণেই হিলারির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে সাহায্যের চেষ্টা করেন পুতিন। কোমি বলেন, 'তারা (রাশিয়া) চেয়েছিল আমাদের গণতন্ত্রের ক্ষতি করতে, তাঁর (হিলারি) ক্ষতি করতে এবং তাঁকে (ট্রাম্প) সাহায্য করতে। গত ডিসেম্বরের শুরুর দিকেই বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।'

এফবিআইয়ের প্রধান বলেন, 'তারা (রাশিয়া) আবার ফিরে আসবে। তারা ২০২০ সালের নির্বাচনের সময় ফিরে আসতে পারে। এমনকি ২০১৮ সালে সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদের মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময়ও ফিরে আসতে পারে।'

এর আগে শুনানির শুরুতে প্রতিনিধি পরিষদের গোয়েন্দা-সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান ডেভিন নানস বলেন, ট্রাম্পের প্রচারণা শিবির এবং রাশিয়ার মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।

এদিকে কংগ্রেসের শুনানি চলাকালে কয়েক দফা টুইট করেন ট্রাম্প। এক টুইটার বার্তায় তিনি বলেন, এফবিআই এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা কংগ্রেসকে জানিয়েছে, রাশিয়া নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেনি।

প্যারিসের হামলা চেষ্টাকারীর রক্তে মাদকের চিহ্ন

ঢাকা ডেস্ক, ২১ মার্চ : ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের ওর্লি বিমানবন্দরে সেনাসদস্যের ওপর হামলাকারী জিয়েদ বেন বেলগাসেমের (৩৯) রক্ত পরীক্ষায় মাদকের চি পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, তিনি অ্যালকোহলজাতীয় পানীয় ও অন্য মাদক সেবন করেছিলেন। বিচারিক তদন্ত দলের একটি সূত্র গত রোববার এ কথা জানিয়েছে।

তিউনিসীয় বংশোদ্ভূত জিয়েদ পাহারায় থাকা এক নারী সেনার অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় আরেক সেনার গুলিতে তিনি নিহত হন।

প্যারিসের প্রসিকিউটরের দপ্তর জানায়, ময়নাতদন্তে জিয়েদের রক্তে লিটারপ্রতি দশমিক ৯৩ গ্রাম অ্যালকোহল মিলেছে। এটা ফ্রান্সে গাড়ি চালানোর জন্য বৈধ সীমার প্রায় দ্বিগুণ।

চরমপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে জিয়েদের ওপর পুলিশ আগে থেকেই নজর রাখছিল। সশস্ত্র ডাকাতি এবং মাদক আইন লঙ্ঘনের দায়ে তিনি অতীতে সাজা পেয়েছেন।

জিয়েদের বাবা রোববার এক রেডিও সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমার ছেলে সন্ত্রাসী ছিল না। তবে সে কখনো নামাজ পড়ত না। মদ্যপান করত।'

ম্যার্কেলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন মার্টিন শুল্জ

ঢাকা ডেস্ক, ২১ মার্চ : জার্মানিতে আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনে চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এসপিডি) মার্টিন শুল্জ। গত রোববার বার্লিনে এসপিডির সম্মেলনে শুল্জ সর্বসম্মতিতে নেতা নির্বাচিত হন। এর মাধ্যমে তিনি বামপন্থী দলটির চ্যান্সেলর প্রার্থী হিসেবে আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন পেলেন।

৬১ বছর বয়সী মার্টিন শুল্জ সাম্প্রতিক জনমত জরিপে রক্ষণশীল নেতা আঙ্গেলা ম্যার্কেলের তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন। শুল্জ বলেছেন, তাঁর দল সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে জয়ী হলে অভিবাসনবিরোধী ডানপন্থীদের 'লোকরঞ্জনবাদের' বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তিনি ইউরোপের ঐক্যের বিরুদ্ধবাদীদের নিন্দা করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনা্ ট্রাম্পের 'বর্ণবাদী' কথাবার্তারও ঘোর বিরোধী জার্মানির এ নেতা।

সর্বশেষ ২০১৩ সালের নির্বাচনে এসপিডি ম্যার্কেলের ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের (সিডিইউ) সঙ্গে 'গ্র্যান্ড কোয়ালিশন' সরকারের শরিক হয়েছিল। দলটির আশা, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সাবেক প্রেসিডেন্ট শুল্জ ভবিষ্যতে সিডিইউকে ছাড়াই দেশের নেতৃত্ব দিতে পারবেন। জনমত জরিপে ইঙ্গিত মিলেছে, সিডিইউর চেয়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা এখনো পিছিয়ে। তবে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি বিবেচনায় এই মুহূর্তে ম্যার্কেলের চেয়ে শুল্জ এগিয়ে। এবারের নির্বাচনে ম্যার্কেল চতুর্থ মেয়াদে চ্যান্সেলর পদের জন্য লড়বেন।

রোববার দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মার্টিন শুল্জ ইউরোপসহ পশ্চিমা বিশ্বে লোকরঞ্জনবাদের উত্থানের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, গড়পড়তা শ্রমিক ও ধনীদের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধির কারণেই এ পরিস্থিতি হয়েছে।

সিডিইউর নেতৃত্বাধীন সরকার কর কমিয়ে সামরিক ব্যয় বাড়িয়েছে। শুল্জ এমন পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন। ট্রাম্পের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথাবার্তা 'নারীবিদ্বেষী, অগণতান্ত্রিক ও বর্ণবাদী'।

আদিত্যনাথের প্রথম নির্দেশ

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে

ঢাকা ডেস্ক, ২১ মার্চ : ভারতের উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রথম নির্দেশ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কোনো রকম ঢিলেমি বরদাশত করা হবে না। গতকাল সোমবার প্রথম কর্মদিবসেই তিনি রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক জাভেদ আহমেদকে বলেন, কঠোর হাতে গুন্ডাগিরি বন্ধ করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির লক্ষ্যে ১৫ দিনের মধ্যেই পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

রোববার রাতেই রাজ্যের এলাহাবাদে নিজের বাড়ির কাছেই আততায়ীর গুলিতে নিহত হন বহুজন সমাজ পার্টির নেতা মুহম্মদ শামি। পুলিশের মহাপরিচালককে মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ বলেন, তাঁর সরকারের প্রথম কাজ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখা। সেটা দ্রুত নিশ্চিত করা হোক।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে গত রোববার আদিত্যনাথ বলেছিলেন, দলের স্লোগান 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'ই তাঁর সরকারের লক্ষ্য। গতকাল মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে তিনি বলেন, যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি সরকারে এসেছে, সবই পূরণ করা হবে। বৈঠকের পর অন্যতম উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য সংবাদমাধ্যমকে জানান, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যের কসাইখানাগুলো বন্ধ করা হবে। এ নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হবে।

রোববার রাতে এলাহাবাদে দুটি কসাইখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, ওই দুই কসাইখানা বেআইনিভাবে চলছিল। এই ফরমানে মাংস ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত। তাঁরা বলছেন, রাজ্যে গরুর মাংস নিষিদ্ধ বলে তাঁরা মহিষের মাংস বিক্রি করেন এবং আইন মেনেই তা করেন।

আদিত্যনাথ শপথ নিয়েই মন্ত্রিসভার সব সদস্যকে ১৫ দিনের মধ্যে আয় ও সম্পত্তির তালিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশের মধ্য দিয়ে দৃশ্যত তিনি বোঝাতে চাইছেন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন উপহার দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য।

গেরুয়াধারী যোগী আদিত্যনাথ উত্তর প্রদেশের পূর্ব প্রান্তের গোরক্ষপুর থেকে পাঁচবার লোকসভায় নির্বাচিত হন। তিনি সেখানকার গোরক্ষনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বা মহন্ত ছিলেন। কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা হিসেবে তাঁর পরিচিতি। বারবার তাঁর ভাষণ বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এমন একজনকে মুখ্যমন্ত্রী বাছার জন্য বিজেপি নেতৃত্বকে সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়েছে।

সমালোচনার জবাবে বিজেপি মুখপাত্র নলিন কোহলি গতকাল বলেন, যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁরা ভুল প্রমাণিত হবেন। এই মহল একইভাবে নরেন্দ্র মোদিরও সমালোচনা করেছিল। বিজেপি নেতা ভেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, আদিত্যনাথ সবে দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রথম দিন থেকেই তাঁর সমালোচনা করা ঠিক নয়।

প্রথম নারী পররাষ্ট্রসচিব

ঢাকা ডেস্ক, ২১ মার্চ : পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো একজন নারী পররাষ্ট্রসচিব হলেন। তেহমিনা জানজুয়া নামের ওই সচিব গতকাল মঙ্গলবার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। রেডিও পাকিস্তান জানায়, তেহমিনা বিদায়ী পররাষ্ট্রসচিব আইজাজ চৌধুরীর জায়গায় নিয়োগ পেলেন। আইজাজকে যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেন তেহমিনা। তাঁর মূল অভিজ্ঞতা বহুপক্ষীয় কূটনীতিতে। ২০১১ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৫-এর অক্টোবর পর্যন্ত রোমে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনই তাঁর একমাত্র দ্বিপক্ষীয় অভিজ্ঞতা। নিউইয়র্কে এবং জেনেভায় জাতিসংঘে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্বও করেছেন তিনি।

রয়টার্স/ইপসোস যৌথ জরিপ

অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কার চায় প্রায় অর্ধেক কানাডীয়

ঢাকা ডেস্ক, ২১ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে আসা আশ্রয়প্রার্থীদের বহিষ্কার করা উচিত বলে মনে করে কানাডার প্রায় অর্ধেক মানুষ। আর ৩৬ শতাংশ বলেছে, এসব অভিবাসীকে গ্রহণ করে তাদের শরণার্থী হিসেবে আবেদন করার সুযোগ দেওয়া উচিত। রয়টার্স/ইপসোসের যৌথ জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

জরিপে অংশ নেওয়া প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৪ জন বলেছেন, সীমান্ত অতিক্রমকারীরা কানাডাকে 'অনিরাপদ' করে তুলবে। এটি জাস্টিন ট্রুডোর সরকারের জন্য একটি 'রাজনৈতিক ঝুঁকি' হিসেবে দেখা দিতে পারে। প্রায় ৪৮ শতাংশ কানাডীয় বলেছে, দেশটিতে বসবাসকারী অবৈধ অভিবাসীদের আরও বেশি হারে বহিষ্কার করা উচিত। আর ৪৬ শতাংশ কানাডীয় মনে করে, অবৈধ অভিবাসীদের এ স্রোত কানাডার নিরাপত্তার জন্য 'ঝুঁকি' নয়। ৩৭ শতাংশ বলেছে, এদের সামলাতে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা ঠিকই আছে।

মসুলে তীব্র লড়াই : বিমান হামলায় মরছে বেসামরিক লোক

ঢাকা ডেস্ক, ২০ মার্চ : ইরাকি বাহিনী যতই পশ্চিম মসুলের কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ইসলামিক স্টেটের (আইএস) সঙ্গে তাদের লড়াই ততই তীব্র হয়ে উঠছে। আর নিহত বেসামরিক মানুষের সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। গত সপ্তাহে মাঝামাঝি শহরটির আইএস-নিয়ন্ত্রিত একটি এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনীর বিমান হামলায় ২১ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন নিহতদের স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

৪০ বছর বয়সী শ্রমিক শিহাব আয়েদ জানিয়েছেন, আইএসের যোদ্ধারা তাদের বাড়িতে ও সামনের রাস্তায় অবস্থান নিয়ে গুলিবর্ষণ করছিল আর তারা বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে ছিলেন, ১৫ মিনিট পর তাদের বাড়ির ওপর বিমান হামলা চালানো হয়। তিনি বলেন, 'দুটি বিমান হামলায় তিনটি বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।' এ দু'টি হামলায় আয়েদের স্ত্রী, তিন মেয়ে ও সাড়ে তিন বছর বয়সী একমাত্র ছেলে নিহত হয়। এ দু'টি হামলায় নিহত প্রায় ১৫ জনকে পাঁচটি ঠেলাগাড়িতে তুলে কবর দিতে নিয়ে যান আয়েদ ও তার প্রতিবেশীরা।

মসুলের আরেক এলাকার বাসিন্দা ৪০ বছর বয়সী সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাহমুদ বলেন, 'কোনো বাড়িতে আইএসের কোনো সদস্য যখন দেখবে জোট বাহিনী, এর পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়িটিতে বিমান হামলা চালাবে। 'কিন্তু দায়েশের (আইএস) সদস্যদের মারতে পারে না তারা। ওই সময়ের মধ্যেই ওরা অবস্থান পরিবর্তন করে, আর বিমান হামলায় মারা যায় সাধারণ মানুষ।'

আইএসের যোদ্ধারা পশ্চিম মসুলের পুরনো শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার বাড়ি ও গলিগুলোতে অবস্থান নিয়ে ইরাকি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। স্থল বাহিনীকে সমর্থন দিতে ইরাকি সামরিক বাহিনীর গোলন্দাজ ইউনিট ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনীরা বিমানগুলো আইএস অবস্থানগুলো লক্ষ্য করে ব্যাপক গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ করছে। এতে নিহত বেসামরিকদের লাশের স্তূপ ভারী হয়ে উঠছে। অক্টোবরে ইরাকি সরকারি বাহিনী মসুল অভিযান শুরু করার পর থেকেই আইএস সন্ত্রাসীরা আক্রমণ প্রতিরোধে আত্মঘাতী গাড়িবোমা ও স্নাইপারের সহায়তা নিচ্ছে। তারা বেসামরিক লোকদের মধ্যে অবস্থান নিয়ে বাছবিচার ছাড়াই সৈন্য ও বেসামরিকদের ওপর বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ করছে। এর মধ্যে সরকারি বাহিনীও পুরনো শহর লক্ষ্য করে হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে গুলিবর্ষণ ও শহরের বাইরের গোলন্দাজ অবস্থানগুলোতে থেকে গ্রাড ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে।

ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, মসুলের পূর্বাংশ পুনরুদ্ধারের চেয়ে পশ্চিমাংশ পুনরুদ্ধারের লড়াই বেসমরিকদের জন্য বেশি প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে। ইরাকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন অভিজাত ইউনিটগুলো পশ্চিম মসুলে সুর্নিদিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ না করেই রকেট নিক্ষেপ করছে বলে অভিযোগ করেছে সংস্থাটি।

পৃথকভাবে জাতিসঙ্ঘ জানিয়েছে, বিমান হামলায় বেসামরিক নিহত হওয়ার অনেক অভিযোগ পেয়েছে তারা।

এ পর্যন্ত মুসলের লড়াইয়ে কতজন বেসামরিক নিহত হয়েছেন তার পরিষ্কার কোনো সংখ্যা জানা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দা, পর্যবেক্ষক গোষ্ঠী ও সামরিক বাহিনী নিহতের বিভিন্ন সংখ্যা জানিয়েছে। চলতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ইরাক ও সিরিয়ায় ২০১৪ সাল থেকে শুরু হওয়া তাদের আইএসবিরোধী অভিযানে এ পর্যন্ত ২২০ জন বেসামরিক নিহত হয়েছেন।

হার না মানা নারীদের গল্প

কারো জীবন ফিরে এসেছে প্রায় মৃত্যুর দুয়ার থেকে। জীবনের প্রতি চলে এসেছিল বিতৃষ্ণা।

পরিবারের সবচেয়ে কাছের এবং প্রিয় মানুষটিই যখন জীবনের সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি হয় তখন জীবন রাখার অর্থ খুঁজেছেন অনেকে। এমন পরিস্থিতিতেও নিজেকে সামলে জীবনের মোড় ঘুরে নিয়ে ফিরে এসেছেন তারা। এখন তারা সমাজের আর দশজন সাধারণ নারীর চেয়েও বেশি সম্মানিত। বেশি ক্ষমতাবান।

তারা হার না মানা নারী। এমন কয়েকজন নারীর গল্প বলছেন জিলফুল মুরাদ শানু

ঘুরে দাঁড়ানো রুবিনা

রুবিনা আহমেদ ২০০১ সালে রিয়াজের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন থেকেই শুরু হয় তার দুঃসময়। রিয়াজ এবং তার পরিবারের লোকজন টাকার জন্য প্রায় নির্যাতন করতো। রিয়াজ একটি ছোট ব্যবসা শুরু করতে চায়, সেজন্য সে রুবিনাকে চাপ দিতে থাকে যাতে রুবিনা তার বাবার কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা নিয়ে আসে। কিছু দিন পর রিয়াজ আরো চাইতে শুরু করলো। রুবিনা অস্বীকৃতি জানালে তাকে নির্মম ভাবে মারধর করলো। এতো নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে রুবিনা তার মেয়ে পু তাকে নিয়ে বাবার বাড়ি চলে গেল। এরপর রিয়াজ তাকে ফিরিয়ে আনতে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

২০০৬ সালে রিয়াজ এবং তার কিছু আত্মীয়-স্বজন নিয়ে রুবিনার বাবা বাড়িতে গেল এবং আরো বেশি টাকা দাবি করলো। রুবিনা এবং তার পরিবার টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় সে এবং তার মাকে মারধর করে। এই ঘটনা শুনে রুবিনার প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসলে রিয়াজ ও তার স্বজনরা দৌড়ে পালায়। এরপর রুবিনা ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেয়। তিনি ওসিসিতে এক সপ্তাহ চিকিৎসা নেওয়ার পর সুস্থতা লাভ করেন।

ওসিসি পুলিশের সহায়তা রুবিনা তার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করে। পুলিশ তার স্বামীকে গ্রেফতার করে এবং তার ছয় মাসের জেল হয়। রুবিনাকে আর কখনো নির্যাতন করবে না-এমন অঙ্গীকার করে রিয়াজ জামিনে মুক্তি পায়। রুবিনা রিয়াজকে আর বিশ্বাস করে না। ২০০৮ সালে তাদের তালাক হয়। ওসিসি আইনজীবী রিয়াজের বিরুদ্ধে মামলা করা এবং রুবিনাকে টাকা পাইয়ে দেয়।

রুবিনা কাপড় সেলাই, ছোট পুতুল তৈরির কাজ শুরু করে। এ কাজের জন্য ওসিসি তাকে সেলাই মেশিন দেয়। তিনি এগুলো তার প্রতিবেশির কাছে বিক্রি করে সংসার খরচ চালান। তিনি তার স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে ঢাকার বাইরে একটি বাড়ি কেনেন। তিনি বর্তমানে বেশ ভালোই আছেন এবং তিনি একজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান নারী। তার মেয়ে পু তা এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে এবং রুবিনা আশা করেন তার মেয়ে আলোকিত মানুষ হবে।

সাহসী সন্ধ্যা

সন্ধ্যা রাণী মিস্ত্রি বর্তমানে বরিশাল জেলার বানারীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। তিনি ১৬ বছর বয়সে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন এবং তখন তিনি বিবাহিত। দুর্ভাগ্যক্রমে তার স্বামী অকালেই মারা যান। তার বাবা-মাও অল্প সময়ের মধ্যে মারা যান এবং তার ভাইয়েরা নিজেদের জমি বিক্রি করে ভারতে চলে যান। তার কোথাও যাওয়ার সুযোগ না থাকায় তিনি শ্বশুর বাড়িতেই থেকে গেলেন। তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করতো; কিন্তু তিনি চলে যেতে রাজি ছিলেন না এবং তিনি সংগ্রাম শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত, তিনি আদালতে গেলে এবং রায় তার পক্ষেই আসলো।

২০০০ সালে তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বানারীপাড়া শাখার সদস্য হন এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি কমিটির অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি হন। তিনি নারীদের মানবাধিকার, অসমতা, ক্ষমতায়ন, গৃহে নারীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনে সচেনতা বৃদ্ধির সভা করেন। মহিলা পরিষদের কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তার এলকার নারীদের সহায়তায় তিনি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচিত হন। তিনি ২০০৩ সালে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং তারপর ২০১১ এবং ২০১৬ সালে তিনি পুনঃনির্বাচিত হন। তিনি আগামী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের আশা করছেন এবং ভবিষ্যতে তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও অংশ নেওয়ার চিন্তা করছেন।

মহিলা পরিষদ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে রাণী অনেকগুলো বাল্য বিবাহ বন্ধ করেছেন। তিনি মধ্যস্থতা অথবা আদালতের স্মরণাপন্ন হয়ে বিভিন্ন নির্যাতনের স্বীকার নারীদের সহায়তা করেছেন। অর্থনৈতিকভাবে নারীদের স্বাবলম্বী করতে তিনি নিজেকে নিবেদিত রেখেছেন। এক সময়ের বিধাব এবং নির্যাতনের স্বীকার সন্ধ্যা রাণী এখন নিজেকে একজন ক্ষমতাবান নারী হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

ক্লান্তিহীন কান্তি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ২০ বছরের ছাত্রী সুমাইয়া রহমান কান্তি। তিনি ক্যাম্পাস খোলা এবং বন্ধ উভয় সময়ে কিছু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। তার বন্ধুকে হয়রানির হাত থেকে বাঁচাতে সহায়তা করার সময় তিনি এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। এই ঘটনা তাকে তার ক্যাম্পাসকে নারীর জন্য নিরাপদ করে তুলতে তাড়িত করে। কান্তি বিশ্বাস করেন, যৌন হয়রানির প্রতিরোধ শুরু হয় সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে। সেজন্য তিনি নারী নির্যাতন বিশেষ করে যৌন হয়রানি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে ক্যাম্পাসে সক্রিয়ভাবে ক্যাম্পেইন শুরু করেন। তিনি যৌন হয়রানির কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে একটি লাইভ আলোচনার আয়োজন করেন। তার সমমনাদের সাথে নিয়ে নারী প্রতি সহিংসতা রোধে তিনি ক্যাম্পাসে বেশ কিছু কর্মশালা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড টক শো এবং শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে তিনি একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেন।

সম্প্রতি, কান্তি রাজশাহী ল' ক্লিনিকে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করছেন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাস্টিকা-এর কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট কমিউনিটি পুলিশের সভাপতি। তিনি তার জাস্টিকা টিম নিয়ে 'হি ফর সি' ক্যাম্পেইন এবং স্টুডেন্ট কমিউনিটি পুলিশ টিম নিয়ে 'ওরেঞ্জ ডে' আয়োজন করেন। ২০১৭ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রাজশাহীর ছাত্র পুলিশ এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে গঠিত একটি প্যারেডে নেতৃত্ব দেন।

শিশুদের একটি দিন

একটি প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে কীভাবে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। শুধু শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ও আর্থিক সক্ষমতা অর্জনেও বিদ্যালয়ের সাফল্য ঈর্ষণীয়। শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রম দেখে আমি মুগ্ধ

মিরপুরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মডেল একাডেমির নবনির্মিত ৬ তলা ভবন, আইসিটি শিক্ষাকেন্দ্র, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের শুভ উদ্বোধন এবং বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমপ্রতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভবন ও ল্যাবের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য আসলামুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমিনুল ইসলাম আমিন, এ.কে.এম দেলোয়ার হোসেন, কাজী আজাদুল কবীর, কাজী ফরিদুল হক হ্যাপী, মোঃ শামছুল আলম সরকার পলাশ, মোহাম্মদ উল্ল্যাহ্ কায়সারসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি গাজী অলিয়ার রহমান বাবুল। সভার শুরুতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শুভাশীষ বিশ্বাস স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭ এ মিরপুর থানার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বিদ্যালয়টি। বর্তমানে ৩৪ হাজার শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, একটি প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে কীভাবে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মডেল একাডেমি। বিগত দিনে প্রতিষ্ঠানটিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট ও এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার শতভাগ জেনে আমি আনন্দিত। সমগ্র বিদ্যালয়কে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সেভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা ভবিষ্যতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শুধু শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ও আর্থিক সক্ষমতা অর্জনেও বিদ্যালয়ের সাফল্য ঈর্ষণীয়। শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রম দেখে আমি মুগ্ধ। আশাকরি বিদ্যালয়টি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান করে নিবে। অনুষ্ঠানের শেষে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে এবং প্রধান অতিথি বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ইয়াং গ্লোবাল লিডার্স পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশি মালিহা কাদির

বাংলাদেশি নারী ব্যবসায়ী ও প্রযুক্তি উদ্যোক্তা মালিহা এম কাদির বিশ্বের তরুণদের প্ল্যাটফর্ম 'ইয়াং গ্লোবাল লিডার্স ক্লাস অব-২০১৭' পুরস্কার পেয়েছেন। সম্প্রতি ফোরামের ওয়েবসাইটে ২০১৭ সালের তরুণ নেতাদের নাম ঘোষণা করা হয়, যাতে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে তিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত একমাত্র বাংলাদেশি।

নিজ নিজ ক্ষেত্র ও সমাজে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনূর্ধ্ব ৪০ বছরের উদ্ভাবনী ও উদ্যমী নারী-পুরুষদের মধ্যে যারা নিজেদের গণ্ডি ও বাইরের দুনিয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, তাদের এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। মালিহা এম কাদির অনলাইনে টিকিট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান 'সহজ ডটকমের' প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি বাংলাদেশের পরিবহন শিল্প খাত ডিজিটালকরণে যুগান্তকারী কাজ করেছেন বলে ইয়াং গ্লোবাল লিডার্স ফোরামের ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াং গ্লোবাল লিডার্সের এবারের আয়োজনের প্রত্যাশা, পুরস্কারপ্রাপ্ত এই সৃজনশীল ও উদ্যমী ব্যক্তিরা বিশ্বের জটিল পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবেন। তাদের একটি কমিউনিটিতে যোগদান এবং পাঁচ বছরের একটি লিডারশিপ জার্নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সত্যিই হাতির গরম কাপড়

সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি

ভারতের মথুরায় ওয়াইল্ড লাইফ এসওএস এলিফেন্ট কনজারভেশন অ্যান্ড কেয়ার সেন্টার নামে হাতিদের একটি অভয়ারণ্য আছে। এখানকার হাতিগুলো এমনিতে বেশ সুখে শান্তিতে থাকলেও প্রচণ্ড শীতে কষ্ট পাচ্ছিল। বিশেষ করে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় এই এলাকার ঠাণ্ডার মাত্রাও। সে সময় শীতের প্রকোপে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে প্রাণীগুলো। আর ওদের শীতের কষ্ট থেকে বাঁচাতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে ওয়াইল্ড লাইফ এসওএস এলিফেন্ট কনজারভেশন অ্যান্ড কেয়ার সেন্টার। আসলে এবার শীত আসার আগে উদ্যোগটি নিয়েছিল তারা। কয়েক মাস ধরেই হাতিদের জন্য শীতের কাপড় বোনা হচ্ছে। কাজটা মূলত করানো হচ্ছে অভয়ারণ্যের পাশে অবস্থিত একটি গ্রামের মহিলাদের দিয়ে।

অভয়ারণ্যে থাকা সব হাতির জন্য উলের কাপড় বানাচ্ছে তারা। বানানোর কাজ প্রায় শেষই বলা যায়। মাফলার, পাজামা, জামা–এসব দিয়ে হাতিদের গোটা শরীর ঢেকে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে।

হাতিগুলোর মাফলার বানাতেই প্রায় এক মাসের মতো সময় লাগে গ্রামবাসীদের। হাতিদের মধ্যে মানুষের কাছ থেকে প্রথম এই মাফলার উপহার পায় ফুলকলি, সুজি আর লক্ষ্মীস। তবে সেটা ছিল প্রথম দিকের কথা। এরপর একে একে অভয়ারণ্যের ২০টি হাতিই শীতবস্ত্র পেয়ে যায়।

হাতিদের অভয়ারণ্যের প্রতিষ্ঠাতা কার্তিক সত্য নারায়ণ জানান, হাতি সংরক্ষণে আন্তরিকভাবে কাজ করছে তাঁর প্রতিষ্ঠান। তাদের বাঁচার সুযোগ করে দিচ্ছে। তবে সামনে যে আরো বেশি বুননকর্মী প্রয়োজন হবে তাদের, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এ বছর আরো ৫০টি হাতি উদ্ধার করে অভয়ারণ্যে জায়গা দেওয়ার কথা ভাবছেন সত্য নারায়ণ। অভয়ারণ্যটি সম্প্রসারিত করার জন্য নতুন কিছু জায়গাও দেখে রাখা হয়েছে। হাতিকে ভালোবাসা এই মানুষটি হাতিদের জন্য গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পেরে ভীষণ খুশি। তবে হাতিরাও নিশ্চয়ই তার চেয়ে কম খুশি নয়। তাদের গরম কাপড়গুলো একটু বেশি ঢিলেঢোলা হলেও তা নিয়ে হাতিদের মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

হাতির দাঁতের লোভে মানুষের হাতে প্রতিবছর প্রচুর হাতি মারা পড়ছে। বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানই এখন তাই হাতিদের সংরক্ষণে কাজ করছে। তবে সত্য নারায়ণ আর মথুরার গ্রামবাসীরা তাদের একটু আলাদা ধরনের কাজের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ পেতেই পারেন।

চীনের অর্ধচন্দ্রাকৃতির হ্রদ

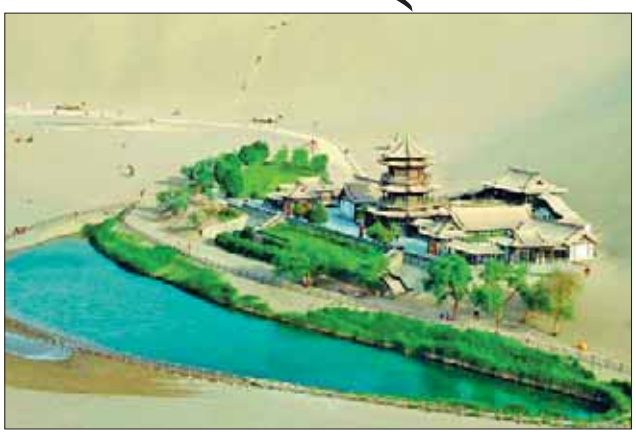

চীনের কানসা প্রদেশের তোং শহর থেকে ছয় কিলোমিটার দক্ষিণে গেলে ধু ধু মরুপ্রান্তরের মধ্যে চোখে পড়বে এক শ্যামল মরূদ্যান। আর এই মরূদ্যানের প্রাণকেন্দ্র হলো ইয়োইয়াচিয়ান নামের এক অর্ধচন্দ্রাকৃতির হ্রদ।

ইয়োইয়াচিয়ান হ্রদের বয়স নেহাত কম নয়। এর বয়স কমপক্ষে দুই হাজার বছর। সুদূর অতীতে যখন প্রাচীন কিন বংশ চীন শাসন করত, তখন থেকেই হ্রদটি এই নামে পরিচিত। তবে সাম্প্রতিককালে মরুকরণের পাল্লায় পড়ে এর অস্তিত্বই বিপন্ন হতে বসেছিল।

১৯৬০ সালের এক জরিপ অনুসারে হ্রদটির গড় গভীরতা ছিল ১৩ থেকে ১৯ ফুটের মধ্যে, আর সর্বোচ্চ গভীরতা ছিল ২৫ ফুট। পরের বছরগুলোতে কিন্তু এই গভীরতা কমতে থাকে দ্রুতগতিতে। নব্বইয়ের দশকে এসে দেখা গেল, হ্রদের গড় গভীরতা নেমে এসেছে মাত্র তিন ফুটে, আর সর্বোচ্চ গভীর স্থানটিও মাত্র চার ফুটের সামান্য বেশি। ফলে প্রায় ১২ হাজার বর্গফুটের হ্রদটি হুমকির মুখে পড়ে।

পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যেতে থাকলে টনক নড়ে কর্তৃপক্ষের। ২০০৬ সালে স্থানীয় প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে হ্রদটি খনন করা শুরু করে। এরপর ধীরে ধীরে আবার এর গভীরতা বাড়তে থাকে। এখন এই হ্রদ দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না, কয়েক বছর আগেও এটি রীতিমতো অস্তিত্বসংকটে ছিল। অর্ধচন্দ্রাকৃতির হ্রদটি দেখতে তাই পর্যটকদের ঢল নামে।

হ্রদের চারপাশের বিস্তৃত মরুভূমিও পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। তাঁরা উটে চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন মরুভূমিতে। এ ছাড়া হ্রদের পাশেই রয়েছে সুদৃশ্য একটি প্রাচীন প্যাগোডা। পর্যটকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে আছে আশেপাশে গড়ে ওঠা অসংখ্য স্যুভেনিরের দোকান।

- অমর্ত্য গালিব চৌধুরী

পাখিদের মধ্যে আকাশে কেন কখনোই সংঘর্ষ ঘটে না

আকাশে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে পাখিরা আগে থেকেই মৌলিক আইন ও কৌশল মেনে চলে। পাখিরা যখন দেখতে পায় তারা সংঘর্ষের দিকে এগোচ্ছে তখন তারা একই পথে পেছনের দিকে ঘুরে যায়। বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন পাখিদের পরস্পরের মধ্যে কখনোই কোনো সংঘর্ষ ঘটেনি। তারা দৃশ্যত সব সময়ই সঠিক পথে ওড়ে।

যেমন ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে দুর্ঘটনা এড়াতে সড়কে ডান পাশ দিয়ে মোটরগাড়ি চালানো হয়, ঠিক তেমনি পাখিরা ডান দিক দিয়ে যাতায়াত করে। আর সংঘর্ষ ঘটার উপক্রম হলে তারা একই দিকে ঘুরে যায়। কোটি কোটি বছর ধরে অনুসৃত পাখিদের নিরাপদ উড্ডয়নের এ 'মৌলিক নিয়ম' মেনে চললে আকাশে বিপুল ড্রোন উড্ডয়নের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে সহায়ক হতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মান্দিয়াম সিরিনিভাসন এই গবেষণার নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, 'সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রোধে পাখিরা আগেভাগেই উড্ডয়নের মৌলিক নিয়ম মেনে চলার বৈপ্লবিক চাপের ভেতর ছিল। তবে দুটো পাখি পরস্পরের বিপরীত ওড়ার সময় কী ঘটে তা আগে কখনো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।' তিনি বলেন, আমাদের নমুনায় দেখানো হয়েছে পাখিরা ডান দিকে চলে এবং পূর্বনির্ধারিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কখনো কখনো তারা তাদের উচ্চতার পরিবর্তন করে। সিরিনিভাসন বলেন, যেহেতু দিন দিন বিমান চলাচল ব্যাপক বাড়ছে, সেহেতু মানুষচালিত বা মানুষবিহীন বিমান পরিচালনায় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা জরুরি হয়ে পড়েছে এবং আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে এ ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। একটি টানেলে দুই বিপরীত মুখ থেকে দু'টি পাখিকে ছেড়ে দেয়া হলো এবং অতিদ্রুত গতিসম্পন্ন ক্যামেরার সাহায্যে তাদের উড্ডয়ন ধারণ করা হলো। বিভিন্ন ধরনের ১০টি পাখির সাহায্যে এমন শতাধিক ফাইট পরিচালনা করা হয় এবং কোনো ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি।

সিরিনিভাসন বলেন, আরেকটি জিনিস দেখা গেল যে, পাখিরা কদাচিৎ একই উচ্চতায় ওড়ে। তারা ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতা দিয়ে ওড়ে। এতে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, প্রতিটি পাখির উঁচু বা নিচু দিয়ে ওড়ার নিজস্ব অগ্রাধিকার রয়েছে। তাহলো উত্তরাধিকারী সূত্রে তারা নিজস্ব উড্ডয়ন পথের উচ্চতা নির্ধারণ করে। সূত্র : গার্ডিয়ান।

খেয়ালি সব চরিত্র

লেডি কর্কের চুরির রোগ

পৃথিবীতে বাতিকগ্রস্ত মানুষের অভাব নেই। এদের একেকজনের কাজ-কারবারের বর্ণনা শুনলে চোখ কপালে উঠবে। খেয়ালি এই মানুষগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন নাবীল আল জাহান

ষোড়শ শতকের শুরুতে, বিবাহসূত্রে আয়ারল্যান্ডের কর্ক অ্যান্ড ওরেরিতে বাস করতে আরম্ভ করেন রিচার্ড বয়েল। সেখানে তিনি অভিজাত আর্ল উপাধিও পান।

১৭৮৬ সালে এই কর্ক অ্যান্ড ওরেরি আর্লদের এক উত্তরসূরিকে বিয়ে করেন মেরি মংকটন। বিয়ের পর থেকে তিনি লেডি কর্ক নামেই পরিচিত হন। তবে এর আগে থেকেই বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তাঁর সাহিত্যরুচি ও পড়াশোনা। বিয়ের আগে তিনি থাকতেন বার্কলে স্কয়ারের চার্লস স্ট্রিটে, তাঁর মায়ের বাড়িতে। সেখানে প্রায়ই আসতেন বিখ্যাত ব্রিটিশ সাহিত্যিক স্যামুয়েল জনসন।

৪০ বছর বয়সে লর্ড কর্ককে বিয়ে করার পরও তাঁর সাহিত্যপ্রীতি অক্ষুণ্ন রাখেন মেরি মংকটন। বাসায় নিয়মিত সাহিত্যের আড্ডা বসত। সেখানে লর্ড বায়রন, ওয়া ার স্কট, শেরিডান থেকে শুরু করে প্রিন্স রিজেন্ট পর্যন্ত আসতেন। লেডি কর্ক বেঁচেছিলেনও অনেক দিন, ৯৪ বছর। আর বাসায় সাহিত্য আড্ডা চালু রেখেছিলেন ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত। আড্ডা দেওয়ার জন্য ড্রইংরুমটি বেশ অদ্ভুতভাবেই সাজানো ছিল। ঘরের মধ্যে কয়েক ডজন বড় বড় আরামদায়ক আর্মচেয়ার বসানো ছিল। সবগুলোই মেঝের সঙ্গে আটকানো। কোনোভাবেই ওগুলো সরানো সম্ভব ছিল না। সাহিত্যকর্ম সংরক্ষণের জন্যও বেশ বিখ্যাত ছিলেন লেডি কর্ক। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় ছিল বিখ্যাত সব সাহিত্যকর্ম।

লেডি কর্কের অদ্ভুত একটা সমস্যা ছিল। আসলে একটা রোগই বলা চলে একে। নাম ক্লেপ্টোমেনিয়া–মানে নিজের অজ্ঞাতসারে অন্যের জিনিস নিয়ে নেওয়া। বেড়াতে গিয়ে প্রায়ই সেসব বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসতেন। তাঁর খাস পরিচারিকার অন্যতম কাজই ছিল এগুলো ফেরত দিয়ে আসা। সেই সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে আসতেন মালকিনের হয়ে।

লেডি কর্কের এই স্বভাব ঠিক কবে শুরু হয়েছিল, তা কেউই লক্ষ করেনি। তবে একসময় সবাই খেয়াল করল বিষয়টা। আবিষ্কার করল, বিশেষ করে রুপার জিনিসপত্রের প্রতি তাঁর ক্লেপ্টোমেনিয়াক আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তাই তিনি যে বাড়িতে বেড়াতে যেতেন, তারা এমনকি রুপার চামচগুলোও লুকিয়ে ফেলত। তখনকার ব্রিটেনে একটি চল ছিল, বনেদি ঘরের স্ত্রীরা বাজারে গিয়ে প্রায়ই দোকান পর্যন্ত যেতেন না। দোকানের সামনে জুড়িগাড়িতে বসে বসে আদেশ দিতেন, দোকানদাররা জিনিস তাঁদের কাছে পাঠাতেন, তাঁরা সেখানে বসে বসে জিনিস পছন্দ করতেন। কিন্তু লেডি কর্কের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল, তিনি দোকানে ঘুরে ঘুরে জিনিস পছন্দ করবেন, আর দোকানের একজন কর্মচারী পুরোটা সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

অজ্ঞাতসারে কেবল রুপার জিনিসই যে পকেটস্থ করতেন লেডি কর্ক তা না। একবার তো এক হোটেলে গিয়ে আরেকজনের পোষা প্রাণীও চুরি করেছিলেন–একটা হেজহগ। ওটার মালিক ছিলেন এক ব্যবসায়ী। একই হোটেলে উঠেছিলেন তিনিও। আদুরে হেজহগটা হোটেলের লবিতে চড়ে বেড়াচ্ছিল। পোষা যেহেতু, কেউ কিছু বলছিলও না। বের হওয়ার সময় লেডি কর্ক টুক করে ওটাকে ধরে তাঁর হাতব্যাগে ভরে নেন। কয়েক মাইল যাওয়ার পর অনুধাবন করেন, কাজটা ঠিক হয়নি। তখনো অবশ্য হেজহগটাকে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেননি। বরং ওটাকে একটা বেকারিতে বেঁচে দেন। বেকারির মালিককে উ া বোঝান যে হেজহগ কালো গুবরেপোকাদের শায়েস্তা করতে ভীষণ কার্যকর। আরেকবার তো একটা পার্টি শেষে আরেকজনের জুড়িগাড়ি নিয়েই চলে আসেন। পরের দিন যখন মালিক গাড়িটা ফেরত নিতে এলেন, উ া তাঁর কাছে অভিযোগ করতে শুরু করলেন, গাড়ির পাদানিটা অনেক উঁচু। তিনি খাটো মানুষ, উঠতে ভীষণ সমস্যা হচ্ছিল।

যক্ষ্মার প্রতিরোধ ও প্রতিকার

ডা. একে এম মোস্তফা হোসেন

'যার হয় যক্ষ্মা তার নাই রক্ষা'- এক সময় আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল এই আপ্তবাক্যটি। যক্ষ্মা আক্রান্ত ব্যক্তি ছিল সমাজে অস্পৃশ্য। রোগের জটিলতা ও সামাজিক অবহেলা- এ দুইয়ের ভয়াবহতায় রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করত। যে কারণে এমন প্রবাদের উৎপত্তি।

সে সময়কালে যক্ষ্মা বা টিবি ছিল একটি ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধি। সুনির্দিষ্ট কারণ জানা ছিল না বলে এর সুচিকিৎসার কোনো উপায় ছিল না। বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় এ রোগের জীবাণু আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে আধুনিকতম চিকিৎসা ব্যবস্থা। থেমে নেই মানবকল্যাণে নিয়োজিত বিজ্ঞানীরা। প্রতিনিয়ত বদলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে এ রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার দিগন্ত। এক সময়কার এই জটিল সংক্রামক ব্যাধিটি এখন আর আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। তারপরও আমাদের অজ্ঞতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে যক্ষ্মা রোগের কিছু জটিল প্রকারের উদ্ভব হচ্ছে, যা আমাদের মতো উন্নয়নশীল বিশ্ব তো বটেই, উন্নত দেশগুলোর জন্যও ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ। তাই বর্তমানে যক্ষ্মা রোগের সঠিক ও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চিকিৎসা শুধুই নয়, এর সংক্রমণ প্রতিরোধে সুব্যবস্থাপনার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

- রোগী জীবাণুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে অন্য সবার থেকে একটু আলাদাভাবে রাখাই ভালো।

- জীবাণুযুক্ত রোগী যেখানে সেখানে কফ ফেলা পরিহার করতে হবে।

- নিয়মিত কফ পরীক্ষার মাধ্যমে জীবাণুমুক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

মাইকো ব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস নামক জীবাণুটি যক্ষ্মা বা টিবি রোগের জন্য দায়ী। যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীর হাঁচি, কাশি থেকে উৎপন্ন ড্রপলেট শ্বাসনালির মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সময় একজন সুস্থ ব্যক্তিকে সংক্রমিত করে। যক্ষ্মা রোগীর কফ থেকেও ড্রপলেটের মাধ্যমে যক্ষ্মার সংক্রমণ ঘটে। অন্যান্য উৎস যেমন যক্ষ্মা রোগীর মলমূত্র ইত্যাদি থেকে যক্ষ্মা সংক্রমণ ঘটতে পারে, তবে তা বেশ জটিল। অনেকে মনে করেন যক্ষ্মা বা টিবি আক্রান্ত রোগীর পাশে বসলেই যক্ষ্মার সংক্রমণ ঘটে। বৈজ্ঞানিকভাবেই এই ধারণাটি ভুল। যক্ষ্মা সংক্রমণে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, এ রোগের জীবাণু পরিবেশে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে। বদ্ধ, স্যাঁতসেঁতে ও জনাকীর্ণ পরিবেশে যক্ষ্মার জীবাণু খুব দ্রুত সংক্রমিত হয়। উজ্জ্বল ও পরিষ্কার পরিবেশে যক্ষ্মার জীবাণু বেশি সময় বাঁচে না। যে কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- হোস্টেল, ব্যারাক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে যক্ষ্মার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বেশি। পুষ্টিহীন শরীরে সংক্রমিত জীবাণু খুব দ্রুত রোগের সৃষ্টি করে। এ জন্য বিভিন্ন রোগ যেমন- ডায়াবেটিস, কিডনি ফেইলুর, লিভার ফেইলুর, যেখানে পুষ্টিহীনতার প্রকাশ বেশি- এসব রোগাক্রান্ত মানুষের মধ্যেও যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ বেশি। মূলত কাশি যক্ষ্মা রোগের অন্যতম প্রধান লক্ষণ বা উপসর্গ। কাশির সঙ্গে অল্প বা বেশি পরিমাণে কফ যেতে পারে। অনেক সময় কাশির সঙ্গে রক্তও যেতে পারে। যক্ষ্মা রোগীর ক্ষেত্রে রক্তের রঙ উজ্জ্বল লাল হয়ে থাকে। কাশি ছাড়া যক্ষ্মা রোগীর অন্য উপসর্গগুলো যেমন- জ্বর আসা, খাবারে অনীহা, দ্রুত ওজন হ্রাস, বিষাদময়তা অন্যতম। যক্ষ্মা রোগীর সাধারণত সন্ধ্যায় বা রাতে জ্বর আসে, জ্বর ছাড়ার সময় প্রচুর ঘাম হয় এবং সকালের দিকে জ্বর থাকে না।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির তিন সপ্তাহ বা এর অধিক সময় কাশি থাকলে নিকটস্থ যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বা ব্র্যাক সেন্টার অথবা কোনো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। দ্রুত রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে সঠিক চিকিৎসা নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে গ্রহণ করলে যক্ষ্মা দ্রুত নিরাময় করা যায়, যক্ষ্মা রোগজনিত শারীরিক ক্ষতি কমানো যায় এবং যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণ বহুলাংশে হ্রাস করা যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কফ পরীক্ষার মাধ্যমে যক্ষ্মা বা টিবি রোগ শনাক্ত করা যায়। কফের মধ্যে জীবাণু পাওয়া গেলে রোগের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া যায়। কফে জীবাণু পাওয়া না গেলে অন্য অনেক আধুনিক পরীক্ষার মাধ্যমে যক্ষ্মা বা টিবি রোগ নিরূপণ করা যায়। অতি সম্প্রতি মহাখালীর আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র নামে যক্ষ্মা বা টিবি রোগ নির্ণয়ের অধিকতর কার্যকর পরীক্ষা উদ্ভাবন করেছে, যা এ ক্ষেত্রে এ দেশের বিজ্ঞানীদের একটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত সাফল্য।

যক্ষ্মা বা টিবি রোগ হলে দুশ্চিন্তা বা ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। ডাক্তার ও রোগীর সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যক্ষ্মা বা টিবি রোগ নিরাময় করা সম্ভব। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে ধৈর্য সহকারে এ রোগের জন্য চিকিৎসা নিতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সমন্বিত উদ্যোগে যক্ষ্মা বা টিবি রোগ চিকিৎসার একটি সুন্দর চিকিৎসা নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে, যা অনুসরণ করে যক্ষ্মার সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা যায়। বাংলাদেশ সরকার সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য পুরো চিকিৎসার ওষুধ বিনামূল্যে দিয়ে থাকে। যাতে অর্থের অভাবে কোনো রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত না হয়।

যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় সাফল্যের জন্য ডাক্তার ও রোগীর সুসমন্বিত প্রয়াসের পাশাপাশি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষ ব্যবস্থাপনাও আবশ্যক। চিকিৎসককে রোগীদের এ রোগ সম্পর্কে ভালো ধারণা দিতে হবে। এ রোগের চিকিৎসার সময় ঠিকমতো চিকিৎসা না নেওয়ার কুফল, চিকিৎসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকার গুরুত্ব ইত্যাদি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। যক্ষ্মা বা টিবি রোগের ওষুধগুলো উচ্চমাত্রার বিধায় এগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রোগীকে অবহিত করতে হবে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে রোগীর করণীয় বিষয়ও রোগীকে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। রোগীকে নিয়মিতভাবে মাঠকর্মীদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে- যাতে তারা চিকিৎসা প্রক্রিয়া থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন না হয়। অনিয়মিত ওষুধ গ্রহণ বা নির্ধারিত সময়ের আগেই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করার ফলে নিরাময়যোগ্য যক্ষ্মা বা টিবি রোগ কষ্টসাধ্য নিরাময় ও ব্যয়বহুল মাল্টিড্রাগ রেসিস্ট্যান্ট টিবিতে মোড় নেয়, যা এ রোগের একটি ভয়াবহ পর্যায়। তাই সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা অতীব জরুরি। যক্ষ্মা বা টিবি রোগের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে একজন সুস্থ ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে :

- বাসস্থানের পরিবেশ যথাসম্ভব খোলামেলা, আলো-বাতাস সম্পন্ন হতে হবে।
- জনাকীর্ণ বাসস্থান যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।
- যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীকে সবসময় নাক-মুখ ঢেকে চলাফেরা করতে হবে।
- যক্ষ্মা জীবাণুযুক্ত রোগীর সঙ্গে আলাপচারিতার সময় একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- রোগী জীবাণুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে অন্য সবার থেকে একটু আলাদাভাবে রাখাই ভালো।
- জীবাণুযুক্ত রোগী যেখানে সেখানে কফ ফেলা পরিহার করতে হবে।
- নিয়মিত কফ পরীক্ষার মাধ্যমে জীবাণুমুক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।
- পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকারী রোগের সুষ্ঠু চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।

- পরিচালক
জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
মহাখালী

হঠাৎ করেই কোষ্ঠকাঠিন্য

অধ্যাপক আখতারুন নাহার আলো

কোষ্ঠকাঠিন্যের ক্ষেত্রে খাদ্যআঁশের উপকারিতা অনেক। আঁশ কোলনে প্রবেশ করে মলত্যাগকে উদ্দীপ্ত করে। এ ছাড়া আঁশ মলের কোমলতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে। খাদ্যের আঁশ খাদ্যনালির আর্দ্রতা শোষণ করে অন্ত্রের ভেতর দিয়ে উচ্ছিষ্ট পদার্থের গমন ত্বরান্বিত করে। গমের রুটি, লাল খোসাসহ চাল, শস্য, শিম, বরবটি, মটর, বিভিন্ন ধরনের ডাল, শাকসবজি বিশেষত পাতা জাতীয় সবজি ও টাটকা ফলে যথেষ্ট আঁশ থাকে। এগুলো কোলনের ক্যান্সারও রোধ করে। সাদা ময়দার চেয়ে ভুসিযুক্ত গমের আটার রুটি খাদ্য পরিপাককে সহজতর করে। শাকসবজি টাটকা ও কাঁচা খেলেই উপকার বেশি পাওয়া যায়। আলু, পটোল, মুলা খোসা না ফেলে, মেশিনে ছাঁটা চালের চেয়ে ঢেঁকি ছাঁটা চাল বেশি উপকারী। এতে বি-ভিটামিনও পর্যাপ্ত থাকে।

লক্ষণ

- কোষ্ঠকাঠিন্য হলে অস্বস্তি বোধ হয় দুর্গন্ধ হয়।
- জিহ্বায় সাদা আস্তরণ পড়ে ষ সব সময় পেট ভরা মনে হয় ষ খাবারে রুচি থাকে না ষ এটা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে মলদ্বার সংকীর্ণ, পাইলস, হার্নিয়া ইত্যাদি হতে পারে।

প্রতিকার

- ইসবগুলের ভুসি পানিতে ভিজিয়ে খেলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হবে ষ কাঁচা পেঁপে টুকরা করে ভাতের সঙ্গে বা খালিও খাওয়া যেতে পারে ষ খুব ভোরে খালি পেটে গরম পানি খাওয়া যেতে পারে ষ বিকেলে নাশতা হিসেবে ওটস বা দুধ ও সাগু খাওয়া যেতে পারে ষ কাঁচা রসুন খেলে পরোক্ষভাবে ফল পাওয়া সম্ভব ষ ম্যাগনেশিয়ামযুক্ত ফল এবং পাকা কলা, পাকা আম, পাকা পেঁপে, পাকা বেল খুবই উপকারী ষ রাতে শোবার আগে হালকা ব্যায়াম যেমন ঘুমের সহায়ক তেমনি কোষ্ঠ পরিষ্কার করতেও সাহায্য করবে।

বৃহদান্ত্র থেকে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে পানি আর ধাতব লবণ। যেমন- আমরা মাছ অথবা ডাল লবণ দিয়ে রান্না করি। এগুলোর প্রোটিন ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে শরীরের রক্তে প্রবেশ করে। তখন পানি আর লবণ অন্ত্রে এসে পৌঁছায়। শরীর সেখান থেকে সেটা শুষে নেয়। সেই জন্য খাবার যত বৃহদান্ত্র দিয়ে যেতে থাকে ততই তরল ভাব বদলে গিয়ে কঠিন রূপ ধারণ করতে থাকে। প্রত্যহ খাবারে যদি ভাত, রুটি, শাকসবজি, ডাল প্রভৃতি না থাকে তবে বৃহদান্ত্রে আবর্জনা জমা হতে পারে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সৃষ্টি হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে পানি কম খাওয়ার জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে থাকে। সেজন্য তাদের খাবারে তরল জাতীয় খাবার যেমনথ দুধ, স্যুপ, শরবত, বিভিন্ন ফলের রস, সাগু, তরকারির ঝোল, পাতলা ডাল দিতে হবে।

- চিফ নিউট্রিশন অফিসার ও বিভাগীয় প্রধান (অব.)
পুষ্টি বিভাগ, বারডেম

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান

দারিদ্র্য একটি সামাজিক ও মানবিক সমস্যা। সম্ভবত পৃথিবীতে মানবসভ্যতা যতটা প্রাচীন, দারিদ্র্য সমস্যাও ততটাই পুরনো। বর্তমান বিশ্বে রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও মানবসেবায় নিয়োজিত অসংখ্য ব্যক্তি ও সেবা সংগঠন বিশ্বমানবতাকে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে আসছে। বিশেষত জাতিসঙ্ঘ দারিদ্র্যকে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। অথচ বাস্তবে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব হচ্ছে না। ইতিহাস স্যা দেয়, এক সময় মুসলিম খলিফা ও শাসকগণ তাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে সম হয়েছিলেন।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা : দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক বিষয়। সাধারণভাবে জীবনধারণের মৌলিক চাহিদা ও ন্নিতম সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার অপারগতাকেই দারিদ্র্য বলা হয়। জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন ল্যমাত্রায় দৈনিক এক ডলার আয়কে দারিদ্র্যসীমা হিসেবে চি্ত করা হয়েছে। তবে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেন, 'চাহিদা অনুসারে মৌলিক বিষয়গুলো অর্জন করতে পারার যে স্বাধীনতা, তার অভাবই হলো দারিদ্র্য।' কুরআন ও হাদিসে বিশেষত জাকাত বণ্টনের খাত আলোচনায় দরিদ্র ব্যক্তিকে 'ফকির' ও 'মিসকিন'– এ দু'টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। মূলত ফকির বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যার জীবিকা নির্বাহের কোনো উপায়-উপকরণ নেই, যে সর্বতোভাবে নিঃস্ব। আর মিসকিন বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যে নিজের প্রয়োজন মেটানোর মতো অর্থসম্পদ পায় না, তাকে যে সাহায্য করতে হবে তাও বোঝা যায় না এবং প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে চাইতেও পারে না। প্রকৃতপে এরা হচ্ছে সম্ভ্রান্ত মানুষ, তবে দরিদ্র ও অসচ্ছল।

দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি : দারিদ্র্যের কশাঘাত ও ধার নির্মম যাতনা মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে, মানবতাবোধের বিলুপ্তি ঘটায়, কখনো সন্তানকে বিক্রি করতে আবার কখনো হত্যা করতে বাধ্য করে। এ ছাড়াও মানুষ তার বোধ-বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব এক কথায় মূল্যবোধের বিনাশ ঘটায়। এমনকি দারিদ্র্য মানুষকে কুফরির দিকে নিয়ে যায়। তাই ইসলাম প্রতিটি মানুষকে তার ভাগ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করার এবং নিজের অধিকার আদায়ে পিছিয়ে না থাকার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– 'এবং দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না' (সূরা কাসাস : ৭৭)। বর্ণিত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ভাগ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করার এবং নিজের অধিকার আদায়ে পিছিয়ে না থাকার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মহানবী সা: দরিদ্রতা থেকে মহান আল্লাহর কাছে মুক্তি প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফর ও দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাচ্ছি। এ সময় এক ব্যক্তি বলল, আপনি কি এ দুটোক সমপর্যায়ের মনে করেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ' (সুনানে নাসায়ী)।

নৈতিকতার ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব : দারিদ্র্য ঈমানের জন্য যেমন হুমকি, নৈতিকতার ক্ষেত্রেও কিন্তু কোনো অংশে কম হুমকি নয়। কারণ দারিদ্র্য মানুষকে এমন সব অনভিপ্রেত কাজ করতে প্ররোচিত করে যা নৈতিকতা বিরোধী। দারিদ্র্যের প্রভাব থেকে পারিবারিক জীবনও মুক্ত নয়। কেননা পারিবারিক বন্ধন স্থাপন ও সুখী পরিবার গঠনে তা একটি বড় অন্তরায়। তাই কুরআন মাজিদে এ শ্রেণীর লোককে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতা অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাব মুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে' (সূরা নূর : ৩৩)।

> প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করার বিষয়টি কুরআন ও হাদিসে বিশেষ তাকিদ সহকারে স্থান পেয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করবে না এবং পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে'

দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর কর্মকৌশল : একটি পূর্ণঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। ঐতিহাসিক পর্যবেণে প্রমাণিত যে, ইসলামি বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন পরিপূর্ণ দারিদ্র্য দূরীকরণে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। সুতরাং আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের সুমহান আদর্শ উৎসারিত কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এই কর্মকৌশলের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কর্ম-সংস্কৃতি গড়ে তোলা : ইসলাম চেয়েছে প্রতিটি মানুষ জীবিকার জন্য কাজ করুক। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে রিজিক অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যখন নামাজ শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো' (সূরা জুমু'আ : ১০)।

সচ্ছল আত্মীয় কর্তৃক দরিদ্রদের ভরণ-পোষণ : সামর্থ্যবান আত্মীয়স্বজনের দায়িত্ব রয়েছে তাদের গরিব অসহায় স্বজনকে সাধ্যমত সাহায্য করা। কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন' (সূরা নাহ্ল : ৯০)।

জাকাত : সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূর করার জন্য ইসলাম জাকাত ব্যবস্থা চালু করেছে। জাকাত হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচনের চিরন্তন বিধান। আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ। যারা বিনয় নম্র নিজেদের সালাতে। যারা অর্থহীন কথা ও কর্ম থেকে বিরত থাকে। যারা জাকাত দানে সক্রিয়' (সূরা মু'মিনূন : ১-৪)।

সুষম বণ্টন ব্যবস্থা : ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য সমস্যার মূল কারণ এই নয় যে, পৃথিবীতে সম্পদের অভাব বরং আসল কারণ হচ্ছে সুষ্ঠু বণ্টনের অভাব। আল্লাহ বলেন, 'যেন ধন-সম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত হতে না থাকে' (সূরা হাশর : ৭)।

সুদ নিষিদ্ধকরণ : ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ব্যবসাকে বৈধ ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম' (সূরা বাকারা : ২৭৫)।

উৎপাদনব্যবস্থা দকরণ : ইসলাম উৎপাদনের ওপর যথোচিত গুরুত্বারোপ করেছে এবং এজন্য মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছে। মহানবী সা: বলেছেন, 'কোনো সুস্থ কর্মম ব্যক্তির জন্য সাদাকাহ গ্রহণ বৈধ নয়' (আবু দাউদ)।

শ্রমের মাধ্যমে : ইসলামের দাবি হচ্ছে সমাজের প্রতিটি সম মানুষ কাজ করবে এবং অলস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে না। তাই রিজিকের অন্বেষণে ইসলাম প্রত্যেককে পৃথিবী চষে বেড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর দিগ-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ করো' (সূরা মুলক :১৫)।

উশরের মাধ্যমে : উশর-এর অর্থ এক দশমাংশ। ইসলমি পরিভাষায় জমির ফসলের জাকাতকে উশর বলা হয়। আল্লাহ বলেন– 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি ভূমি হতে যা তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার ইচ্ছা করো না' (সূরা বাকারা : ২৬৭)।

করজে হাসানার মাধ্যমে : যে ঋণ বিনা সুদে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে প্রদান করা হয় তাকে করজে হাসানা বলা হয়। এর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আর্থিক সহযোগিতা করা যায়।

প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ের মাধ্যমে : প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করার বিষয়টি কুরআন ও হাদিসে বিশেষ তাকিদ সহকারে স্থান পেয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করবে না এবং পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে' (সূরা নিসা : ৩৬)।

মহানীব সা: প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে বলেন, 'সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে তৃপ্তি সহকারে আহার করে অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে' (আল-মিশকাতুল মাসাবিহ)।

ভির হাত কর্মীর হাতে পরিণত করা : ইসলামে ভিাবৃত্তি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। মহানবী সা: বলেছেন– 'যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! তোমাদের মধ্যকার কারো তার পিঠে বহন করে কাঠের বোঝা এনে বিক্রি করা কারো কাছে ভি চাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ সে যার কাছে প্রত্যাশা করছে সে তাকে দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে' (সহিহ আল-বুখারি)।

উপসংহার

মানব জীবনে যত সমস্যা প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়া দেয় তন্মধ্যে দারিদ্র্য সমস্যা অন্যতম। এ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংস্থা অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু তারা কার্যত কোনো অবদান রাখতে পারছে বলে দাবি করা যাচ্ছে না। পান্তরে ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তাই তার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের সঠিক সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে– এ প্রত্যাশা একান্তভাবে যুক্তিসঙ্গত। কেননা মহানবী সা: পৃথিবীতে এমন এক মিশন নিয়ে এসেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাস, নিরাপত্তাহীনতা ও দারিদ্র্য মুক্ত বিশ্বকল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তার সেই মিশন তিনি পূর্ণ করেছিলেন।

ইসলাম এমন সময় পার করেছে যখন জাকাত নেয়ার মতো লোক ছিল না। জাকাত নেয়ার লোক কখন থাকে না, যখন কোনো সমাজে দারিদ্র্য থাকে না। কাজেই কুরআন ও হাদিস নির্দেশিত পন্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতীতে যেমন দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়েছিল, আজো তেমনি দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব– তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লেখক : প্রবন্ধকার

মাসআলা-মাসাইল বিভাগে প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

সুপ্রিয় পাঠক, সাপ্তাহিক দেশ-এর নিয়মিত বিভাগ মাসআলা-মাসাইল-এ আপনার যে কোনো ধর্মীয় প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও টিভি ব্যক্তিত্ব ড. আবুল কালাম আজাদ আপনার প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব দিচ্ছেন। নিচের ঠিকানায় ডাক যোগে অথবা ইমেইলে আজই আপনার প্রশ্ন পাঠিয়ে দিন।

Weekly Desh
65 New Road, London E1 1HH.
Email: kalamahsan@hotmail.com

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	ইশা শুরু
২৪ মার্চ	শুক্রবার	৪:১৬	৫:৫১	১২:১২	৪:২১	৬:২৪	৭:৪৩
২৫ মার্চ	শনিবার	৪:১৪	৫:৪৯	১২:১২	৪:২৩	৬:২৫	৭:৪৩
২৬ মার্চ	রবিবার	৫:১২	৬:৪৬	০১:১১	৫:২৪	৭:২৭	৮:৪৫
২৭ মার্চ	সোমবার	৫:১০	৬:৪৪	০১:১১	৫:২৫	৭:২৯	৮:৪৭
২৮ মার্চ	মঙ্গলবার	৫:০৯	৬:৪২	০১:১১	৫:২৭	৭:৩০	৮:৪৮
২৯ মার্চ	বুধবার	৫:০৬	৬:৩৯	০১:১০	৫:২৮	৭:৩২	৮:৪৯
৩০ মার্চ	বৃহস্পতিবার	৫:০৪	৬:৩৭	০১:১০	৫:২৯	৭:৩৪	৮:৫১

টেস্ট শেষ, এবার অন্য লড়াই

ঢাকা, ২১ মার্চ : সেই সোনালি রঙে রাঙানো চুল। পেশিবহুল শরীর। আরও কয়েক সতীর্থকে নিয়ে প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের ভেতর অনুশীলন করলেন লাসিথ মালিঙ্গা। টেস্ট ছেড়ে দিয়েছেন। ওয়ানডেও খেলেন না। চালিয়ে যাচ্ছেন শুধু টি-টোয়েন্টিটা।

মালিঙ্গার অনুশীলন শেষ হলো, আর পাশের ম্যাক্স ক্রিকেট একাডেমির নেটে নামলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। শততম টেস্টে জয়ের অংশ হতে পারেননি বাংলাদেশের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। তবে মাঠে বসে জয়ের সাক্ষী হতে পেরেছেন, দলের ড্রেসিংরুমে গিয়ে অনুজদের শুভেচ্ছা জানাতে পেরেছেন, এতেই ভীষণ গর্বিত। আর এই গর্বিত মাশরাফিকে কাল টেস্ট জয়ের জন্য হয়তো অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন শ্রীলঙ্কার একসময়ের প্রধানতম ফাস্ট বোলার।

অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন, নাকি হৃদয়ের একটু রক্তক্ষরণও দেখিয়ে গেলেন! সে শ্রীলঙ্কানদের বুকের গভীরে যতই ক্ষরণ হোক, সেদিকে তাকানোর সুযোগ নেই মাশরাফিদের। টেস্ট সিরিজ শেষ, এখন সীমিত ওভারের ক্রিকেটের 'যুদ্ধ'। সাদা পোশাক ছেড়ে রঙিন পোশাক, লাল বল ছেড়ে সাদা বল। অধিনায়কত্ব আবার বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী অধিনায়কের হাতে।

২৫ মার্চ তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটি। টানা পাঁচটি টেস্ট খেলে নিজেদের সবচেয়ে প্রিয় সংস্করণের ক্রিকেটে ঢুকে পড়তে একটু অস্বচ্ছন্দ লাগছে?

মাশরাফি বললেন, 'ঠিক অনভ্যস্ত বা অস্বচ্ছন্দ বলব না, তবে মানসিকভাবে একটু তৈরি হতেই হবে। প্রস্তুতি ম্যাচটি তাই গুরুত্বপূর্ণ।' আগামীকাল ৫০ ওভারের সেই প্রস্তুতি ম্যাচটি হবে কলম্বো ক্রিকেট ক্লাবে। শ্রীলঙ্কার দলটির নাম এখনো জানা যায়নি। হবে হয়তো শ্রীলঙ্কান বোর্ড সভাপতি একাদশ বা ও রকম কিছু।

টেস্টের সাফল্য সীমিত ওভারের ক্রিকেট সিরিজেও বয়ে নিয়ে যাওয়ার তাড়া আছে। মাশরাফি মুখে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, তবে কে না জানে মুখ দিয়ে কথাটি তাঁকে উচ্চারণ করতে হবে না। তারপরও বললেন, টেস্টের এই জয়ের প্রভাব ওয়ানডে সিরিজেও থাকা উচিত। শ্রীলঙ্কা শেষ টেস্টে হারের বেদনায় নীল হয়ে আছে। এটা জানাই যে, ওরা সীমিত ওভারের ক্রিকেটে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে যতই ওদের দলটা অভিজ্ঞতায় পিছিয়ে থাকুক না কেন। ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার কয়েকজন নতুন বোলারকে সমীহই করছেন মাশরাফি। যেমন বাঁহাতি চায়নাম্যান বোলার লক্ষ্মণ সান্দাকান, তরুণ ফাস্ট বোলার লাহিরু কুমারা, সঞ্জয় ভিকুম। এ ক্ষেত্রে দলের ব্যাটিংটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন অধিনায়ক, 'যদি একটা জিনিসের কথা বলেন, আমাদের ব্যাটিংটা ভালো হতে হবে। তবে নির্ভার থেকে ব্যাট করলে মনে হয় সমস্যা হবে না।' সমস্যা নেই মাশরাফির চোট পাওয়া আঙুলেও, 'আঙুলে কোনো সমস্যা নেই। বোলিংটা যেহেতু পুরো শরীরের ব্যাপার, একটু অনভ্যস্ত লাগছে। তবে ঠিক হয়ে যাবে।'

মাশরাফি সীমিত ওভারের ক্রিকেটেও সম্ভাবনা দেখছেন দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই টেস্ট দলের বলে, 'আমার দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই তো টেস্ট খেলে ফিরছে। একটা বড় ফরম্যাটে খেলে মানসিকভাবে তৈরি হয়ে আসছে। এটা অবশ্যই ভালো।'

মাশরাফি বড় অনুপ্রেরণাদায়ী দলনেতা। এমন একজনের কাছে দাবি যে, গোটা দলই যেন চাঙা হয়ে মাঠে নামে। মাশরাফি যখন এ কথা বলছিলেন, পাশেই নেটে বোলিংটা শেষ করলেন মাহমুদউল্লাহ। স্বাভাবিকভাবেই মাহমুদউল্লাহ প্রসঙ্গ উঠল। তাঁর টেস্ট দল থেকে বাদ পড়া, শ্রীলঙ্কা থেকে দেশে ফিরে যাওয়া না-যাওয়া নিয়ে কত কিছু ঘটল। মাশরাফি বললেন, ছোট সংস্করণের ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ এই খেলোয়াড়টিকে অনুপ্রাণিত করার কাজটি তিনি যথারীতি করে চলেছেন।

অন্যকলাম

শুভ সকাল!

ঢাকা, ২১ মার্চ : লুইস এনরিকের এই বদনাম কেউ কখনো করেননি যে তাঁর কথা শুনলে ঘুম আসে! সংবাদ সম্মেলনগুলোতে সাধারণত বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরই দেন বার্সেলোনা কোচ। কিন্তু এক সাংবাদিকের সম্ভবত সেগুলোতে কোনো আকর্ষণই ছিল না। এমনই যে ঘুমিয়েই পড়লেন এনরিকের সংবাদ সম্মেলনে! ঘটনাটা পরশু ভ্যালেন্সিয়ার সঙ্গে বার্সেলোনার ম্যাচের পর। সংবাদ সম্মেলনে দলের ডিফেন্সে সমস্যা নিয়ে কথা বলছিলেন এনরিকে। এর মধ্যেই হঠাৎ চোখে পড়ল, এক সাংবাদিক দিব্যি ঘুমোচ্ছেন। আঙুল দিয়ে তাঁকে দেখিয়ে বার্সা কোচ বললেন, 'দেখুন, এই প্রথম আমার সঙ্গে এমনটা হচ্ছে। আমার সংবাদ সম্মেলনে কেউ ঘুমাচ্ছে। আমার নিজেরও ধারণা ছিল না, আমি এতটা একঘেয়ে!' পুরো সম্মেলনকক্ষেই তখন হাসির রোল ওঠে। হাসতে হাসতেই ওই সাংবাদিককে পরে এনরিকে বললেন, 'শুভ সকাল, কেমন আছেন আপনি?' গোলডটকম।

তাঁর চোখে এই শততমই সেরা

ঢাকা, ২০ মার্চ : হাবিবুল বাশার নিজেও একটা ইতিহাসের সাক্ষী। শততম ওয়ানডেতে জয়ের ইতিহাস। ২০০৪-এর ২৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে ১৫ রানে হারানো ম্যাচে হাবিবুল ছিলেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক।

কাল যখন বাংলাদেশের ক্রিকেট আরও একটি ইতিহাসে ঢুকে পড়ল, হাবিবুল তখনো ক্রিকেটের সঙ্গেই। তবে অধিনায়ক নন, এখন তাঁর ভূমিকা নির্বাচকের। ঐতিহাসিক জয়টি দেখলেন ঢাকায় নিজের বাসায় বসে।

কলম্বোর উৎসবের রেণু তবু ছুঁয়ে গেল হাবিবুলকেও। মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রীলঙ্কার মাটিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট জয়কে এগিয়ে রাখছেন তাঁর নেতৃত্বে জেতা শততম ওয়ানডে থেকেও, 'টেস্ট জয় সব সময়ই বিশেষ কিছু। এর সঙ্গে অন্য কিছুরই তুলনা হয় না। টেস্টে দেশের বাইরে আমাদের ভালো কিছু করার দরকার ছিল। সে জন্যই জয়টা বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।'

শততমের উপলক্ষকে স্মরণীয় করে রাখাটা যেহেতু তাঁর হাতেই শুরু, হাবিবুল ক্ষণিকের জন্য ফিরে গেলেন ২০০৪-এর জয়োৎসবে। 'জয়ের পরের দিনই ছিল সিরিজের শেষ ম্যাচ। কিন্তু ম্যাচ জিতে আমরা এত আনন্দ করছিলাম যে, সেটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। সৌরভ গাঙ্গুলী এসে বলল, "তোমাদের কিন্তু কালও ম্যাচ আছে"।'

স্মৃতির সাগরে বেশিক্ষণ ডুবে না থেকে হাবিবুল দ্রুত ফিরে আসেন বর্তমানে। মনে যে বাজছে শততম টেস্ট জয়ের আনন্দসংগীত! একসময় শ্রীলঙ্কা সফর মানেই ছিল বাংলাদেশ দলের জন্য বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা। কখনো মুত্তিয়া মুরালিধরন, কখনো কুমার সাঙ্গাকারা কখনো বা মাহেলা জয়াবর্ধনের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়েছে বাংলাদেশ। হাবিবুল নিজেও সে সময়ের একজন 'ভুক্তভোগী' বলেই হয়তো আনন্দটা বেশি, 'শ্রীলঙ্কায় আমাদের অনেক কঠিন সময় গেছে। সে দিক থেকেই এই জয় বেশি তৃপ্তির।'

কলম্বো টেস্টের প্রথম দিন শেষেই আশার দোলায় দুলছিল হাবিবুলের মন, 'প্রথম দিনে ওরা (শ্রীলঙ্কা) যখন বেশি রান করতে পারল না, তখনই মনে হচ্ছিল এই টেস্টে ভালো কিছু হতে পারে। কারণ পি সারা ওভালের উইকেট দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনেও ভালো থাকে।' দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের লক্ষ্যটা ১৯১ রান নির্ধারিত হওয়ার পর বিশ্বাস আরও জোরালো হয়, 'দুই শর নিচে টার্গেট হওয়ার পর মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে, জিতছি। আমাদের মিরাজ পর্যন্ত সবাই ভালো ব্যাটিং করে। সবাই খুব ভালো ফর্মেও আছে।'

প্রথম দিন নতুন বলে মোস্তাফিজুর রহমান আর শুভাশিস রায়ের বোলিং দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। টেস্টে নতুন বলে এত ভালো বোলিং নাকি কমই দেখেছেন তিনি। নির্বাচক হাবিবুলের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন অভিষেক টেস্ট খেলা মোসাদ্দেক হোসেনও। তাঁর প্রসঙ্গ উঠতেই 'এ' দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের একটি ঘটনার কথা বললেন সাবেক অধিনায়ক। ম্যাচের আগের দিন সবার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলছিলেন। মোসাদ্দেকের পর্ব এলে তাঁর রেকর্ড হাতে নিয়ে নাকি হাবিবুল বলেছিলেন, "তোমাকে আলাদা করে বলার কিছু নেই।" তাঁর দৃষ্টিতে মোসাদ্দেকের সবচেয়ে বড় গুণ বড় ইনিংস খেলতে পারা। ভবিষ্যতে ব্যাটিং অর্ডারের আরও ওপরের দিকেও মোসাদ্দেককে দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

এক ইনিংসে ৮৪৭ বল খেলেছিলেন হাটন!

ঢাকা, ২১ মার্চ : ৫২৫ বলে ২০২ রান। রাঁচিতে 'ম্যারাথন' এই ইনিংস দিয়ে চেতেশ্বর পূজারা গড়েছেন নতুন একটা রেকর্ড। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে টেস্টে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি বল খেলার কীর্তি এখন গুজরাটের এই ২৯ বছর বয়সী ব্যাটসম্যানের। পূজারা ছাড়িয়ে গেছেন রাহুল দ্রাবিড়কে। ২০০৪ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্রাবিড় ২৭০ রান করতে খেলেছিলেন ৪৯৫ বল।

ভারতীয় রেকর্ড গড়েছেন পূজারা, তবে বিশ্ব রেকর্ডটা কোনো দিন ভাঙবে কি না সন্দেহ। সেটি লেন হাটনের। ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওভাল টেস্টে তিনি খেলেছিলেন ৮৪৭ বলের এক ইনিংস, রান করেছিলেন ৩৬৪। রেকর্ডের বন্যা বয়ে গিয়েছিল ওই ম্যাচে। ওয়ালি হ্যামন্ডের ৩৩৬ রানের ইনিংসটাকে ছাড়িয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ডটাও ওই ম্যাচে নতুন করে গড়েছিলেন সেই সময় ২২ বছর বয়সী ইয়র্কশায়ার ওপেনার। হাটনের যে রেকর্ড টিকে ছিল পরের ২০ বছর, তারপর ১৯৫৮ সালে কিংস্টনে গ্যারি সোবার্সের সেই বিখ্যাত অপরাজিত ৩৬৫ রানের ইনিংস!

শুধু ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড নয়, হাটনের ব্যাটে চড়েই টেস্ট ক্রিকেটে দলীয় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডও গড়েছিল ইংল্যান্ড। ওভালে প্রথম ইনিংসেই করেছিল ৭ উইকেটে ৯০৩। ৫৯ বছর পর কলম্বোয় ভারতের বিপক্ষে ৬ উইকেটে ৯৫২ রান করে ওই রেকর্ড থেকে ইংল্যান্ডের নাম সরিয়ে দেয় শ্রীলঙ্কা।

যা-ই হোক, কথা হচ্ছিল টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি বলের ইনিংস নিয়ে। টেস্ট ইতিহাসে হাটন ছাড়া আর কেউ ইনিংসে ৮০০-এর বেশি বল খেলতে পারেননি। বলে রাখা ভালো, এই রেকর্ডটা শুধু বলের হিসাব আছে, এমন টেস্টগুলো বিবেচনায় নিয়ে।

দুই 'অপরাধী'কে ছাপিয়ে মেসি-মুগ্ধতা

ঢাকা, ২১ মার্চ : দুটি ছবি। ভিন্ন দুজন খেলোয়াড়ের–মুনির এল হাদ্দাদি ও আন্দ্রে গোমেস। কিন্তু ভঙ্গিটা একই। হাত উঁচিয়ে করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা। যেন অপরাধ করে ফেলেছেন! অপরাধটা কী? বর্তমান ক্লাবের হয়ে গোল করেছেন সাবেক ক্লাবের জালে।

হাদ্দাদি বার্সেলোনা থেকে এই মৌসুমে ধারে গেছেন ভ্যালেন্সিয়ায়। পরশু ভ্যালেন্সিয়ার জার্সিতেই ন্যু ক্যাম্পে খেললেন বার্সার বিপক্ষে। গোলও করলেন। নিজের 'প্যারেন্ট' ক্লাবের সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাওয়া সে কারণেই। গোমেস ধারে নয়, এই মৌসুমে একেবারেই ভ্যালেন্সিয়া ছেড়ে এসেছেন বার্সায়। কিন্তু পুরোনো ক্লাবের প্রতি ভালোবাসাটা এত তাড়াতাড়ি কী করে ভোলেন! গোলের পর উদ্যাপনে তাই উচ্ছ্বাস নয়, বরং হাত দুটি উঠে এল প্রথমে।

দুই 'অপরাধী'র গোলের রাতে সবচেয়ে উজ্জ্বল নামটা অবশ্য খুবই প্রত্যাশিত–লিওনেল মেসি! জোড়া গোল করেছেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড, তাতে পরশু ভ্যালেন্সিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে বার্সা। আন্তর্জাতিক বিরতির জন্য আপাতত দিন পনেরোর বিরতি পড়বে লিগে, তার আগে এই জয়ে শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধানটা ২ পয়েন্টে নামিয়ে আনল লুইস এনরিকের দল (২৮ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট)। রিয়াল অবশ্য ম্যাচ একটি কম খেলেছে।

পরশু আগের ম্যাচে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে রিয়াল জেতে ২-১ গোলে। লিগ শিরোপার আশা উজ্জ্বল রাখতে বার্সার জন্য ম্যাচটা জিততেই হতো। কিন্তু প্রথমার্ধ পর্যন্তও শঙ্কায় ছিলেন বার্সেলোনার সমর্থকেরা। ২৯ মিনিটে কর্নার থেকে এলিয়াকিম মাঙ্গালার হেডে এগিয়ে যায় ভ্যালেন্সিয়া, লুইস সুয়ারেজ ৬ মিনিট পর সমতায় ফেরান বার্সেলোনাকে। ৪৫ মিনিটে পেনা্ি থেকে মেসির গোলে আবার এগিয়ে যায় বার্সা, ১ মিনিট পরই আবার হাদ্দাদির 'অপরাধ'।

তবে 'গোলবিনিময়ের' মধ্যে আহত বেশি হলো ভ্যালেন্সিয়াই। ৪৫ মিনিটে মেসি যে পেনা্ি থেকে গোল করেন, সেটি এসেছিল বক্সে সুয়ারেজকে মাঙ্গালা ফাউল করায়। ওই ফাউলে লাল কার্ডও দেখেন ফ্রেঞ্চ ডিফেন্ডার। ১০ জনের দল নিয়ে আর দ্বিতীয়ার্ধে কুলিয়ে উঠতে পারল না ভ্যালেন্সিয়া। ৫২ মিনিটে মেসির গোলের পর ৮৯ মিনিটে গোমেসের গোল বার্সাকে এনে দেয় স্বস্তি।

৬ গোলের ম্যাচ, ঘরের মাঠে সর্বশেষ চার ম্যাচে বার্সার ২১ গোল–এসব ছাপিয়েও ম্যাচ শেষে বড় হয়ে উঠলেন মেসি। পুরো ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছেন, স্বভাবসুলভ ড্রিবলিংয়ে মুগ্ধ করেছেন। আর দুই গোলে গড়লেন দুটি রেকর্ডও। এ নিয়ে শততমবারের মতো বার্সেলোনার জার্সিতে ম্যাচে ২ গোল করেছেন। আর এই ২ গোলে মৌসুমে ৪১ গোল হলো তাঁর। এ নিয়ে টানা আট মৌসুমে ৪০ বা এর বেশি গোল করলেন মেসি।

ম্যাচ শেষে তাঁর প্রশংসাবৃষ্টি ঝরবে, সেটিই স্বাভাবিক। বার্সা ডিফেন্ডার পিকে যেমন বললেন, 'আমরা (বার্সেলোনার খেলোয়াড়েরা) ওকে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, এগুলো এখন স্বাভাবিকও মনে হয়। তবে ও যখন আর খেলবে না, তখন এমন কিছু আর কারও পক্ষে করা অনেক কঠিনই হবে।' কোচ এনরিকেও বললেন, 'মেসিকে খেলতে দেখা কত অসাধারণ একটা ব্যাপার! ও যা করেছে, সেটি অন্য কারও পক্ষে করা অসম্ভব। ও যখন চলে যাবে, ওকে অনেক বেশি মিস করব আমরা।'

বয়স মাত্র ২৯। মিস করতে শুরু করার আগে অন্তত আরও চার-পাঁচ বছর তো মুগ্ধ করতেই পারেন মেসি! এএফপি, গোলডটকম।

দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ উদ্বোধন এ মাসেই

দেশ ডেস্ক : ভারতের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথটির নির্মাণকাজ শেষ। এবার উদ্বোধনের পালা। চলতি মাসের শেষ দিকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর উদ্বোধন করতে পারেন। এ কথা বলেছেন চেনানি নাশিরি টানেলওয়ের নামে এ প্রকল্পটির পরিচালক জে এস রাঠোর। ইতোমধ্যে ওই সুড়ঙ্গপথে সফলভাবে পরীক্ষামূলক ট্রেন চলেছে। ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথটির অবস্থান জম্মুর উধমপুর জেলার চেনানি এলাকায়। এটি পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়ককে যুক্ত করেছে। প্রকল্পে প্রায় ছয় বছর লেগেছে। 'টুইন-টিউব' টানেলটি নির্মাণে তিন হাজার ৭২০ কোটির বেশি রুপি খরচ হয়েছে। এটি ২৮৬ কিলোমিটার লম্বা চার লেনের মহাসড়ক প্রকল্পের অংশ।

সুড়ঙ্গপথটি চালু হলে জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার কমবে। আর ভ্রমণের সময়ও বাঁচবে তিন-চার ঘণ্টা। এর ফলে নয়নাভিরাম উপত্যকায় যাতায়াত পর্যটকদের জন্য আরো সহজ হবে।

নিসার আহমদ নামের এক ট্রাকচালক এ সুড়ঙ্গপথের ভেতর দিয়ে প্রথম গাড়ি চালানোর সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি বেজায় খুশি।

ভারতে এ ধরনের দীর্ঘ ও বিশ্বমানের সুড়ঙ্গপথ এটিই প্রথম। এতে বাতাস চলাচল, আগুন নিয়ন্ত্রণ, সঙ্কেত, যোগাযোগ ও বিদ্যুৎব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলবে। প্রকল্প পরিচালক জে এস রাঠোর বলেছেন, গোটা সুড়ঙ্গপথে ৭৫ মিটার পরপর মোট ১২৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। টেলি যোগাযোগের ব্যবস্থাও থাকছে। এই সুড়ঙ্গপথে পাঁচ মিটারের বেশি উচ্চতার ভারী মালবাহী গাড়ি বা দাহ্য পদার্থ নিয়ে কোনো কনটেইনার প্রবেশ করতে পারবে না। সুড়ঙ্গপথে গাড়ির সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার। এই সুড়ঙ্গপথে আছে 'আপৎকালীন রাস্তাও'। ইন্টারনেট

জমির ক্ষতিপূরণে আস্ত ট্রেন!

দেশ ডেস্ক : ট্রেনের লাইন বসানোর জন্য জমি নিয়েছিল রেলওয়ে। কিন্তু যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি জমির মালিককে। তাই আদালতে মামলা করেন জমির মালিক। আদালতের আদেশের পরও রেলওয়ে অর্থ দিচ্ছিল না। এরপর অদ্ভুত এক রায়ে আদালত বলেছে, যে ট্রেনের জন্য লাইন বসানো হয়েছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওই কৃষককে সেই ট্রেন দিতে হবে।

ঘটনাটি ভারতের পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়। হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, ট্রেনের লাইন বসানোর জন্য পাঞ্জাবের লুধিয়ানার কাটনা গ্রামের কৃষক সম্পুরান সিংহের জমি নিয়েছিল রেলওয়ে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ না দেয়ায় আদালতে নালিশ করেন তিনি। কিন্তু আদালতের নির্দেশের পরেও রেলওয়ে ক্ষতিপূরণ দেয়নি। এরপর সম্পুরান সিং যান লুধিয়ানার অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা আদালতে। বিচারক জসপাল ভার্মা নির্দেশ দেন যে, স্বর্ণ শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওই কৃষককে দিয়ে দেয়া হোক। এ রায়ের পর সম্পুরান সিংহ এখন কার্যত এই ট্রেনটির মালিক।

স্বর্ণ শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনটি অমৃতসর এবং দিল্লির মধ্যে চলাচল করে। ইন্টারনেট।

হেলথ টিপস

পাইলস প্রতিরোধে করণীয়

দেশ ডেস্ক : মেডিক্যালের ভাষায় পাইলসকে হেমোরয়েড বলা হয়। এ রোগে আক্রান্ত হলে মলদ্বারের রক্তনালী ফুলে যায় এবং মলত্যাগের সময় রক্ত পড়ে। তরুণ ও বৃদ্ধরা সাধারণত পাইলসে আক্রান্ত হন বেশি। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই রোগ হওয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বে শতকরা চার থেকে পাঁচজনই এই রোগে আক্রান্ত। মলত্যাগে জটিলতা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে পাইলসে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। কারো কারো ক্ষেত্রে পাইলস বংশগত কারণেও হয়ে থাকে। এ ছাড়া স্থূলকায়, যকৃতের রোগী, বৃহদান্ত্রের প্রদাহজনিত কারণে, বৃহদান্ত্র ও মলাশয় ক্যান্সার ও মলদ্বারে অপারেশনের কারণে পাইলস হয়ে থাকে। মলত্যাগের সঙ্গে রক্ত পড়া পাইলসের প্রধান উপসর্গ। এ ছাড়া মলদ্বারে বাড়তি মাংস, চুলকানি, ভেজা ভেজা ভাব ও অস্বস্তি ইত্যাদি উপসর্গও থাকতে পারে। এই রোগ প্রতিরোধে খাবার-দাবারে সতর্ক থাকা এবং নিয়মিত শরীরচর্চা করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। সেই সাথে পান করতে হবে প্রচুর পানি এবং খেতে হবে তরলজাতীয় খাবার। খাদ্যতালিকায় অবশ্যই পর্যাপ্ত আঁশজাতীয় খাবার থাকতে হবে যেমন– শাকসবজি, ফল-ফলালি, ইসপগুলের ভুসি ইত্যাদি। মাছ-গোশত যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো। এ নিয়মগুলো মেনে চললে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ (মলদ্বারের মলম, ক্রিম, ডুশ, ওষুধ ইত্যাদি) ব্যবহার করলে শতকরা ৮০ ভাগ পাইলস বিনা অপারেশনেই সেরে যায়। তবে রোগটি জটিল আকার ধারণ করলে অবশ্যই সুচিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইন্টারনেট

হেলথ টিপস

ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটা ভালো

দেশ ডেস্ক : সকালে সবুজ ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুললে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে। ওজন কমাতে ও সুস্থ থাকতে হাঁটার কোনো বিকল্প নেই। খালি পায়ে হাঁটলে গোটা দেহের ভার পড়ে পায়ের ওপর। পায়ের রিফেক্সোলোজি জোন যেহেতু চোখের সাথেও যুক্ত, তাই এতে চোখের দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া চোখের স্বাস্থ্যের জন্য সবুজ রং খুবই উপকারী। খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস পায়ের জন্যও ভালো ব্যায়াম। এর ফলে পায়ের, পায়ের গোঁড়ালির ও পাতার শক্তি বৃদ্ধি পায়, পেশি মজবুত হয়, পায়ের রগ ও লিগামেন্টস মজবুত হয়। খালি পায়ে ঘাসের ওপর হাঁটলে কোনো কোনো আঘাত ও পিঠের সমস্যাও দূর হয়। সকালে খালি পায়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটলে মন শান্ত থাকে। সকালের পরিষ্কার বাতাস, মৃদু সূর্যের আলো ও সবুজ পরিবেশ সবকিছুই মনকে সুস্থ রাখার জন্য যথেষ্ট। এ সময় হাঁটলে বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্রহণ করা যায়, সূর্যের আলো দেহে ভিটামিন ডি জোগায় এবং শান্ত পরিবেশ মন ভালো করে দেয়। ভিটামিন ডি দেহের হাড় মজবুত করে এবং হাড়ের সমস্যা দূর করে। তাই সবারই উচিত সকালে ঘুম থেকে ওঠে খালি পায়ে ঘাসের ওপর কিছুণ হাঁটার অভ্যাস গড়ে তোলা।

মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে ফিরল কার্গোযান

দেশ ডেস্ক : আবার ব্যবহারযোগ্য স্পেসএক্সের কার্গোযান নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরেছে। এটি রোববার প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করে। এর মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (আইএসএস) নভোচারীদের কাছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ মিশন শেষ হলো। কোম্পানি এ কথা জানিয়েছে।

ড্রাগন ক্যাপসুল নামে এ কার্গোযানে করে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি নাসার নভোচারীদের জন্য দুই মেট্রিক টনেরও বেশি খাদ্যসামগ্রী এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের পর প্রায় এক মাস ধরে এটি মহাকাশ কেন্দ্রে ভেড়ানো অবস্থায় ছিল।

যানটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র ছেড়ে আসার আগে মহাকাশের মাইক্রোগ্রেভিটি অবস্থার ব্যাপারে চালানো পরীক্ষার গবেষণা নমুনা এবং নষ্ট পুরনো যন্ত্রপাতি এ কার্গো যানে তুলে দেন নভোচারীরা। এসবের ওজন ছিল প্রায় চার শ' পাউন্ড।

গ্রিনিচ মান সময় ০৯০০ টায় যানটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র থেকে রওনা হয়ে গ্রিনিচ সময় ১৬০০টার কিছু সময় আগে এটি মেক্সিকো উপকূলে অবতরণ করে। ফরাসি নভোচারী থমাস পাসকুয়েট টুইটারে এক বার্তায় কার্গো যান ড্রাগনকে আজ তাদের বিদায় জানানোর কথা জানিয়েছেন। গত নভেম্বরে মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছানো ছয় নভোচারীর একজন ছিলেন তিনি। ইন্টারনেট।

পকেটে রাখা সেলফোনে আগুন

দেশ ডেস্ক : বেশ খোশমেজাজেই শপিং করছিলেন। হঠাৎ পকেটে রাখা সেলফোনে আগুন ধরে গেল। হতচকিত হয়ে গিয়ে প্যান্টই খুলে ফেললেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। তিনি নিজে তো বিড়ম্বনার মুখে পড়লেনই, সেখানে থাকা বাকিরাও অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন।

এই ঘটনাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুয়ালাপ শহরে। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, ওই ব্যক্তি প্যান্ট খুলে ফেলে কোমরে জ্যাকেট জড়িয়ে নেন। এই ঘটনায় সবাই অবাক হয়ে যান। এরপরই দেখা যায়, ওই ব্যক্তির প্যান্ট থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

যে দোকানে শপিং করতে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি, সেখানকার এক কর্মীই সেলফোনের আগুন নেভান। তিনি বলেছেন, সেলফোনটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। এমনকি, মেঝেতে দাগও হয়ে গিয়েছে। দোকান থেকে ওই ব্যক্তিকে একটি প্যান্ট দেয়া হয়। সেটা পরেই তিনি বাড়ি ফেরেন। সেলফোনটি পুড়ে গেলেও, তিনি অক্ষত আছেন। ইন্টারনেট।

সূর্য খুঁজবে ভিনগ্রহ!

দেশ ডেস্ক : সূর্যকে দিয়ে মহাকাশে ভিনগ্রহ খোঁজাবে নাসা। এতে কাজে লাগানো হবে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকেও। নতুন টেলিস্কোপ বানাতে এবার একই সঙ্গে সূর্য ও আইনস্টাইনকে কাজে লাগাতে চায় নাসা। যাতে দ্রুততম সময়ে প্রাণ খুঁজে পাওয়া যায় এই সৌরমণ্ডলের বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ভিনগ্রহে (এক্সট্রা-সোলার প্লানেটস বা এক্সোপ্ল্যানেটস)। গত সপ্তাহে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির বৈঠকে নাসার পক্ষ থেকে 'প্ল্যানেটারি সায়েন্স ভিশন ২০৫০' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এটি তৈরি করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী লিওন অ্যালকালাইয়ের নেতৃত্বে নাসার জেট প্রোপালসান ল্যাবরেটরির (জেপিএল) একদল গবেষক।

আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সদস্য অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যানেটারি সায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বিষ্ণু রেড্ডি জানান, নাসার ওই প্রতিবেদনে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে- পৃথিবী থেকে প্লুটো যতটা দূরে রয়েছে, তার ১৪ গুণেরও বেশি দূরত্বে বসানো হোক ওই টেলিস্কোপ। তার মানে, সৌরমণ্ডলের সীমানা পেরিয়ে সেই টেলিস্কোপ বসানো হবে আন্তর্নক্ষত্রমণ্ডল বা ইন্টারস্টেলার ক্লাউডে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের স্কেলে এটি ৫৫০ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা এইউ (পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বকে ধরা হয় এক অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট)। সেই অসম্ভব রকমের শক্তিশালী টেলিস্কোপের ম্যাগনিফাইং লেন্সটা হবে সূর্য। ওই সূর্যের 'চোখ' দিয়েই ব্রহ্মাণ্ডের একটা অংশে খোঁজা হবে ভিনগ্রহ। জানার চেষ্টা হবে কতটা উত্তপ্ত সেই ভিনগ্রহগুলোর ভূপৃষ্ঠ (সারফেস টেম্পারেচার)। কতটা বাসযোগ্য সেগুলোর বায়ুমণ্ডল (হ্যাবিটেব্ল অ্যাটমস্ফিয়ার)। বহুদিন আগে সূর্যকে দিয়ে ভিনগ্রহ খোঁজার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ইতালির জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লদিয়ো ম্যাকোনে।

ঘটনা হলো, এ অভিনব টেলিস্কোপ বানাতে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কাছে ফিরে যেত হচ্ছে নাসাকে। আজ থেকে ১০০ বছর আগে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইন বলেছিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে বেড়ানো আলোর 'রুট'টাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে দিতে পারে যে কোনো মহাজাগতিক বস্তুর অভিকর্ষ ক্ষেত্র। যত ভারী হবে সেই মহাজাগতিক বস্তু, তত বেশি করে তা বাঁকিয়ে-চুরিয়ে দেবে ব্রহ্মাণ্ডে ছুটে বেড়ানো আলোকে। সেই কাজের জন্য সূর্যই সবচাইতে উপযোগী। এ টেলিস্কোপ দিয়ে 'গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং' পদ্ধতিতে খোঁজা হবে নতুন ভিনগ্রহ।

মুম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের (টিআইএফআর) জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক দেবেন্দ্র ওঝা জানান, সূর্যের ভর বেশি বলে এর অভিকর্ষ ক্ষেত্রও খুব জোরালো। সেই জোরালো অভিকর্ষ বল তার আশপাশের স্পেস-টাইমকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে দেয় অনেকটাই। এর ফলে, ব্রহ্মাণ্ডের সুদূরতম প্রান্ত থেকে ছুটে আসা আলো সেই বাঁকানো-চোরানো স্পেস-টাইম বা স্থান-কালের কাছে এসে প্রতিসৃত হয়ে আরও বেশি করে সরে আসবে সূর্যের কাছে। ফলে, যে উৎস থেকে বেরিয়ে বা যে মহাজাগতিক বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে সে আলোটা আসছে, তাকে দেখাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। অনেক স্পষ্টতর হবে। মিলবে ভিনগ্রহের সন্ধান। আনন্দবাজার পত্রিকা।

মাছের জন্য হুইল চেয়ার!

দেশ ডেস্ক : অসুস্থ মাছের জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করেছেন অ্যাকুরিয়ামের এক কর্মী। আর সেই ছবি ইন্টারনেটে পোস্ট করেছেন টেইলর ডিন নামে এক যুবক। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মাছটি একটি হুইল চেয়ারে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এই দৃশ্য দেখে পাগল হয়ে গেছে ইন্টারনেট বিশ্ব।

হুইল চেয়ার নির্মাতা ডেরেক স্থানীয় একটি অ্যাকুরিয়ামের দোকানে কাজ করেন। সম্প্রতি তাদের এক ক্রেতা একটি গোল্ডফিশ আনেন যেটি সুইম ব্লাডার ডিজিজে ভুগছিল। এটা এমন এক অবস্থা যার কারণে মাছ পানিতে ভেসে থাকার নিয়ন্ত্রণ হারায়। এমনিতেই মাছের খাবার ও পানি পরিবর্তনের মাধ্যমে এ সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে। কিন্তু ডেরেক গোল্ডফিশটির জন্য নতুন কিছু করতে চেয়েছিলেন। সেই চিন্তা থেকেই এ উদ্ভাবন।

বাজফিডকে ডেরেক জানান, আমি কিছু চিকন টিউব জোগাড় করলাম যার মধ্য দিয়ে বাতাস যাওয়া আসা করতে পারে। এগুলো সাধারণত মানুষ তাদের ট্যাঙ্কের চার পাশে দিয়ে রাখে। এগুলো মাছটির দেহে পেঁচিয়ে দিলাম। তার দেহের নিচে দিলাম কিছু ভাল্ব। এটি একটি চেয়ারের মতো কাজ করল। তারপর ওই চেয়ারে হালকা ওজন চাপিয়ে দিলাম। আর ভেসে থাকার জন্য ওপরে দিলাম স্টাইরোফোম। জিনিসটি দারুণভাবে কাজ করতে শুরু করল। এই হুইল চেয়ারে করে সাঁতার কাটতে শুরু করল গোল্ডফিশ। ইন্টারনেট।

ভেঙে ফেলতে বিল্ডিং ক্রয়!

দেশ ডেস্ক : ফ্ল্যাট-বাড়ি কেনা হয় সেখানে থাকার জন্য, কিন্তু এমন কখনো শুনেছেন যে কেউ কয়েক শ' কোটি টাকা খরচ করে বাড়ি কিনেছে সেটা ভেঙে ফেলার জন্য!

ভারতের বিলিয়নিয়র রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালা দক্ষিণ মুম্বাইয়ের মালাবার হিলের এক অভিজাত এলাকায় একটা নিজস্ব বাংলো বানানোর জন্য ৩৭১ কোটি টাকা খরচ করে ১২টি ফ্ল্যাটের আস্তা একটি কমপ্লেক্সই কিনে ফেলেছেন। সেগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে ঠিক ওই জায়গাতেই সাধের বাংলো বানাবেন তিনি। মুকেশ অম্বানি, জিন্দল, গোদরেজের মতো হাই-প্রোফাইল ব্যক্তিরাও কোটি কোটি টাকায় ফ্ল্যাট কিনেছেন। তবে শুধু ভেঙে ফেলার জন্য এত টাকা খরচ করে ফ্ল্যাট কেনার ঘটনা নজিরবিহীন।

বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন সূত্রে খবর, ইতোমধ্যে অনুমতি চেয়ে ঝুনঝুনওয়ালা এবং তার স্ত্রী রেখার সই করা নথি করপোরেশনের কাছে পৌঁছেছে। বাংলোর নকশা কেমন হবে তাও পাঠানো হয়েছে। নকশা অনুযায়ী, চার হাজার ১৭৩ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে ৪৭.৪ মিটার উঁচু হবে বাংলোটা।

নদীর আইনগত অধিকার!

দেশ ডেস্ক : নিউজিল্যান্ডের এক নদীকে বিশ্বে প্রথমবারের মতো মানুষের সমান আইনগত অধিকার দেয়া হচ্ছে। এ যেন নদীর 'মানবাধিকার' দেয়া আর কী! এমনকি নিউজিল্যান্ডের সংসদে একটি বিল পাস হয়েছে যেখানে হোয়াংগানুই নদীকে জীবিত সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

নিউজিল্যান্ডের প্রধান জাতিসত্তা মাওরিরা হোয়াংগানুই নদীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে দেখে থাকেন। এখন এ নদীর স্বার্থ দেখার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হয়েছে দু'জন মানুষের ওপর। নিউজিল্যান্ডের একজন মন্ত্রী ক্রিস ফিনলেসন বলছেন, মাওরিরা এ অধিকারটুকুর জন্য ১৬০ বছর ধরে লড়াই করেছে।

ক্রিস ফিনলেসন বলেন, আমি জানি একটা প্রাকৃতিক সম্পদকে আইনগত অধিকার দেয়ার ঘটনা অনেকের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হতে পারে, তবে পারিবারিক ট্রাস্ট, কিংবা কোনো কোম্পানি বা ইনকরপোরেটেড সমিতিগুলোর চেয়ে এটি ভিন্ন কিছু না।

হেলথ টিপস : লো ব্লাড প্রেসার হলে

দেশ ডেস্ক : অনেকেই লো ব্লাড প্রেসার বা হাইপারটেনশনে ভোগেন। ব্লাড প্রেসার মাপার পর যদি দেখা যায় রিডিং ৯০/৬০ বা তার কম তাহলে লো ব্লাড প্রেসার আছে বলে ধরে নেয়া যায়। শুধু হাই ব্লাড প্রেসারই নয়, লো ব্লাড প্রেসার হলেও অনেক ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। যেমন, এ সময় মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয়, মাথা ঘোরে। লো ব্লাড প্রেসার থাকলে বেশ কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলেই যথেষ্ট। ধীরে ধীরে প্রেসার স্বাভাবিক পর্যায়ে উঠবে। যেমন– সারা দিনের খাবারে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি লবণ (২ থেকে ৩ মিলিগ্রাম) খাওয়া যেতে পারে। যারা লো ব্লাড প্রেসারে ভুগছেন, তাদের জাঙ্কফুড বা প্রক্রিয়াজাত ও উচ্চ কার্বহাইড্রেটযুক্ত খাবার কম খাওয়াই ভালো। এ সময় গরম পানিতে গোসল না করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গোসল করতে পারলে ভালো। এতে প্রেসার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। লো ব্লাড প্রেসার এড়াতে অনেক খাবার একসাথে না খেয়ে অল্প অল্প করে কয়েকবার খাবার খাওয়া উচিত। কিছুক্ষণ পায়ে মোজা পরে থাকলেও ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে এটা করতে হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ইন্টারনেট।

আরেকটি মহাযুদ্ধ কি অত্যাসন্ন?

মুহা. রুহুল আমীন

আবারো মহাযুদ্ধের দামামা বাজছে ইউরোপে। ১৬১৮ সালে শুরু হওয়া ত্রিশ বছরের যুদ্ধ, সপ্তদশ শতাব্দীর ভুবন কাঁপানো নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ, ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ এবং সর্বোপরি ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বসমাজকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, বিশ্বশান্তি ও প্রগতি সবসময়ই ব্যাহত হয়েছে ইউরোপের মাটিতে। ইউরোপের দ্বারা এবং ইউরোপের অধিবাসীদের দ্বারা। সভ্যতা নিয়ে বড়াই করার অধিকার হারিয়েছে তারা ঐতিহাসিকভাবে। বর্তমান সময়ে আবারো একটি মহাযুদ্ধের দিকে ধাবিতে হচ্ছে পৃথিবী। ব্রিটেনের ব্রেক্সিট ভোট এবং যুক্তরাষ্ট্রের উগ্রজাতীয়তাবাদী ও একনায়ক ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনের পর বিশ্ববাসীকে সেই ধ্বংসাত্মক জাতীয়তাবাদের গন্ধ বিকীর্ণ করছে পাশ্চাত্য রাজনীতির রন্ধ্র থেকে। এখনো যদি আন্তর্জাতিক সমাজ সতর্ক না হয়, তা হলে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে সৃজিতপ্রায় এ মহা অস্থিরতা অচিরেই আরেকটি মহাযুদ্ধের জন্ম দেবে এবং পৃথিবী চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্বেকার অবস্থা কি কারো মনে আছে? তদানীন্তন ইউরোপীয় শক্তিগুলোর নোংরা অস্ত্রায়ন প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের লড়াই ছিল এ যুদ্ধের অন্যতম কারণ। পূর্বেকার নেপোলিয়নীয় যুদ্ধও ছিল সামরিক সৌর্য ও রাজনৈতিক স্বার্থপ্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা। ১৬১৮ সালের ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধও ছিল ইউরোপের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির লড়াই এবং উন্মত্ত প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জার্মান ফুরার হিটলার ও ইতালির জাতীয়তাবাদী মুসোলিনির বিপক্ষে বিবদমান ইউরোপীয় স্বার্থগোষ্ঠী এবং তাদের জাতভাই যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত স্বার্থরক্ষার আন্দোলনের ফল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ঘটে যাওয়া গত ৫০০ বছরের এ সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ-দ্বন্দ্বের ইতিহাস থেকে অনুধাবন করা যায়, কীভাবে ইউরোপীয় বর্বরতা মানবজাতির ওপর যুদ্ধ ও ধ্বংসের অভিশাপ চাপিয়ে দিয়েছে এবং এখনো বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ইউরোপ ও নব্য আমেরিকা বিশ্বসমাজের সুখের নিঃশ্বাস কেড়ে নিচ্ছে।

গত ১৮ মার্চ বিবিসির খবর থেকে জানা যায় যে, ন্যাটো অঞ্চলের সীমান্তে প্রতিরক্ষা জোরদার করতে ব্রিটিশ সেনাদের প্রথম দলটি বা্ ক দেশ এস্তোনিয়ায় পৌঁছেছে। অক্সফোর্ড শায়ারের রয়াল এয়ার ফোর্স (আরএএফ) ঘাঁটি থেকে ১২০ জন সৈন্যের এ বহর এস্তোনিয়ার উদ্দেশ্যে বিমানে ওঠে। আগামী এপ্রিল মাসেই এস্তোনিয়ায় ব্রিটিশ সেনাদের সদর দপ্তর স্থাপিত হবে এবং সেখানে আরো ৭০০ সৈন্য গিয়ে মোট ৮০০ সৈন্যের সমভিব্যহারে এ দপ্তর সুসজ্জিত হবে। স্নায়ুযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের কোনো দেশে যুক্তরাজ্য এই প্রথম এত বেশি সৈন্য মোতায়েন করেছে বলে খবরে বলা হয়েছে। জার্মানি থেকে ফেরিতে তোলা হয়েছে ব্রিটিশ চ্যালেঞ্জার-২ ট্যাংক, এএস-৯০ স্বচালিত অস্ত্র ও সাঁজোয়া যান এবং মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে (২০১৭) সেগুলো এস্তোনিয়া পৌঁছাবে।

অত্রাঞ্চলে সামরিক সক্ষমতা বাড়াচ্ছে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোও। ২০১৪ সালে ইউক্রেন সংঘাতের সূত্র ধরে তার কাছ থেকে রাশিয়া নিজের সঙ্গে ক্রিমিয়াকে যুক্ত করে নেওয়ার পর থেকে অত্রাঞ্চলে স্বার্থ ও প্রভুত্ব রক্ষায় ইউরোপীয় দেশগুলো সামরিক প্রতিযোগিতায় প্রমত্ত খেলায় মেতে ওঠে। লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া–এ তিনটি বা্ ক রাজ্যসহ পোল্যান্ডে তারা সৈন্য প্রেরণ করতে থাকে। পাঠক নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণ যুগান্তকারী ঘটনা ছিল, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি নির্ধারকও ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে জাতীয়তাবাদী ট্রাম্প ন্যাটো জোটের মনে বেশ অবিশ্বাস ও সংশয়ের জন্ম দিলে অত্রাঞ্চলে ইউরোপীয় স্বার্থবাদী রাষ্ট্রগুলো চিন্তিত হয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় চাঙ্গা হয়ে উঠছে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া, ভারত-পাকিস্তান, আরব-ইসরাইল ও কোরিয়াসহ অন্যান্য বিশ্ব বিবাদসমূহ। আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ, মধ্যপ্রাচ্যের শরণার্থী সংকট, এবং বৈশ্বিক জলবায়ু ইস্যুর মতো বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংকটগুলো অবজ্ঞা করে পাশ্চাত্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো কেবল হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে সামরিক প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত হয়ে বিশ্বকে আরেকটি মহাযুদ্ধের কিনারায় ঠেলে দিচ্ছে বলে অনুমিত হচ্ছে। যদিও বলা হচ্ছে যে, রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন এবং ন্যাটোর পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তের মিত্র রাষ্ট্রদের আশ্বস্ত করতে এ সামরিক প্রস্তুতি চলছে; কিন্তু এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বৈশ্বিক, যা বিশ্বযুদ্ধের হুমকি তৈরি করছে প্রতিনিয়ত।

হিটলারের পর জার্মানি সামরিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখলেও এখন দেশটি পুনরায় সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উন্মত্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ট্রাম্প ন্যাটো জোটকে সামরিক ব্যয় বাড়ানোর আহ্বান জানালে জার্মানি সেই সুযোগ তার সামরিক নিরপেক্ষতায় দেয়াল ভাঙতে শুরু করে। 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট' এবং 'ফরেন পলিসি' পত্রিকা দুটি দাবি করেছে যে, ট্রাম্পের নির্বাচনের পর বৈশ্বিক স্বার্থসিদ্ধিতে যাতে জার্মানি বঞ্চিত না হয়, সে কারণে দেশটি সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে উঠে-পড়ে লেগেছে। রুশ সীমান্তের কাছে এবং লিথুনিয়ায় জার্মানির সৈন্য সমাবেশ লক্ষণীয় মাত্রায় বাড়তে শুরু করেছে। ২০টি সাঁজোয়া যান, ছয়টি ট্যাংক, ১২টি বক্সার সাঁজোয়া যান ইতোপূর্বে পাঠানো হয়েছে। ন্যাটো জোট জার্মানির এ অভিযানকে জার্মানির 'সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী সামরিক অভিযান' হিসেবে বর্ণনা করেছে। লিথুনিয়াসহ বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড এবং নরওয়েতেও জার্মান সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক এক জরিপের মতে, ৫৫ শতাংশ জার্মান সামরিক ব্যয় বাড়ানোর বিপক্ষে থাকলেও ৪২ শতংশ পক্ষে ভোট দিয়েছে। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী ২ শতাংশ সামরিক ব্যয় বাড়ানোয় রাজি হয়েছে জার্মানি এবং ২০১৬ সালেই দেশটি সামরিক বাজেট ১.২ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে এবং ২০২৪ সালের মধ্যে জার্মানির সামরিক বাহিনীর সংখ্যা দুই লাখে উন্নীত করা হবে বলে দেশটি পরিকল্পনা করেছে। গত বছরের জুন নাগাদ জার্মানির সামরিক বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬৬ হাজার ৫০০ এবং গত ২৬ বছর ধরে কমানো সামরিক বাজেট তারা সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। ওয়াশিংটন পোস্ট এবং আরটির বিশ্লেষণে জার্মানির ক্রমবর্ধমান সামরিক আগ্রাসনের বিষয়টি উঠে এসেছে।

ইউরোপে প্রভাব বলয় বিস্তারের যুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ন্যাটো জোটের ব্যাপারে ট্রাম্পের পরিবর্তিত নীতির কারণে লিথুয়ানিয়াসহ বা্ জ রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তাহীনতার শিকার হলে জার্মানি আক্রমণে প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সৈন্য সমাবেশ করছে বলে ধারণা করা যায়। দীর্ঘদিন রুশ বলয়ে থাকা লিথুয়ানিয়া এখন শক্তিশালী জার্মানির দিকে ঝুঁকছে।

বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান প্রচারিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ মানবিক সংকটে পতিত হয়েছে এখনকার পৃথিবী। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা জানিয়েছে, ইয়েমেন, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ সুদান, সোমালিয়ায় কমপক্ষে ২ কোটির বেশি মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। উন্নত ধনী দেশের শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক জলবায়ু সমস্যার কারণে আফ্রিকাসহ অন্যত্র খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। সিরিয়াসহ আফ্রো-এশীয় আরব রাষ্ট্রগুলোর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে গিয়ে নানামুখী ভোগান্তির শিকার হচ্ছে, শরণার্থী সমস্যাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ অসনাতনী নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করেছে। গত এক বছরে আফ্রিকার চার কোটির চেয়ে বেশি মানুষ খাদ্য সংকটে দিন কাটাচ্ছেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান স্টিফেন ও ব্রায়ান এ সকলকে ১৯৫৫ সালের পর পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক সংকট হিসেবে অভিহিত করেছেন।

উপযুক্ত বর্ণনা থেকে আমরা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার প্রতি সনাতনী এবং অসনাতনী দু'ধরনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে দেখছি এবং তা আস্তে আস্তে মহাযুদ্ধের করাল থাবায় বিস্তৃতির দিকে পৃথিবীকে নিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ জাত এ নিরাপত্তা হুমকি বহুমুখী এবং ইউরোপ আমেরিকার শক্তিমান রাষ্ট্রগুলোর বহুমুখী স্বার্থ আদায়ের প্রচেষ্টার ফল হিসেবে সে হুমকিগুলো গ্রন্থিত হচ্ছে।

ইউরোপের ভূমি থেকে অতি দ্রুত যে মহাযুদ্ধের মহড়া শুরু হতে যাচ্ছে তা বোঝা যায় তুরস্ক ও ইউরোপের মধ্যকার সাম্প্রতিক বাকযুদ্ধ ও হটকারী বক্তব্য আদান প্রদানের মধ্যে। তুরস্কের সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটের আগে তুরস্ক সরকারের নির্বাচনী প্রচারণায় কূটনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে জার্মানি ও নেদারল্যান্ড যুদ্ধংদেহী আচরণ প্রকাশ করেছে। একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কূটনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি মোটেই কাম্য ছিল না। এর প্রেক্ষিতে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ১৯৯৫ সালে বলকান যুদ্ধের সময় বসনিয়ার সেব্রেনিৎসা গ্রামের আট হাজার মুসলিমকে হত্যার জন্য নেদারল্যান্ডসকে দায়ী করে জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন। বিবিসির ১৭ মার্চের খবরে ইইউ ও নেদারল্যান্ডস এরদোয়ানের বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে।

উল্লেখ্য, সেব্রেনিৎসা হত্যাযজ্ঞের জন্য জাতিসংঘ ট্রাইব্যুনালে সার্বদের বিচার চললেও ঘটনাটি নেদারল্যান্ডসের জন্য কাঁচা ঘায়ের মতো, যাতে নুনের ছিটা দিলেন এরদোয়ান। ঐ গণহত্যার দায় স্বীকার করে ২০০২ সালে নেদারল্যান্ডসের সরকার পদত্যাগ করে। কারণ ঐ গ্রামে ১১০ জন ডাচ সৈন্য হালকা অস্ত্র নিয়ে পাহারারত ছিলেন এবং তারা সেব্রেনিৎসা হত্যার বিরুদ্ধে কোনো রকম পাহারা না দিয়ে সার্বদের হত্যাযজ্ঞে সহায়তা করেছে বলে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। তুরস্ক সরকার নেদারল্যান্ডসের সাম্প্রতিক কূটনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকে নাসি আচরণ হিসেবে অভিহিত করেছে। তবে সবচেয়ে মারাত্মক যুদ্ধাবস্থার ইমেজ দেখাচ্ছে গত ১৭ তারিখে তুর্কি প্রেসিডেন্টের এক মন্তব্যে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, ইইউ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করেছে। তিনি বলেছেন, ইউরোপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে।

জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসে তুরস্কের অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের প্রচার চালানোয় কূটনৈতিক বাধা দেওয়ার ঘটনাকে এরদোয়ান ক্রস ও অর্ধচন্দ্রের মধ্যকার যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করছেন। বস্তুত ইউরোপের মহাযুদ্ধের অশনিসংকেত দেখাচ্ছে এ সকল ঘটনাগুলো।

ইউরোপ হতে সৃষ্টিত সম্ভাব্য মহাযুদ্ধের আরেকটি প্রাকচিত্র উদ্ভাসিত হচ্ছে ফিলিস্তিন ইসরাইলের দ্বন্দ্ব নিয়ে জাতিসংঘের পক্ষপাতমূলক ভূমিকার প্রেক্ষিতে। ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরাইলের অমানবিক অত্যাচারের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিষদের অধীনে তৈরিকৃত একটি রিপোর্টে ইসরাইলকে গণহত্যাকারী রাষ্ট্র হিসেবে চি্ ত করা হয়েছে। ঐ রিপোর্টটিকে প্রকাশ না করতে মহাসচিব উপযাচক হয়ে কমিশন প্রধানকে চাপ দিয়েছেন। ফলে তিনি পদত্যাগ করে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের প্রতি জাতিসংঘ তথা ইউরোপ ও আমেরিকায় বৈরী মনোভাবের প্রমাণ তৈরি করেছেন। অপর দিকে, মিয়ানমারে সংঘটিত বৌদ্ধ মৌলবাদী ও সরকারের অমানবিক নির্যাতনের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘে উত্থাপিত একটি সাম্প্রতিক নির্যাতনের প্রস্তাবে ভেটো দিয়ে চীন ও রাশিয়া বিশ্ব মুসলিমদের হৃদয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

সবকিছু মিলে পৃথিবী এখন যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মোহনায়। বিশ্ব সমাজ দায়িত্ব নিয়ে যদি বৈশ্বিক নিরাপত্তা হুমকিগুলোকে মোকাবিলা না করে তাহলে ইউরোপ থেকে সৃজিত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা হুমকিগুলো বিস্ফোরিত হয়ে মহাযুদ্ধের রূপ গ্রহণ করতে পারে। সেই মহাযুদ্ধের আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার কবজ পরতে হবে এখন এবং এখনই।

লেখক : প্রফেসর, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ওরা মায়ের জাত

কে জি মোস্তফা

আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দু'টি সন্তান। দু'টিই কন্যা। মিসেস পেশায় শিক্ষক। মেয়ে দু'টিকে যথোপযুক্ত শিক্ষায় গড়ে তুলতে পেরেছেন তারা। মেয়ে দু'টি এখন প্রবাসে। একজন জাপানে, অপরজন নিউ ইয়র্কে। দুই গোলার্ধের দুই প্রান্ত। স্বস্তি ও সচ্ছলতায় এদের দাম্পত্য জীবন।

কিন্তু সন্তান দু'টি মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হতো? একটা প্রশ্ন হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়!

বস্তুত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই মনে করেন, সুন্দর করে স্বামী-ছেলে নিয়ে সংসার করাই মেয়েদের প্রাথমিক কর্তব্য। ছেলেরা আশা করে, স্ত্রীরা শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি কর্তব্যগুলো পালন করুক। কিন্তু যৌথ পরিবার– যেখানে 'কন্ট্রোল ফ্রিক' শাশুড়ি, অপর দিকে নিপীড়িত বা নিপীড়ক গৃহবধূ, মাঝখানে যাঁতাকলে পড়া ছেলেটি হয় মা, নয় বউয়ের দ্বন্দ্বে দিশেহারা।

অন্য দিকে অশিক্ষার অন্ধকারে সংসার খাঁচায় আবদ্ধ নারী স্বাধীনতার 'স'-ও জানে না। ইদানীং পরিবার মানেই সংসার-সন্তান বনাম পেশার দায়িত্ব। কেউ কেউ সেই মেয়েদের পক্ষে, যারা পরিবার আর কাজ, ঘর আর বাইরের সুষম সমন্বয় করতে পারে। যদিও পরিবারের এক নম্বর শত্রু বিশ্বায়নের চাপ, পাশ্চাত্য ছকের কর্মসংস্কৃতি। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'আঠা দিয়ে জোড়া দেয়া' সংসার চলছে, চলবে।

৮ মার্চ বিশ্ব নারীদিবস পালিত হলো। নারী উন্নয়নের বিশেষ কার্যক্রম পালনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। মেয়েদের অবস্থা, নারী নির্যাতন, নারীকেন্দ্রিক আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীর স্বাধীনতা, নারীদের চিন্তা-চেতনার জগৎ, কর্মক্ষেত্রে নারী, প্রতিবাদী নারী, প্রকাশ্য জনজীবনে নারী, নারীর বিষয়াধিকার ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে এ দিবসের কর্মসূচি।

বলা বাহুল্য, এ দেশে নবাব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, বেগম রোকেয়া প্রমুখ নেত্রী মেয়েদের দুঃখ-বেদনার কথা, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতার বিষয়, পোশাকপরিচ্ছদ, প্রচলিত কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটেই এ দেশে নারী জাগরণের শুরু। রক্ষণশীলতার পাশাপাশি প্রগতিশীলতার ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। সে সময় নারীর অবস্থান কোথায় ছিল, আজ বিবর্তনের কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে, লক্ষ্যে পৌঁছতেই বা কত বাকি!

অধুনা নারীবাদী আন্দোলনে যে গূঢ় কথাটি বলা হচ্ছে, তা হলো– পুরুষেরা নাগরিক হিসেবে যে মর্যাদা পাচ্ছে, নারী তা পায় না। কিন্তু পাওয়া উচিত। কোনো বিপ্লব, কোনো সংবিধান, কোনো আইন নারীর পক্ষে টুঁ-শব্দটি করেনি। নারীকে আদৌ 'মানুষ' ভাবার মতো মন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরও ছিল না।

কিন্তু সমতা ও সততায় বিশ্বাসী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মধ্যযুগের মুসলিম পণ্ডিত থেকে আধুনিক মুসলিম নারীবাদীদের এ বিষয়ে চিন্তাধারা আজো অব্যাহত।

বর্তমানে ইন্টারনেট প্রচলিত হওয়ায় নতুন ধরনের মুসলিম পরিমণ্ডল গঠিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে মানবাধিকারের বোধ প্রসারিত হতে হতে নারীদের আরো অধিকার সচেতন করে তুলেছে। নারীরা পাচ্ছেন বৃহত্তর দুনিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ। উল্লেখ্য, ফ্রান্সে মুসলিম মহিলা নেত্রী মেরি আইমি হেলি লুকাস 'উইমেন লিভিং আন্ডার মুসলিম লজ' নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছেন। ১৯৯০ সালে এই সংগঠন 'নারী ও আইন' বিষয়ে একটি কর্মশালা পরিচালনা করে। গোঁড়া ইসলামপন্থীদের প্রভাব হ্রাস করাই ছিল সেই কর্মশালার উদ্দেশ্য।

মেয়েরা যে মায়ের জাতের বাইরেও একটি জাত, সে জাতের নাম মানুষ জাত। নারীবাদীদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব, নারীর সেই অধিকার বাঁচিয়ে রাখা।

বলা বাহুল্য, পশ্চিমা অপসংস্কৃতি আজ সর্বগ্রাসী। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সাঁতার কাটছেন পৃথিবীর নারী। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা যেন নগ্নতা আর নগ্নতা। অবক্ষয়ের জন্য যদিও পরিবার-পরিবেশ এবং কিছু বিত্তবান সমাজই দায়ী। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, সচ্ছল, সুযোগ-সুবিধা পাওয়া কিছু নারী কী ভয়ঙ্করভাবেই না ভুলে যান বেশির ভাগ নারীর কথা। বেশির ভাগ নারীই বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিরক্ষর, নির্যাতিত, অবহেলিত আর অসম্মানিত।

আরেকটি বিষয় 'প্রেম'। অধুনা প্রেম যেন কাঁচা আবেগের এক সঞ্জীবনী ওম। পরিবারের সুলক্ষণা মেয়েটি কখন হারিয়ে ফেলে নিজের পরিচয়। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে একদা যে দেখত সীমাহীন নীল আকাশ, পেত জুঁইয়ের সুবাস, চোখে যার মেলে ধরত গোলাপ, থিরথির কেঁপে উঠত সবুজ পাতা, অঙ্গে রজনীগন্ধার শিহরণ– সেই মেয়েটি কেন যে আর তেমন থাকে না। থাকে না তার কুমারী বুকের নিটোল স্বপন, হৃদয়ের মাতাল আবেগ, বিশ্রামবিহীন এলোমেলো চিন্তা। সেসব তরুণী আসলে উন্মাদ, যারা না জেনেশুনেই হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয় আপন আত্মা। এলোমেলো বোনে ভালোবাসার পবিত্র বীজ।

'আনন্দদেবী' ক্লিওপেট্রা কী কারণে হত্যা করত পূর্ব রাতের প্রেমিক! পুরুষের স্বভাবচরিত্র বিষয়ে কী গভীর জ্ঞান ছিল তার। প্রতিটি মুহূর্তে যে পুরুষ মিথ্যার বেসাতি করে, প্রিয়তমা নারীর সাথে নিত্য যার অভিনয়, অজস্র নীচতা আর তুচ্ছতার সমাবেশ যার প্রাণ-মন-দেহে, ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় কী ভয়ঙ্কর তার রূপ! রোমান্টিক প্রেমিকও বাস্তবে কত গাদ্যিক! জাদুকরী ক্লিওপেট্রা কিন্তু ফালা ফালা করে দেখতে পেরেছে ওদের স্বরূপ।

সবার তো সেই মায়াবী ক্ষমতা নেই। পরিণামে কারো কারো জীবন হয়ে ওঠে পাপবিদ্ধ এক নোংরা জলের নর্দমা। সেখানে কেবল মরা ব্যাঙ আর ইঁদুরের হাড়, গিজগিজে পোকাদের উৎসব, বুনো জঙ্গলে বিষাক্ত সাপের হিসহিসানি! এ বিশ্বে অবাঞ্ছিতা বলে ফুরিয়ে যায় তার সব দাবি, সব প্রয়োজন। বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত পথিক, সে যেন হাত থেকে হাতে ঘোরা এক উড়ন্ত রুমাল!

লেখক : গীতিকার, কবি ও কলামিস্ট

বাজেট বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় দক্ষতা নয়

ইকতেদার আহমেদ

সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বিভাগ, অধিদফতর, পরিদফতর ও সংস্থার বরাবর প্রতি বছর নিজ নিজ ব্যয়ভার মেটানোর জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। এ অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুরের দায়িত্ব অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ওপর ন্যস্ত। আমাদের দেশে অর্থবছর ১ জুলাই শুরু হয়ে ৩০ জুন শেষ হয়, যদিও পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে অর্থবছর ১ মার্চ থেকে ফেব্রুয়ারির শেষ দিন অবধি হয়। আবার কোনো কোনো দেশে অর্থবছর ও ইংরেজি বছর একই হয়ে থাকে। প্রতি বছর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাজেট প্রস্তুতের আগে সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তদঅধীনস্থ বিভাগ, অধিদফতর, পরিদফতর ও সংস্থা থেকে আসন্ন অর্থবছরে ব্যয় বিষয়ে চাহিদাপত্র দিতে বলা হয়। বাজেট প্রস্তুতকালীন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সাথে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভাগ, অধিদফতর, পরিদফতর ও সংস্থার চাহিদাপত্র বিষয়ে পৃথক বৈঠক হয় এবং ওই বৈঠকে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভাগ, অধিদফতর, পরিদফতর ও সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত চাহিদাপত্রের বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভাগ, অধিদফতর, পরিদফতর ও সংস্থার জন্য বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়। সচরাচর দেখা যায় চাহিদাপত্রে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভাগ, অধিদফতর, পরিদফতর ও সংস্থার পক্ষ থেকে যেভাবে বরাদ্দ চাওয়া হয় তাতে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করা হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বাজেট প্রস্তুত করলেও প্রতি বছর সংসদ অধিবেশনে সংসদ কর্তৃক অর্থবিল আকারে এটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। সংসদে বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে বাজেট পাস হয় এবং পাসের পর এটিকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে তার সম্মতি গ্রহণ করতে হয়।

প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভাগ, অধিদফতর, পরিদফতর ও সংস্থার প্রধানেরা নিজ নিজ কার্যালয়ের আয়-ব্যয় নির্বাহ করেন। যেকোনো অর্থ ব্যয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমোদন নিতে হয়। প্রতি অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত খাতভিত্তিক অর্থ অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার আগেই ব্যয় করে এর বিল-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষকের কার্যালয়ে সর্বশেষ ১৮ জুনের মধ্যে দাখিলের বিধান থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে তা ৩০ জুন অবধি দাখিল করা যায়।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বিভাগ, অধিদফতর, পরিদফতর ও সংস্থার বরাবর প্রতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ থেকে আসে। এ নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয়ের বিধান থাকলেও অনেকের ক্ষেত্রে প্রায়ই তা উপেক্ষিত হতে দেখা যায়। আবার অনেক কর্মকর্তার মধ্যে এ বিশ্বাসটি কাজ করে যে, একটি অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় না করা গেলে তা তার জন্য অদক্ষতা হিসেবে বিবেচিত। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এরূপ অনেক কর্মকর্তা নিজের দক্ষতা প্রমাণের জন্য ব্যয়ের যৌক্তিকতা থাকুক বা না থাকুক তা বিবেচনা না করে যেকোনোভাবে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়ের প্রয়াস নেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় না করে যোগসাজশে নিজস্ব লোকের মাধ্যমে ভুয়া বিল দাখিলপূর্বক অগ্রিম অর্থ উত্তোলনের ব্যবস্থা করেন। এভাবে অগ্রিম উত্তোলনকৃত অর্থ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আত্মসাৎ হয়।

প্রতিটি অর্থবছরেই দেখা যায় পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংসদে বাজেট উত্থাপনের সময় চলতি বছরের ব্যয়ের সংযোজন-বিয়োজনসহ অতিরিক্ত ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় সমন্বয়ের জন্য সম্পূরক বাজেট পেশের আবশ্যকতা দেখা দেয়। সম্পূরক বাজেটের মাধ্যমে চলতি বছরের বাজেটের সংযোজন-বিয়োজনসহ অপ্রত্যাশিত ও অতিরিক্ত ব্যয়ের অনুমোদন দেয়া হয়। এ ধরনের অনুমোদন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যয়-পরবর্তী হয় বিধায় ব্যয়ের যৌক্তিকতা বিষয়ে কোনো ধরনের বিতর্ক অনেকটা অর্থহীন। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে মানুষ ও গবাদিপশুর জীবনহানি, ফসলহানি, সরকারি-সেরকারি স্থাপনা ও যোগাযোগ অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির জন্য যে অপ্রত্যাশিত ও অতিরিক্ত ব্যয় অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে পরিস্থিতির আকস্মিকতায় মূল বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে যে ধরনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয় এ ক্ষেত্রে সচরাচর তা সম্ভব হয় না। এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ও অতিরিক্ত ব্যয় দ্রুত জনমানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের নিমিত্ত করা হলেও এক শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নীতিনৈতিকতা এবং মানবিকতার অবজ্ঞা ও উপেক্ষায় এদসংক্রান্ত ব্যয় হতেও ফায়দা হাসিলে কোনো ধরনের কুণ্ঠা বোধ করে না।

নদীভাঙন ব্যাপকতর হলে দ্রুত বালুর বস্তা, বড় পাথর ও সিমেন্টের ব্লক পানিতে ফেলে তা রোধের চেষ্টা করা হয়। এগুলো পানিতে ফেলা পরবর্তী দৃশ্যমান হয় না বিধায় কতসংখ্যক ফেলা হয়েছে তা নিয়ে অস্পষ্টতা থেকে যায়। আর এ সুযোগটি হাতছাড়া করতে দ্বিধা করেন না ঠিকাদারদের সাথে যোগসাজশে একশ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী। এ বিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সমুদ্রের লবণাক্ততা প্রতিরোধে এবং নদীর তীর রক্ষায় যে বাঁধ দেয়া হয় তা নির্মাণকালীন প্রয়োজনীয় নজরদারি না থাকায় কাজের মান নি্ন হয়ে থাকে। তা ছাড়া এ ধরনের কাজ হতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাপ্তি যোগ অধিক থাকায় এগুলোর মান কখনো সন্তোষজনক হয় না। এগুলোর প্রতিরোধ সক্ষমতা দুর্বল বিধায় এর ফলে অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতিতে আসন্ন ক্ষতি মাত্রাতিরিক্ত হয়। এ ধরনের ক্ষতি দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শাপেবর।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ কার্যালয়গুলোর বরাবর কর্মকর্তা- কর্মচারীদের জন্য বেতনভাতাবহির্ভূত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত, সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি সংশ্লেষে ব্যয়, দেশ-বিদেশে ভ্রমণসংক্রান্ত ব্যয়, এয়ারকুলার, কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, টেলিফোন, মোবাইল প্রভৃতিসংক্রান্ত ব্যয় এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় কিভাবে নির্বাহ করা হবে সে বিষয়ে নির্ধারিত বিধানাবলি রয়েছে। সরকারের যেকোনো কার্যালয় বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক ব্যয় নির্বাহ করলে ব্যয় সংশ্লেষে কোনো ধরনের অনিয়ম হওয়ার কথা নয়; কিন্তু বেশির ভাগ কার্যালয়ের ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা ও নিয়মমাফিক ব্যয় নির্বাহ না করার কারণে অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পূর্বক্ষণে দেখা যায় ব্যয় নির্বাহ ব্যতিরেকেই অগ্রিম বিল দাখিলের হিড়িক। এ ধরনের অগ্রিম অনেক বিল যোগসাজশের ফসল ও ভুয়া।

সরকারের একটি কার্যালয় কর্তৃক নিজ নিজ নিরীক্ষা বিভাগে বিল দাখিল-পরবর্তী তা অনুমোদনের দায়িত্ব ওই বিভাগের ওপর ন্যস্ত। এ বিভাগটির বিষয়ে জনমনে এমন বিশ্বাস বিরাজমান যে, বেতনভাতাবহির্ভূত অপর যেকোনো ধরনের বিলের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যাশামাফিক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান না করলে অযথা সে বিল পাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর যে মুহূর্তে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দেয়া হয় তাৎক্ষণিক প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়।

সরকারের বিভিন্ন কার্যালয়ের ব্যক্তিদের অভিমত, নিরীক্ষকের কার্যালয়ে বিল পাস বিষয়ে প্রাপ্তি যোগ না থাকলে অযথা যে হয়রানির সম্মুখীন হতে হয় তা দূরীভুত করা গেলে ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের কার্যালয় কর্তৃক এটি পাস সংশ্লেষে দুর্নীতি লাঘব বহুলাংশে সম্ভব। আর এ কথাটিও ঠিক ব্যয়ের যৌক্তিকতার ভিত্তিতে নিরীক্ষকেরা বিল পাস করলে সরকারের যেকোনো কার্যালয় কর্তৃক অযৌক্তিক ব্যয় নির্বাহের অবকাশ ক্ষীণ।

আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে চাকরিজীবনে প্রবেশকালীন নিজ বিভাগের বিভিন্ন আয়-ব্যয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অধীন কাজ করার সময় সরকারি অর্থ ব্যয় বিষয়ে তাদের মধ্যে যে নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ করেছি তা বর্তমানে যারা সমদায়িত্বে রয়েছেন তাদের মধ্যে হারানোর পথে। অতীতে আমার নিজ বিভাগের আয়-ব্যয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ যৌক্তিকভাবে ব্যয় নির্বাহ পরবর্তী অব্যয়িত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকার বরাবর ফেরত দেয়ার প্রচলন বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। আজ যেমন বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করে অনেকে দক্ষতা প্রমাণে সচেষ্ট সে সময় বরাদ্দকৃত অর্থের বিশেষত আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে কে কত বেশি বাঁচিয়ে তা সরকারের কোষাগারে ফেরত প্রদান করতে পেরেছে– এ প্রতিযোগিতায় অনেকে সচেষ্ট ছিলো।

সরকারের এমন অনেক কার্যালয় রয়েছে যেগুলোয় সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি সংশ্লেষে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় তা সংখ্যানুপাতে না হওয়ায় ব্যয় সাশ্রয় হয়। অতীতে এ ধরনের সাশ্রয়কৃত অর্থ ফেরত দেয়ার প্রবণতা ছিল। বর্তমানে দেখা যায় ফেরত না দিয়ে খাত পরিবর্তনপূর্বক যথেচ্ছাভাবে ব্যয় করে দক্ষতা প্রমাণের প্রয়াস নেয়া হয়।

অতীতে সরকারের একটি কার্যালয়ের জন্য প্রতিষ্ঠাকালীন যে আসবাবপত্র ক্রয় করা হতো প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের মাধ্যমে তা দিয়ে কয়েক যুগ পার করে দেয়া হতো; কিন্তু এখনকার কর্মকর্তাদের মধ্যে এ ধরনের মানসিকতা অনুপস্থিত। এখনকার অনেক কর্মকর্তাই রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ধার ধারেন না। তাদের মানসিকতা এমন– প্রতি বছরই প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক কার্যালয়ের জন্য নিত্যনতুন ও চাকচিক্যে ভরপুর আসবাবপত্র চাই।

সরকারের বিভিন্ন কার্যালয়ের যেসব কর্মকর্তা যৌক্তিকতা ব্যতিরেকে ব্যয় নির্বাহে অপরাগ তারাই হলো প্রকৃত অর্থে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শে বলীয়ান দক্ষ কর্মকর্তা। এ ধরনের কর্মকর্তার সংখ্যা বর্তমানে কমসংখ্যক হলেও তারা স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। এদের ওপর যারা অদক্ষতার কালিমা আরোপে যৌক্তিকতার বালাই না করে বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়ের প্রয়াস নেয় এরা স্ববিবেচনায় দক্ষ হলেও এ দেশের জনমানুষের বিবেচনায় অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের বিভিন্ন কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের মানসিকতার পরিবর্তন অতীব জরুরি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এ মানসিকতার পরিবর্তন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ দেশের জনমানুষের করের মাধ্যমে প্রদত্ত অর্থের অপব্যয় চলতেই থাকবে।

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান ও রাজনীতি বিশ্লেষক

গণতন্ত্র ও নির্বাচন

মো. মইনুল ইসলাম

গণতন্ত্র ও নির্বাচন–এ দুটি শব্দ আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে ইদানীং বহুল উচ্চারিত হচ্ছে। গণতন্ত্র বা উবসড়পৎধপু অভিধাটির জন্ম গ্রিসের নগররাষ্ট্রে। এর গ্রিক নাম উবসড়শৎধঃরধ বা জনপ্রিয় সরকার, যার একটি অংশ হচ্ছে উবসড়ং বা জনগণ এবং অন্যটি হচ্ছে শৎধঃড়ং বা শাসন অথবা শক্তি। তারপর বহু শতাব্দী পার হয়েছে। ইউরোপের দেশে দেশে এর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তারই পরিশীলিত ও উন্নত রূপ পশ্চিমা বিশ্বসহ শিল্পোন্নত দেশগুলোয় দেখি। গণতন্ত্র এখন বিশ্বনন্দিত একটি রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা, যার পেছনে নিহিত রয়েছে একটি রাজনৈতিক দর্শন। দর্শনটির মূলমন্ত্র হচ্ছে–স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ব। গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি অল্প কথায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন অতি চমৎকারভাবে তাঁর বিখ্যাত গেটিসবার্গ বক্তৃতায় তুলে ধরেছেন। গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার।

তবে গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন চারটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

১। সর্বজনীন ভোটাধিকার। সব নাগরিকের ভোটের দ্বারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশগ্রহণের সমান অধিকার ভোগ করবে।

২। অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভা ও সরকার গঠিত হবে।

৩। মৌলিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো সব নাগরিক ভোগ করবে। সেগুলোর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হলো–চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সরকারের ভুলত্রুটি কিংবা কাজকর্মের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ ও সমালোচনা করা, সংগঠন করা, সমবেত হওয়া, নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ এবং আন্দোলন করা ইত্যাদি।

৪। সুশাসন ও আইনের শাসন পাওয়ার অধিকার।

তবে ওই বৈশিষ্ট্যগুলোতেই গণতন্ত্রে কার্যপরিধির সমাপ্তি ঘটে না। এগুলো গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ। বাস্তবের নিরিখে একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এর একটি হলো আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র। অন্যটি হলো সারগর্ভ গণতন্ত্র। আমাদের মতো দেশে গণতন্ত্রের নামে যা চলে, তা অনেকটা আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র। তাই নির্বাচনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। সে নির্বাচনও সব সময় অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয় না। আবার আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হলেও বিজয়ী দল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং অধিকারগুলো সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয় না। দেশে তারা এক ধরনের আনুষ্ঠানিক বা পোশাকি গণতন্ত্র কায়েম করে। জনগণের স্বার্থে এবং তাদের কল্যাণ কামনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়োজিত হয় না। যা হয়, তা হলো দল, গোষ্ঠী বা পরিবারের শাসন। একটি ক্ষুদ্র ক্ষমতাবান শ্রেণি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের দল, গোষ্ঠী, আত্মীয়-পরিজন বা পরিবারের স্বার্থ উদ্ধারে নিয়োজিত করে। সারমর্মের দিক থেকে এটাকে তস্করতন্ত্র বলা যায়। আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের সুবিধা বা উপকারভোগীদের তাই নির্বাচনের ব্যাপারে বিপুল আগ্রহ ও সমধিক গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। কারণ তাতে তাদের লুটপাটের সুবিধা হয়।

গণতন্ত্রের মূলে রয়েছে একগুচ্ছ বিশেষ মূল্যবোধসম্পন্ন সংস্কৃতি। এই মূল্যবোধগুলোই সারগর্ভ গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত। ভিন্ন মত, ভিন্ন দল, বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনার প্রতি সহনশীলতা এবং গুরুত্ব প্রদানও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রে জনগণের ক্ষমতা সম্প্রসারণও গণতন্ত্রের কাজ। এর সঙ্গে এটাও বলা দরকার আমাদের মতো দরিদ্র দেশে গণতান্ত্রিক সরকারের বড় একটি উদ্দেশ্য হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন তথা দারিদ্র্য বিমোচন। দারিদ্র্য মুক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বা অধিকার উপলব্ধি এবং উপভোগ করা সম্ভবপর হয় না।

গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে বিএনপি বিগত কয়েক বছর ধরে বেজায় সোচ্চার। ইদানীং সরকারি দল আওয়ামী লীগও এ ব্যাপারে সরব হয়ে উঠেছে। বিএনপির গত পাঁচ বছরের (২০০১-২০০৬) শাসনামলে বাংলাদেশ পর পর চারবার বিশ্বসভায় সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ দেশের শিরোপাটি অর্জন করেছিল। এর অর্থ হলো দেশে সুশাসন ও আইনের শাসনের বিরাট অধঃপতন ঘটেছিল। খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমানের কর্মস্থল হাওয়া ভবন তখন দেশব্যাপী দুর্নীতির সদর দপ্তর হিসেবে পরিচিতি পায়। তারেক নির্বাচিত কোনো জনপ্রতিনিধি ছিলেন না। মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য, কোনো পদ বা পদবি না থাকলেও দেশ তাঁর কথায় চলত বলা যায়। সেই পাঁচ বছরে উল্লেখ করার মতো কোনো উন্নয়ন কাজই দেশে হয়নি। বরং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত, যোগাযোগ, শিল্প-বাণিজ্য, গ্যাস ও বিদ্যুতের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিরাট স্থবিরতা নেমে আসে। তখন ঘন ঘন লোডশেডিং ছিল নিত্যদিনের ঘটনা।

দুর্নীতি তখন দেশব্যাপী মহামারি আকারে বিস্তার লাভ করে। এর প্রতিফলন ঘটে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আচরণেও। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এলে তিনি ৩৩ লাখ ৮৭ হাজার টাকা কর দিয়ে এক কোটি ৩৩ লাখ টাকা বৈধ করেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নৈতিক অধিকার কি তিনি দাবি করতে পারেন? এ ধরনের বহু দুর্নীতির ঘটনা তাঁদের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান, চিফ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন ও তাঁর পুত্রদ্বয় এবং হারিছ চৌধুরীদের ব্যাপারে পত্রপত্রিকার তখন দেখা যেত।

বর্তমান সরকারের আমলেও দুর্নীতির মাত্রা যে তেমন একটা হ্রাস পেয়েছে, তা বলা যাবে না। কারণ গত মাসে রংপুরের মিঠাপুকুরের এক সভায় দুদক চেয়ারম্যান বলেছেন, 'দুর্নীতি সর্বগ্রাসী, আমি নিজেও খেই হারিয়ে ফেলি।' (কালের কণ্ঠ, ২৫-২-১৭)। তবে এখন দুদককে বেশ সক্রিয় দেখা যায়। আর বর্তমান সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের ব্যাপারে দুর্নীতির গুঞ্জন বা অভিযোগ তেমন একটা শোনা যায় না। তবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও মৌলিক মূল্যবোধগুলো দৃঢ়করণ এবং সম্প্রসারণে তাদের উদ্যোগ তেমন একটা দৃশ্যমান নয়। যা হোক, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনবান্ধব এবং দেশকে দারিদ্র্যমুক্তকরণে আন্তরিক। জাতীয় অর্থনীতির সবক্ষেত্রে বিগত প্রায় সাত বছরে যে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেটা তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্ব ও আন্তরিক সদিচ্ছার কারণেই সম্ভব হয়েছে। দেশবাসী এখন চায় তিনি সুশাসনের দিকটিতেও যেন একইভাবে নজর দেন।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গণহত্যা দিবস নিয়ে কিছু কথা

গাজীউল হাসান খান

তৎকালীন আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা ঔপনিবেশিক পাকিস্তানে গণতন্ত্রের চর্চা কিংবা মূল্যবোধ সেভাবে কখনো বিকশিত হতে পারেনি। একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ ভূস্বামীগোষ্ঠী এবং অপরদিকে সামরিক শক্তির চাপ ও আধিপত্যের কারণে একটি গণতন্ত্রমনা সহনশীল নাগরিক সমাজ সেখানে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। তার পাশাপাশি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি উঠতি পুঁজিপতিদের পদচারণ। সে কারণে পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে কোনো টেকসই সাংবিধানিক ব্যবস্থা কিংবা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে উঠতে পারেনি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ও তাদের নেতা কিংবা প্রতিনিধিরা যখনই কোনো অর্থবহ গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের পদক্ষেপ নিয়েছেন, তখনই পাকিস্তানে নেমে এসেছে কোনো জরুরি আইন অথবা সামরিক শাসনের খড়্গহস্ত। পশ্চিম পাকিস্তান, বিশেষ করে পাঞ্জাবি সামন্তবাদী ও উঠতি পুঁজিপতিরা, আমলাতন্ত্র এবং তাদের সামরিক ও বেসামরিক বসংবদদের সহযোগিতায় রাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে চরম অচলাবস্থা কিংবা কঠিন প্রতিবন্ধকতা।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়। মুসলিম লীগের পরাজয় কিংবা ভরাডুবির পর পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা যখন এ অঞ্চলের মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একে একে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করলেন, ঠিক তখনই পাকিস্তানের অনির্বাচিত গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কুখ্যাত ৯২ক ধারা জারি করে বাতিল করলেন নির্বাচিত ও জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারটিকে। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ। পাকিস্তানিরা (পশ্চিম) দুই বছরও টিকতে দিল না একটি নির্বাচিত সরকারকে। তাদের অপশাসন ও স্বেচ্ছাচারিতার ধারাবাহিকতায় অতিষ্ঠ হয়ে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানকে জানালেন, 'সালাম' অর্থাৎ রাজনৈতিক বিদায়। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিলেন সেদিনের অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে ঘোষণা করলেন তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি। এবং এক নিয়মতান্ত্রিক ও পরিকল্পিত পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন এ দেশের সংগ্রামী জনতাকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তাই ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ' এমন একটি ঘোষণার জন্যই (বঙ্গবন্ধুর দিক থেকে) অপেক্ষা করছিল পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসকরা। বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের স্বাধীনতার স্পৃহাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে তাই তাদের ওপর নেমে এসেছিল ২৫ মার্চ রাতের পৈশাচিক তাণ্ডব ও হত্যাযজ্ঞ।

ষাটের দশকে আমরা ছিলাম প্রগতিশীল বাম ধারার রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন ছাত্রাবাসে আমরা তখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) শ্রেণিসংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে কাজ করছিলাম। কিন্তু তখন পূর্ব পাকিস্তানের বিশাল বাঙালি জনগোষ্ঠীর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নটি আমাদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। আমরা তখন ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আর্থ-রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেছিলাম। গণতন্ত্রহীন পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে জনগণকে সশস্ত্র লড়াই শুরু করার আহ্বান জানিয়েছিলেন আমাদের নেতারা। এরই মধ্যে ২৩ মার্চ ঢাকার প্ ন ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় আমার ছাত্র সংগঠন, বাঙলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মাহবুব উল্লাহ ঘোষণা করেছিলেন, স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি। আমাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকারী বাঙালি রাজনীতিক বঙ্গবন্ধুর হাতে কখনোই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। সে নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোও তা চাচ্ছিলেন না। এ অবস্থায় কালক্ষেপণের অর্থ হবে সংখ্যাতীতভাবে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের হত্যা করতে দেওয়া। সে অবস্থায় ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন বাসভবনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনায় স্বাধীন বাংলার মানচিত্রসহ ডিজাইন করা পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে সে পতাকা উত্তোলন করা হলেও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসকরা কখনোই বিশ্বাস করেনি বাঙালিদের। তারা ২৫ মার্চের কালরাতে পূর্ব পাকিস্তানে যখন গণহত্যা শুরু করল, তখন দেশের বিভিন্ন বিমান কিংবা নৌবন্দরগুলো বন্ধ করে দেওয়ার সময় ছিল না। ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পুলিশ ও তৎকালীন ইপিআরসহ মানুষকে অকাতরে গুলি করে হত্যা করা শুরু করেছিল পাকিস্তান বাহিনী। সে হত্যাকাণ্ড দেশের সর্বত্র চলেছে মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসব্যাপী। ২৫ মার্চ রাতে বন্দি অবস্থায় দেশত্যাগের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতাযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তার বেশ কিছু প্রমাণও পরে সংগ্রহ করা হয়েছে।

লোকসংখ্যা ও সম্পদের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান পাকিস্তানে অগ্রগণ্য হলেও তারা (পশ্চিম পাকিস্তানিরা) এ অঞ্চলকে তাদের উপনিবেশ বলে মনে করত। শোষণ-বঞ্চনা কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর নির্যাতন নি্ ষণ–সব কিছুকেই তারা পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলামের দোহাই দিয়ে ঢেকে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে গেছে '৪৭-পরবর্তী প্রায় ২৫টি বছর। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে নিজেদের ন্যায্য অধিকার চাওয়াই ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সবচেয়ে বড় অপরাধ। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি সব সময়ই তাদের কায়েমি স্বার্থে পূর্বাঞ্চলের বাঙালিদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। বাঙালিদের সব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে তারা অস্ত্র দিয়ে মোকাবেলা করার অপচেষ্টা করেছে সব সময়। গণতন্ত্রহীন স্বৈরতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বন্দুকের জোরে যেমন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়, পশ্চিম পাকিস্তানিরাও তেমন করেই বাঙালিদের শাসন ও শোষণ করার চেষ্টা করেছে। এবং বাঙালিদের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে তা গণহত্যায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রচেষ্টা একদিকে যেমন আমাদের ব্যর্থতাকে প্রতিফলিত করে, অপরদিকে শেষ পর্যন্ত একটি বিবেকসম্পন্ন প্রতিবাদী জাতির অনেক দেরিতে জেগে ওঠার স্মারক বহন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির নাসিবাদী সরকার নেহাত ঘৃণাবশত ৬০ লাখ ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। এর পর থেকে গণহত্যাকে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে গণহত্যা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা এবং সে অপরাধে বিচার করার লক্ষ্যে ৯ ডিসেম্বর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবং পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৯ ডিসেম্বরকে গণহত্যা স্মরণ দিবস হিসেবে গ্রহণ করে। তখন থেকেই প্রতিবছর ৯ ডিসেম্বরকে বিশ্বব্যাপী উদ্যাপন করা হয় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এবারই প্রথম বাংলাদেশ অত্যন্ত গভীরভাবে এ গণহত্যা দিবসের তাৎপর্য উপলব্ধি করে। এবং তারই ভিত্তিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ২৫ মার্চকে বাংলাদেশে গণহত্যা দিবস হিসেবে চি্ ত করে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস করে। ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর, অর্থাৎ জার্মানি, পোল্যান্ডসহ অন্যান্য রাষ্ট্রে ইহুদি নিধনের পরও বিশ্বব্যাপী অনেক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে দারফুরে সংঘটিত গণহত্যার বিরুদ্ধে হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার হয়েছে। আর বিচার হয়েছে বসনিয়ার মুসলমানদের হত্যার কারণে কিছু সাবেক যুগোস্লাভ নেতার। রুয়ান্ডায় টুটসি সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করেছে সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হুটু সম্প্রদায়ের মানুষ। দারফুরে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছে বলে ধারণা করা হয়। একাত্তরের ২৫ মার্চ থেকে বাংলাদেশে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী ও তাদের দোসররা ৩০ লাখ নিরপরাধ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে অথচ মুখে মুখে অনেক কথা বললেও এই সেদিন পর্যন্ত কেউ তাকে গণহত্যা বলে চি্ ত কিংবা আখ্যায়িত করেনি।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ভাগ্যের আরো পরিহাস হচ্ছে, ১৯৪০ সালে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক আনীত লাহোর প্রস্তাব। সে প্রস্তাবের মূল অংশে ছিল উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিয়ে গঠিত হবে প্রস্তাবিত পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটি। তবে দুটি অংশের যে কেউ প্রয়োজনে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে। কিন্তু পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করে পাকিস্তানকে একটি একক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সে সুযোগে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের অপশাসন ও শোষণ-বঞ্চনার ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার বিরুদ্ধে আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিকার হিসেবে ছয় দফা দাবিসংবলিত একটি প্রস্তাব তুলে ধরেন, যা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, বিশেষ করে সামরিক স্বৈরশাসকরা তাকে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি হিসেবে আখ্যায়িত করে। সে কারণে তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ আনে। ২৫ মার্চের মধ্যরাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঢাকায় তখন থেকেই শুরু হয়েছিল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তারা চিরতরে বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের স্বপ্নকে মুছে দিতে চেয়েছিল। নিশ্চি করে দিতে চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ব্যাপক প্রতিবাদী অংশকে। পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া সেদিন নাকি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করে তাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে চিরতরে মুছে দেবেন। তার পাশাপাশি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এ দেশীয় দোসররা বেছে বেছে হত্যা করেছিল এ অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবীদের। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যকারী বলে আখ্যায়িত করে পূর্ব পাকিস্তানের অগণিত নিরস্ত্র-নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে গণকবর দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জাতিগতভাবে বাঙালিদের পরিবর্তে চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের মাটি ও সম্পদ। ভিন্ন ভাষা (বাংলা), সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত কারণে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মুসলমান বলে বিবেচনা করতেও অনেকে দ্বিধা করত। এই যে সাম্প্রদায়িক কিংবা জাতিগত ঘৃণা, তারই ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছে তাদের হত্যাকাণ্ড। সে নির্মম হত্যাকাণ্ডকে 'গণহত্যা' ছাড়া আর কী বলা যায়। সম্ভব হলে সে গণহত্যার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধবিষয়ক আদালতে বিচার চাওয়া যায় কি না তা-ও ভেবে দেখা প্রয়োজন। তবে শেষ পর্যন্ত ২৫ মার্চকে যে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের জন্য জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তার জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকং

শিশু শিক্ষা নিয়ে কড়াকড়ি নয়

মো. আসাদুল্লাহ

মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা হোক, দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ারই হোক কিংবা উন্নত জাতি গঠনই হোক, শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য বিদ্যালয়-প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এ ছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কৌশল সম্পর্কে বলা হয়েছে, শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে মমতা ও ভালোবাসার সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে, যেন তারা কোনোভাবেই কোনোরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়। জাতীয় শিক্ষানীতিতে আরও বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা; তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা। কিন্তু শিক্ষার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানুষ হওয়ার প্রত্যয়ে যারা ঘুম ঘুম চোখে নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে তাদের শক্তি কতটুকু অবশিষ্ট আছে তা আমরাই-বা কতটুকু ভেবেছি? সরকারি স্কুলের বাইরে বেসরকারি স্কুলগুলোতে বোর্ডের বই ছাড়াও সহায়ক বইয়ের নামে অসহনীয় চাপে থাকে শিশু শিক্ষার্থীরা। সহায়ক বইয়ের কারণে একদিকে শিশুদের বইয়ের বোঝা বাড়ছে, অভিভাবকদের আর্থিক বোঝাও বাড়ছে। অবশ্য অনেকের দাবি, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে থাকতে ও শিশু বয়স থেকেই সব বিষয়ে ধারণা দিতে সহায়ক বই দেওয়া হচ্ছে। যে বয়সে শিশুর বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কথা, ক্ষেত্রবিশেষে বই ছেঁড়ার কথা, সেই বয়সেই পাঁচ থেকে সাতটি বই পড়ার জন্য দিয়ে শিশুদের একেবারে নুইয়ে ফেলার আয়োজন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিশুদের ব্যাগের ওজন বাড়ছে। শরীরের ওজন কমছে। জীবন থেকে শৈশব কেড়ে নিচ্ছে। সে হয়ে পড়ছে রোবট। এভাবে শিক্ষার শক্তিতে শক্তিশালী করার মহড়ায় অবতীর্ণ করার জন্য অবুঝ শিশুদের যেভাবে আমরা পরিচালিত করছি তার ফলাফল অদূর বা দূর ভবিষ্যতে কী হবে? এই যে শক্তিমান মানুষ বানানোর মাত্রাতিরিক্ত উদ্যোগ সেটা কতটুকু ফলপ্রসূ?

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, শিশুদের মানুষ করার ব্যাপারে যতটা না আগ্রহ আমাদের, তার থেকে বেশি আগ্রহ অভিভাবক হিসেবে কতটা সফল, সেটা জাহির করার। এভাবে চলছে অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা। বিশ্বায়নের দোহাই দিয়ে ক্রমাগত প্রতিযোগিতার চাপ ও ভিনদেশি ভাষার ওপর নির্ভরতা আমাদের আগামী প্রজন্মকে সত্যি সত্যিই পঙ্গু করে দিচ্ছে কি-না ভাবা দরকার। কোমলমতি শিশুর মন বোঝার জন্য কোনো সময় কি আদৌ দিয়েছি, না নিজেদের স্বপ্ন অর্জন করতে না পেরে এখন সুযোগ এসেছে বলেই সেই স্বপ্ন পূরণে ওদেরকে ঠেলে দিয়েছি প্রতিযোগিতা নামক বিষবা্ র উত্তপ্ততায়। যাতে ওরা ক্রমশ হাবুডুবু খাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে। সমাজ বাস্তবতায় প্রতিযোগিতার ধরন দেখে মনে হয় এটাই যেন সাফল্য অর্জনের একমাত্র পথ। প্রতিযোগিতাহীন জীবন ব্যর্থ, নিঃস্ব, হতাশায় আচ্ছন্ন। এটা আমরা কেন ভাবি না যে, প্রকৌশলী, চিকিৎসক বা পেশাজীবী হওয়ার আগে অবশ্যই একজন ভালো মানুষ হওয়া দরকার। যখন শিক্ষাই শক্তি নামক আলোর মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল, ঠিক তখনই বাসার পাশের চায়ের দোকানে জীবনযুদ্ধে পরাজিত না হওয়ার চেষ্টারত হাসান ক্রমাগতভাবেই হেরে যাচ্ছিল। নিজের সন্তানের মতো করে কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি যে হাসানেরও সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ আছে? শুধু পরিচর্যার অভাবে সেই সুন্দর ভবিষ্যৎ দৃশ্যমান হয়ে উঠতে পারছে না। আমরা কখনও চেষ্টা করিনি তাকে জয়ী করার। সেজন্যই হয়তো আজ এত অধিকারবঞ্চিত শিশু। কিন্তু এটাও সত্য যে, ব্যক্তিগত উন্নয়নের অগ্রযাত্রা যতই অব্যাহত থাকুক না কেন, সামগ্রিক উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।

দেখা যাচ্ছে, লেখাপড়ার অসহনীয় চাপ শিশু শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধাকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকলে সৃজনশীলতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। আমরা কি একজন সার্টিফিকেটসর্বস্ব মানুষ চাই? জীবনে সফল হওয়ার অভিপ্রায় থাকা দোষের নয়, তবে মাত্রাহীন উদ্যোগ কাম্য নয়। শিক্ষা বলতে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন বা সাফল্য নয়। এর বাইরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যেমন শিশুদের মানসিকতার বিকাশ ঘটানো, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিকীকরণ ইত্যাদি। শিশুর বেড়ে ওঠা, নীতি-নৈতিকতা বা মূল্যবোধ বিকাশের প্রাথমিক স্তর হলো পরিবার। পারিবারিক পর্যায়ে মূল্যবোধ সম্পর্কে শিশুর ধারণা পরিণত বয়সে তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডির বাইরে ব্যক্তির বৃহত্তর ভূমিকা, নাগরিক দায়িত্ববোধ, মতামত, ন্যায়পরায়ণতা ও আত্মবিশ্বাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ব্যক্তির মানসে প্রোথিত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক ক্ষেত্রেই নার্সারি, কিন্ডারগার্টেনে মানসম্পন্ন অবকাঠামো, শিক্ষার পরিবেশ নেই। নেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, গ্রন্থাগার, এমনকি পর্যাপ্ত খেলার মাঠ। এ অবস্থায় শিশুর মানসিক বিকাশ কীভাবে সম্ভব? একটা সুসজ্জিত দালানের মধ্যেই কেটে যাচ্ছে তার শিশুকাল। আধুনিকতার ছোঁয়া হয়তো কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু মাটির গন্ধ, দুরন্ত শৈশব থেকে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। এভাবে শিশুরা ক্রমেই গৃহবন্দি হয়ে পড়ছে। শিশুদের খেলাধুলার সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ায় টেলিভিশন, কম্পিউটার আর ভিডিও গেম তাদের বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে বেড়ে ওঠায় তাদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব বিষয় বিবেচনায় না নিয়েও আমরা অহর্নিশ এই প্রত্যাশাই করি যে, পরিবারকে আনন্দিত করার মানসে নির্দিষ্ট সময় শেষে আমার সন্তান যেন উত্তম ফলের একটা চার্জশিট নিয়ে হাজির হয়। বইয়ের চাপে, মানসিক চাপে সন্তানের মেরুদণ্ড একটু বেঁকে গেলেও অভিভাবকের মেরুদণ্ড শক্তিশালী করার আনন্দে ভরিয়ে দেওয়ায় চলে মিষ্টি বিতরণের উৎসব। এরপর আবারও প্রত্যাশা, আবারও ফলাফল।

অবুঝ শিশুমনের ওপর অর্পিত এসব চাপ সহ্য করে শিশুটি আবার ঘুরে দাঁড়াবে এমন প্রত্যাশা, একটু অস্বাভাবিকই বটে। সন্তানের পরীক্ষার ফল নিয়ে আমরা যত মাতামাতি করি, তাদের মনোগত বিকাশ বা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে তত মাথা ঘামাই না। পরীক্ষার ফলাফলটাকেই সাফল্য মনে করি। আমরা চাই আমার সন্তান অন্য অনেকের চেয়ে সাফল্য অর্জন করুক। সেটা যেভাবেই হোক। এটাই যেন আমাদের প্রত্যাশা। এর অবসান হলেই মঙ্গল।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

সাবেক বিচারপতি কি বর্তমান প্রধান বিচারপতিকে অভিযুক্ত করতে পারেন?

সিরাজ প্রামাণিক

বেসরকারি টেলিভিশন ডিবিসি নিউজের এক টকশোতে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার (এস কে) সিনহাকে 'রাজাকার' বলায় আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের প্রতি ইতোমধ্যে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন এক আইনজীবী। নোটিশে বলা হয়েছে, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান বিচারপতিকে 'রাজাকার' বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে নতুবা ওই বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নোটিশে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, 'আপনার বক্তব্য অনুযায়ী একটি সাংবিধানিক পদে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি যদি রাজাকার হয়ে থাকেন তাহলে এ স্বাধীনতার মাসে ৩০ লাখ শহীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বলে বিবেচিত হয়। একজন রাজাকারের অধীন দেশের সব বিচার বিভাগ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। বার এবং বেঞ্চের মধ্যে যে সুসম্পর্ক সেটাও বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি আইনজীবী হিসেবে এ আদালতে পেশাগত দায়িত্ব পালন করাও বিব্রতকর, যা আমার মানহানি হয়েছে।'

মানহানির মূল কথা হচ্ছে অন্যের সুনাম নষ্ট করা। মানহানি সম্পর্কে সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, এটা একজন মানুষের চরিত্র বা মানসম্মানের ওপর একটা মারাত্মক আক্রমণ বা আঘাত সৃষ্টি করা। এটা একজন ব্যক্তির সুনামের ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা। আরো বলা যায় যে, মানহানি একজন ব্যক্তির মানসম্মানের বিরুদ্ধে একটি অযৌক্তিক, বেআইনি ও মিথ্যা আঘাত সৃষ্টি করা। পত্রিকা বা মিডিয়া প্রকাশনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ দেশের সব মানুষের কাছে প্রকাশ করা হয়। ফলে ওই ব্যক্তি সমাজে একজন ঘৃণিত, অপমানিত এবং মর্যাদাহানিকর ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ফলে ওই ব্যক্তি তার চাকরি পর্যন্ত হারাতে পারে অথবা কোনো অফিসে চাকরি প্রাপ্তির বা চাকরিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বা ব্যবসা বা পেশা পরিচালনার ক্ষেত্রে, এমনকি বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

প্রচলিত আছে যে, একজন ব্যক্তির টাকা বা সম্পদ নষ্ট বা চুরি হলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু তার সুনাম, চরিত্র নষ্ট হলে জীবনের সব কিছুই হারিয়ে যায়। কাজেই প্রত্যেকটা মানুষের তার সুনাম ধারণ ও রক্ষণ করার অধিকার আইনগতভাবে তাকে প্রদান করা আছে। জেনেশুনে বা বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে পত্রিকায় মুদ্রণ, প্রকাশন ও বিক্রয় করার মাধ্যমে যেকোনো একজন নাগরিকের সুনাম, মানমর্যাদা জনসমক্ষে ক্ষুণ্ন করা একটা গুরুতর অপরাধ হিসেবে শুধু আমাদের দেশে নয়, প্রত্যেক দেশেই পরিগণিত হয় এবং এটা একটা ফৌজদারি ক্ষমাহীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই শাস্তির বিকল্প হিসেবে অন্য কোনো বিধান প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বা পাকিস্তানেও বিদ্যমান নেই।

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং প্রত্যেক নাগরিকের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে এসব স্বাধীনতার অধিকারটা একই অনুচ্ছেদের আওতায় বিভিন্নভাবে যথা জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে ভোগ করার কথা বলা হয়েছে। এটা একটা বিশ্বজনীন নীতি- যেকোনো অধিকারই লাগামহীন নয়; কাজেই চিন্তা, বিবেক, ভাব প্রকাশ বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও লাগামহীন নয়। লাগামহীন বাক্ বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা একটা লাইসেন্স হয়ে যাবে এবং সে জন্যই আমাদের সংবিধানের অধিকাংশ মৌলিক অধিকারকেই যুক্তিসঙ্গত আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটা বলা একান্ত প্রয়োজন যে, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কখনোই একজন ব্যক্তি বা কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠীর সুনাম, মর্যাদা রক্ষা করার স্বাধীনতা বিনষ্ট করতে পারবে না। বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে দণ্ডবিধি আইনের ৫০১ ও ৫০২ ধারা সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী, এই মর্মে কোনো রায় প্রদান করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বিচারকেরা যে সমালোচনার ঊর্ধ্বে তা কখনো নয়, তবে তার দায়বদ্ধতা বা সেসব সমালোচনার ধরন ও প্রকৃতিতে রয়েছে ভিন্নতা। বিচারকের রায়ে যদি কোনো ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হয় এবং সে যদি মনে করে তবে সে ন্যায়বিচারের প্রাপ্তির জন্য উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারবে। কাজেই আমাদের উচিত আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ভুলে গেলে চলবে না, একজন বিচারক যদি তার বিচারিক কার্যক্রম সম্পর্কে নির্ভীক না হতে পারেন ও প্রদত্ত রায় সম্পর্কে যদি উদ্বিগ্ন থাকেন বা প্রচারিত কোনো সংবাদ সম্পর্কে ভীত হয়ে যান তাহলে তিনি ন্যায়বিচার কিংবা স্বাধীনভাবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করতে পারেন। যদি সে রকমটা হতে থাকে তবে পরিশেষে বিচারপ্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত হবে। ফলে দেশবাসী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিচারপতিদের সাহস থাকতে হবে, তবেই আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পাবে। পাশাপাশি ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

> রাষ্ট্রের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে আদালতের রায়ের গঠনমূলক সমালোচনা করার। রায়ের সমালোচনা হতে কোনো দোষ নেই; কিন্তু যে বিচারক সে রায় প্রদান করেছেন তাকে তার রায়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সমালোচনা বা কোনো প্রকারের আক্রমণ করা যাবে না। যদি কোনো রাষ্ট্রে সে রকমটা হতে থাকে তবে সে রাষ্ট্রের বিচারপ্রতিষ্ঠান চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ও গণতান্ত্রিক ধারা হুমকির মুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

রাষ্ট্রের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে আদালতের রায়ের গঠনমূলক সমালোচনা করার। রায়ের সমালোচনা হতে কোনো দোষ নেই; কিন্তু যে বিচারক সে রায় প্রদান করেছেন তাকে তার রায়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সমালোচনা বা কোনো প্রকারের আক্রমণ করা যাবে না। যদি কোনো রাষ্ট্রে সে রকমটা হতে থাকে তবে সে রাষ্ট্রের বিচারপ্রতিষ্ঠান চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ও গণতান্ত্রিক ধারা হুমকির মুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

আসুন আমরা একটি ইতিবাচক সংবাদের অপেক্ষায় থাকি। যে দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পত্রিকার পাতায় দেখতে পাবো 'একজন বিচারক আরেকজন বিচারকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষোদগার করতে পারবেন না– একটি বিশেষ আইন করে নিষেধ করা হয়েছে।' সে দিন আমাদের সংবিধানের শাশ্বত বাণী চিরন্তন রূপ পাবে। শুরু হবে বিচারব্যবস্থায় নতুন এক যুগের।

লেখক : বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, আইনগ্রন্থ প্রণেতা

বেগার ইন দ্য স্ট্রিট

অরুণ কুমার বিশ্বাস

ছোট্ট দোতলা বাড়ি। খুব বেশি দিন হয়নি বাড়িখানা তৈরি হয়েছে। বাড়ি এখানে আগেও ছিল। টিনশেড বি্ং। এখন টিনের বদলে ছাদ, নতুন দেয়াল। সদ্য চুনকাম শেষে রুবিয়ালাক ডিসটেম্পারে ঝকঝক করছে বাড়িখানা। এমন একখানা বাড়ি করার খুব শখ ছিল আলম সাহেবের। নিজে করতে পারেননি, ছেলেরা করেছে। বাড়ি হয়েছে বটে, তবে এর জন্য তাকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে।

আলম সাহেব সামান্য চাকরি করতেন। কাজ তেমন আহামরি কিছু নয়, করণিক হিসেবে চাকরিতে ঢুকে অবসরে যাবার আগে হেডক্লার্ক হিসেবে পদোন্নতি পান। মানে বড়বাবু। নিজের উপার্জনে মনের মতো একখানা বাড়ি করে যেতে পারেননি। তবে ছেলেরা তার সে সাধ মিটিয়েছে। আলম সাহেবের দুই ছেলে-রাফি ও শফি। দুজনই আজ প্রতিষ্ঠিত। নিজেদের মতো করে ব্যবসা-বাণিজ্য গুছিয়ে নিয়ে বেশ আছে।

আলম সাহেব বিপত্নীক। বছর তিনেক হয় স্ত্রী মারা গেছেন। রোজগারের সামান্য টাকায় ছেলেদের মানুষ করতে গিয়ে স্ত্রীকে খুইয়েছেন। অনাহারে-অর্ধাহারে কাটিয়েছেন নিজেও। এ নিয়ে অবশ্য বউয়ের কোনো আফসোস ছিল না। মুখ বুজে সব মেনে নিয়েছেন। আজ সে নেই। তিনি এখন বুঝতে পারছেন, ছেলেদের দিকে মনোযোগ একটু কম দিয়ে স্ত্রীর কথা ভাবলে আখেরে লাভ হতো। প্রচণ্ড শীতে পানির ট্যাঙ্কের সঙ্গে গলাগলি ধরে আকাশ ছুঁতে হতো না।

বড় ছেলের আ্রামডার্ন বউ একদিন আব্দার ধরল- হ্যাঁ গো, তোমার ওই বুড়োবাপ ড্রয়িংরুমে বসে সারাক্ষণ কী করে বলো তো! কথাবার্তার ছিরিছাঁদ নেই, খক্‌খক্ করে শুধু কাশে, ম্যানারস জানে না। আমার বাপেরবাড়ির লোকেরা এলে লজ্জায় মরে যাই। ওকে বরং ছাদে তুলে দাও! ছাদের ঘরটা তো খালিই পড়ে আছে।

আপা ঠিক বলেছে ভাইজান। ঘরটা খালি হলে এটাকে গেস্টরুম বানানো যায়। অমনি কায়দা করে একখানা লেজুড় জুড়ে দেয় ছোটছেলের বউ।

কিন্তু রুমা, বাবা বুড়ো মানুষ। ছাদে যে ঠান্ডা, টিকতে পারবেন তো! মিউ মিউ করে রাফি।

কেন পারবে না! রাস্তাঘাটে ফুটপাতে কতো মানুষ অনাদর অবহেলায় পড়ে থাকে। সামান্য কেরানি, তার এত বায়নাক্কা কিসের!

মোক্ষম যুক্তি। খাঁটি কথা বলেছে বড় বউ। অতএব কণ্ঠভোটে হ্যাঁ-সূচক বিল পাস হয়-আলম সাহেব এখন থেকে বাড়ির ছাদে ট্যাঙ্কলাগোয়া অ্যাটিক রুমে গিয়ে থাকবে।

আলম সাহেব কিচ্ছু বলেন না। নিজের ছেলেরা যেখানে লেজিসলেটর, সেখানে আবার কোনো কথা চলে নাকি! সরকারি দল, বিরোধী দল, সব তারা নিজেরা। আলম সাহেব সেখানে অবাঞ্ছিত। সামান্য কেরানি। তাও যদি তার চাকরিটা থাকত! তিনি এখন অপাঙক্তেয়, অথর্ব, অপ্রয়োজনীয়।

একদিন ছোট নাতনি অভিযোগ করলেন, দাদাভাই, তুমি অমন জোরে জোরে কাশো কেন! আমার পড়ার ডিস্টার্ব হয়। পড়ায় মন বসাতে পারি না।

কী করব দাদুভাই, বয়স হয়েছে। কাশি এলে নিজেকে আটকাতে পারি না যে!

তাহলে রাস্তায় গিয়ে কেশো। কেউ আপত্তি করবে না। মেয়ে বলল। সামনে ওর বাবা বসে আছে। কিচ্ছু বলে না। কিশোর রবিউল আলম সাহেবের গাঁয়ের ছেলে। বাসায় ফুট-ফরমাশ খাটে। এই দুনিয়ায় তার আপন বলে তো কেউ নেই! রবিউল সুযোগ পেলে দাদুর কাছে গিয়ে বসে, টুকটাক গল্প করে।

এই রবিউল, তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি? কাজের সময় তোর টিকিটি দেখা যায় না! বড্ড ফাঁকিবাজ হয়েছিস আজকাল!

চাচি, আমি দাদুর ঘরে ছিলাম। দাদুর চাদরটা কী নোংরা হয়েছে! কেচে দিয়েছি।

মুখে মুখে কথা! দাদুর ঘরে ছিলাম! সেখানে কেন গেলি রে হারামজাদা। বুড়ো তোকে খাওয়ায়, না বেতন দেয়! চাদর ময়লা হয়েছে তো সে নিজে কেচে নেবে। তুই কেন গেলি! অমনি মুখ ঝামটা মারে নিপা।

আলম সাহেব সব শোনেন। আর নীরবে কাঁদেন। স্ত্রীর কথা প্রায়শ তার মনে পড়ে। কুলসুম ঠিকই বলতো, হাতেরপাঁচ ছেড়ো না গো! মানুষের মন, বদলে যেতে কতক্ষণ! বাবা-মাকে পর করে দিতে ওদের কষ্ট হয় না! আলম সাহেব স্বপ্নেও ভাবেননি, স্ত্রীর কথা এমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে।

নতুন আইন জারি হলো বুড়ো লোকটা নিজের ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। নো হাঁচি, নো কাশি। তাতে পরিবেশ দূষণ হয়। নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে। দিনে একবার ভাত আর একবার রুটি পাবে। খাওয়া নিয়ে কোনো রকম টালবাহানা চলবে না। খেতে ইচ্ছে হলে খাবে, নইলে উপোস থাকবে।

সঙ্গে একটু চা দিও বউ মা! বড় আব্দারের সুরে বললেন আলম সাহেব। প্রচণ্ড শীতে চিলেকোঠায় জমে যাবার জোগাড়!

শুনি, চা কেনার টাকাটা কোত্থেকে আসবে! একশ গ্রাম চায়ের দাম কতো জানেন! পঞ্চাশ টাকা। তা দিয়ে দেড় কেজি চাল কেনা যায়! চা নয়, বড়জোর একগ্লাস গরম পানি মিলতে পারে। তাও রোদে শুকোনো। গ্যাস সরকারি সম্পদ। নিজের বাপ মরে মরুক, তার জন্য সরকারি গ্যাস অপচয় করা চলবে না। দেশপ্রেম বলে কথা!

ছেলে-বউদের রক্তচক্ষু এড়িয়ে হিমঘর থেকে লুকিয়ে বেরোলেন আলম সাহেব। দেখা হলো পুরনো বন্ধু সবুরের সঙ্গে। কতোদিন কথা হয় না!

কী ভাই আলম, কোথায় ছিলে এতদিন? একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেলে যে! চাকরি-বাকরি ধরেছ নাকি!

নারে ভাই, আর চাকরি! স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছি বুঝলে! বাইরে বেরোনো বারণ। মাঝেমাঝেই শীতঘুমে যেতে ইচ্ছে হয় ভায়া। আর কতো। অনেক তো বাঁচলাম! খামোখা এভাবে অন্নধ্বংস করে কী লাভ বলো!

এসব কী বলছো আলম! জীবনের এই তো শুরু। ছেলে আর ছেলে-বউদের মধুর অত্যাচারে আমার আর মরা হবে না বুঝলে! এটা খাও, ওটা খাও। এখানে বেড়াতে চলো, ওখানে শপিং-এ নিয়ে যাও। তার ওপর আবার নাতি-নাতনিদের আব্দার-আহ্লাদ! সত্যি, জীবনটা বড্ড সুন্দর! বড্ড বাঁচতে ইচ্ছে করে আমার! বউ নেই তো কী হয়েছে, আদরের ছেলেরা আছে না! সবুরের চোখেমুখে অদ্ভুত পরিতৃপ্তি! তোবড়ানো গালে উচ্ছ্বাসের উপচ্ছায়া।

আলম সাহেব কিছু বলেন না। গোপনে দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। মনে মনে বলেন, আমারও কি কিছু কম আছে রে ভাই। ছেলেপুলে, নাতি-নাতনি, ছেলে-বউ সব আছে। শুধু কপালে নেই। নইলে সবকিছু থেকেও কেন আমি রাস্তার ভিখিরি! অ্যা বেগার ইন দ্য স্ট্রিট!

লেখক :কথাসাহিত্যিক ও রম্যলেখক

Weekly Desh

• Britain's largest circulation Bengali newspaper
• Out every Friday • Free • 50p where sold

Ending famine in Somalia, the Turkish way

Happiness report: Norway is the happiest place on Earth

School funding: Winners and losers in shake-up

Individual schools will lose or gain hundreds of thousands of pounds in the first year of the biggest shake-up of school funding in England for decades.

Official figures released as the part of consultation on the changes show 9,045 schools will lose money while 10,653 will get more.

One school - Nottingham Academy - will get £224,000 less in the first year of the new "funding formula".

Two, Loxford School in Redbridge and The Sydney Russell School in Dagenham, will be £300,000 better off amid moves to end a "postcode lottery".

Governors urge school funding bravery

In four areas of the country every school will either be the same or worse off, with no additional funding, according to the data.

Across England, the overall budget given to schools is rising by 0.5% compared with spending in 2016-17, from £31.6bn to £31.8bn.

What is changing and why?

The Department for Education (DfE) is trying to end what it refers to as an "historic postcode lottery in funding".

Education secretary Justine Greening says the old system is "unfair" as similar schools can get different levels of funding with "little or no justification".

The current system sees councils distribute the dedicated schools grant based on the number of schools, the level of need and early years provision.

It will be distributed according to a nationally-set formula, rather than local ones, mainly on pupil numbers and need. And the new model will recognise that some smaller schools in rural areas face extra costs because they are smaller.

Some schools stand to lose up to 1.5% of their existing funding in the first year, worth potentially hundreds of thousands of pounds to some, while others will be better off.

Which areas will be hit hardest?

It means less money for urban areas including inner London, Birmingham, Manchester, Nottingham and Coventry.

Head teachers representing about 3,000 schools say the new national funding formula ignores inflationary cost pressures faced by all schools.

It means every state-funded school in Southend-on-Sea, Hammersmith and Fulham, Lambeth and Camden will either have less or the same funding as now.

In Birmingham, the largest education authority, 15 out of 386 schools, 4% of the total, will see funding increase.

Which schools will lose the most?

The largest cut to an individual school's budget under the proposals is 1.5%.

This will affect 596 schools. And 123 schools will receive at least £100,000 less in the first year.

Nottingham Academy will lose £224,000 of the £15.1m it received in 2016-17. Langdon Academy in Newham will be £183,000 worse off. Both are "all-through" schools catering for pupils aged three to 19.

In Nottingham, 87 out of 89 schools will see either see a cut or no increase in their funding.

Councillor Sam Webster, who oversees education for Nottingham City Council, said: "These budget cuts will mean cuts to important aspects of school life. Faced with reducing funds, schools in Nottingham will have to reduce services.

"And it's the added enrichment - the out of normal hours services, the holiday clubs, the breakfast clubs, the trips to broaden the horizons of our children, the reading sessions for parents, the extra-curricular sports, culture and arts activities - that I fear will be first to go."

Which areas will see the biggest cuts?

Urban, inner-city areas will see the biggest falls. London boroughs, as well as Manchester, will each lose 1.4% of funding, spread across their schools.

In Hackney, schools will lose £2.7m in the first year of the new funding model. However, seven of the 73 schools in the London borough will see funding increase.

Which schools will gain the most?

For the schools seeing the biggest lift in their funding, the change represents a boost of about 3%, with the Loxford School in Redbridge, Outer London, receiving an additional £330,000 in the first year.

Which areas will benefit?

Areas such as Derby, York and Torbay, however, can expect to see the total funding shared by schools to rise by about 2.4%.

Across England as a whole, rural areas will see an increase in funding because of a new "sparsity" measure that takes account of their schools being smaller and further away for pupils to travel to.

The DfE said the proposals would ensure "every pound of the investment we make in education has the greatest impact".

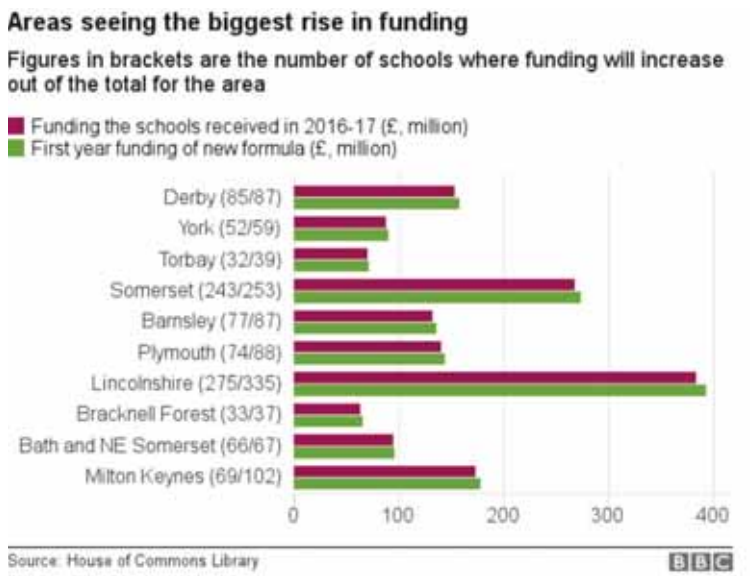

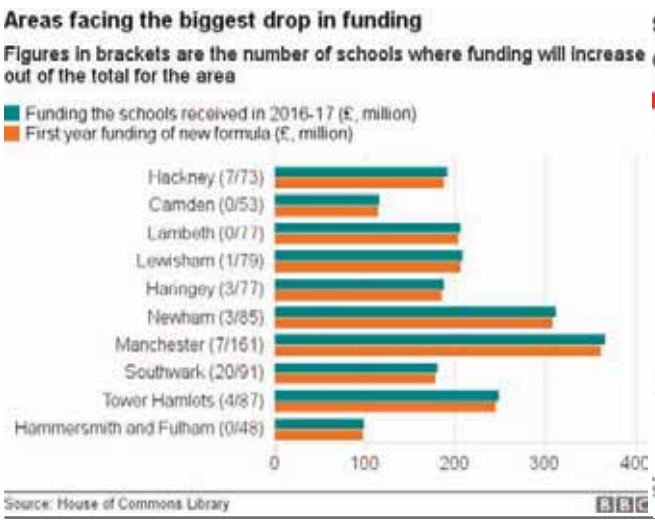

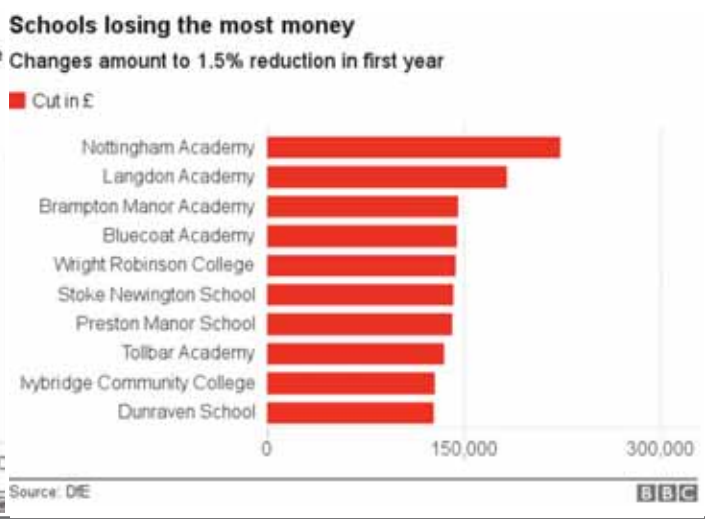

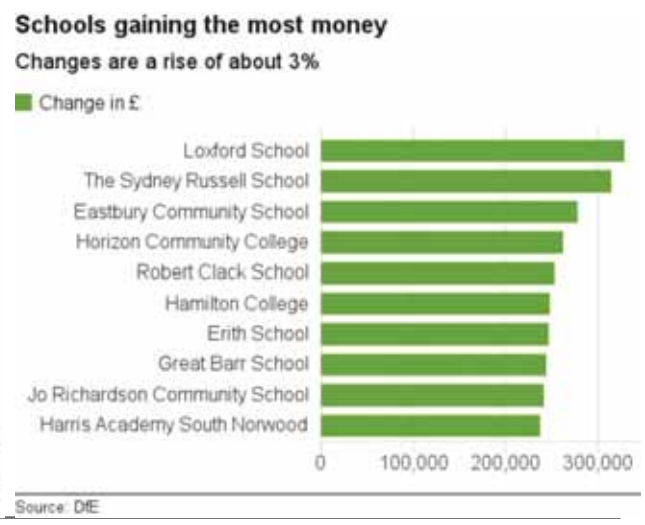

News

A 'new India' where fringe is the mainstream

Narendra Modi, left, Uttar Pradesh governor Ram Naik and Yogi Adityanath, right.

Nilanjan Mukhopadhyay

The decision of Indian Prime Minister Narendra Modi and his Hindu nationalistic party, the Bharatiya Janata Party (BJP) to appoint hardline Hindu priest, Yogi Adityanath, as chief minister of Uttar Pradesh, India's most populous state where the party secured a jaw-dropping victory on March 11 stunned admirers and detractors alike.

While the response of his critics is more or less understandable, the reaction of supporters to the Yogi's appointment, especially middle-of-the-road liberals drawn to the party for the hope that Modi generated, is most striking.

Their dismay over the choice of chief minister stems from Adityanath being no benign Yogi. Instead, he is the undisputed mascot of rabid, vitriolic and abusive supporters of Hindu sectarianism.

For the major part of his two-decade-long political career, the new chief minister has been BJP's enfant terrible and often remained unrestrained, even when party leaders wished to sheath their swords.

Adityanath has violated party discipline in the past and established a separate vigilante group, Hindu Yuva Vahini. He put up candidates against the party in state elections in the past and in the recent elections.

Despite this, his appointment provides perhaps the best indication of the BJP's future political strategy.

Within hours of the Yogi being named chief minister, news websites strung together collections of his most divisive statements. Targets of his hatred are diverse, from Nobel Peace Prize recipient and Apostle of Peace, Mother Teresa, to the King of Bollywood, Shahrukh Khan.

In October 2014, the Yogi spearheaded a campaign against Muslims claiming they had launched "love jihad" against Hindus by training Muslim youth to seduce Hindu girls.

He asserted on his website that the latest holy war was a "system where a girl surrounded with fragrance is enticed into a stinking world; where the girl leaves her civilised parents for parents who might have been siblings in the past; where purity is replaced with ugliness; where relationships have no meaning; where a woman is supposed to give birth every nine months; where the girl is not free to practise her religion; and if the girl realises her mistakes and wants to be freed, she is sold off."

Modi's liberal backers are disappointed because, in their assessment, the prime minister has wasted an opportunity to put the state's economic development on overdrive.

The fear is that Adityanath's appointment sends a signal to BJP cadre that the state government will prioritise Hindutva-centric promises in its election manifesto.

These include imposing legal ban on the practice of oral divorce among Muslims, forming "anti-Romeo" police squads to prevent Muslim youth from wooing Hindu girls, shutting down mechanised abattoirs and illegal slaughterhouses, and, of course, speeding up processes to remove hurdles to build a temple deifying Lord Rama in Ayodhya, epicentre of independent India's longest lasting political dispute and so on.

These measures will add to the disquiet of already anxious Indian Muslims who comprise more that 14.2 percent of the population according to census figures of 2011.

In the biography of Modi, which I wrote before he became prime minister, a chapter was titled - "Janus - The March Begins", denoting his two-faced personality.

During his tenure as Gujarat chief minister, and even thereafter, he has been at ease proclaiming India's development was his primary objective while promoting politics that sharpened social prejudice.

In comments after the Yogi was inaugurated in office, Modi referred to Uttar Pradesh as Uttam Pradesh, the Hindi for "finest state".

It has been Modi's tactical brilliance that he has kept both detractors and followers confused over which face to believe in: the "emperor of Hindu hearts" or the "development man"?

In 2014, his first statement after entering parliament was to term it "temple of democracy", a declaration that surprised most because he entered office with the image of a hardline Hindu nationalist and potentially authoritarian leader. Thereafter, he invited leaders from the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) nations to his inauguration ceremony.

Yet, within weeks in important by-elections in Uttar Pradesh, he nominated Adityanath as the party campaign's spearhead.

For several months, Modi looked the other way as cabinet colleagues used abusive language against adversaries, allied organisations organised controversial "reconversion" programme to bring Muslims "back into the Hindu fold" and when churches were desecrated.

Former US President Barack Obama, during his visit to India in January 2015, reminded the need to uphold religious freedom and constitutional rights. Modi followed on this by holding a meeting with Muslim and Christian religious leaders.

After the BJP's spectacular victory in Uttar Pradesh and other states, Modi's victory speech was markedly humble and he promised to be more socially inclusive and accommodative towards critics.

"Power is acquired by majority, governments are run by consensus," he had declared to widespread applause. A few commentators, including, appreciated this and wondered if the weight of the mandate had sobered Modi. Adityanath's appointment belies such optimism.

Because of his dual-trait, it would be early to fear the demise of development-based governance in Uttar Pradesh. Critics, however, will conclude that a polarised India, where Muslims lead quasi-ghettoised lives, constantly under social suspicion and state watch is the "New India" that Modi promised.

Modi can yet again turn his government's wheels towards developmental programmes, using the Yogi as a shield to ward off fringe forces.

The trouble, however, is that with Adityanath becoming chief minister of India's most politically influential state, the fringe has become more mainstream than ever before in Modi's India.

Nilanjan Mukhopadhyay is a Delhi-based writer and journalist with a special interest in Hindu nationalistic politics. He is the author of Narendra Modi: The Man, The Times.

Flight ban on laptops 'sparked by IS threat'

An aircraft cabin ban on large electronic devices was prompted by intelligence suggesting a terror threat to US-bound flights, says US media.

The US and UK have announced new carry-on restrictions banning laptops on certain passenger flights.

The so-called Islamic State group (IS) has been working on ways to smuggle explosives on to planes by hiding them in electronics, US sources tell ABC.

The tip-off was judged by the US to be "substantiated" and "credible".

Inbound flights on nine airlines operating out of 10 airports in eight countries are subject to the US Department of Homeland Security ban.

Phones and medical devices are not affected.

US Secretary of State Rex Tillerson is hosting a two-day meeting of ministers and senior officials from 68 nations to discuss the threat from IS.

The Washington talks will be the first full meeting of the coalition since December 2014.

This will be a chance for the Trump administration to put its stamp on the global battle against the Islamic State group, and for the reticent secretary of state to put his stamp on a foreign policy issue that the president has identified as a priority.

The State Department says the meeting aims to accelerate efforts to defeat IS in its remaining strongholds: the Iraqi city of Mosul and the Syrian city of Raqqa.

On the campaign trail Mr Trump claimed to have a secret plan to obliterate the group. But his Pentagon has largely stuck with Barack Obama's strategy of supporting local ground forces, albeit with increased US military participation as the assault on Raqqa nears. Coalition members will also discuss how to stabilise and govern the cities after the conflict; and they're looking to see if Washington remains committed to a longer term effort to secure the region.

Baby teeth removals 'up 24% in a decade'

Hospitals in England are seeing thousands of very young children each year needing baby teeth removed.

The Faculty of Dental Surgery at the Royal College of Surgeons, which compiled the data, blames tooth decay linked to sugary diets.

Figures show there were 9,206 extractions carried out on children aged four and younger between April 2015 and March 2016.

A decade ago, it was closer to 7,400 extractions.

That is a rise of about 24% in the space of a decade - more than you would expect from population growth alone, says the faculty.

However, the total number of extractions for children aged nine or under fell slightly last year, from 34,788 extractions in 2014/15 to 34,003 in 2015/16.

Lead researcher Prof Nigel Hunt said: "When you see the numbers tallied up like this, it becomes abundantly clear that the sweet habits of our children are having a devastating effect on the state of their teeth.

"That children as young as one or two need to have teeth extracted is shocking.

"What is really distressing about these figures is that 90% of tooth decay is preventable through reducing sugar consumption, regular brushing with fluoride toothpaste and routine dental visits.

"Despite NHS dental treatment being free for under-18s, 42% of children did not see a dentist in 2015-16."

Tooth decay is preventable - largely by limiting sugary food and drink and making sure children visit the dentist regularly, as well as brush their teeth twice a day with fluoride toothpaste.

- Brush as soon as your baby gets their first tooth
- Do it twice a day - morning and night - for about two minutes
- Use only a smear of toothpaste if your child is younger than three. Use a pea-sized blob thereafter
- Make sure the toothpaste is lower-strength, containing 1,000ppm fluoride

Public Health England is working with the food and drink industry to cut the amount of sugar children consume from common foods such as breakfast cereals, yoghurts, biscuits and cakes.

A spokesman from the Department of Health said: "These are worrying statistics - which is why we are taking action.

"We are introducing a soft drinks levy, as well as a broader sugar reduction programme, to encourage food and drink companies to reduce the amount of sugar that is in popular products in the first place."

News

There's no secret plot. Momentum just wants a fair say in the Labour party

Conrad Landin

Another week, and yet another fierce debate as the battle for the soul of the Labour party continues. Tom Watson has warned of an "entryism threat", and, for his part, been accused of "a concerted attempt to interfere" in Unite's general secretary election.

The row follows the publication of a secret recording of a Momentum meeting, which Sunday's Observer said revealed a "hard-left plot by supporters of Jeremy Corbyn to seize permanent control of the Labour party and consolidate their power by formally joining forces with the super-union Unite". In the recording, Momentum founder Jon Lansman says Unite and the Communication Workers Union are likely to affiliate to the left faction. He calls on party activists to mobilise to ensure Corbyn supporters are selected as delegates for this year's party conference – where a controversial rule change that would reduce the threshold of votes needed for leadership nominations from MPs and MEPs could be heard.

The reality is that this is not a secret plot at all, but the natural machinations of an unpleasant but inevitable internal struggle. Labour First, the "traditional right" faction, has avidly fought to win positions at constituency level. Its own admirable organising efforts ahead of last year's conference ensured that equally controversial changes to weaken Corbyn's majority on the national executive were carried.

Though we're now well used to senior Labour figures deploying the "late-night typewriter", the party's deputy leader telling a fellow member, "you have to be stopped" on Twitter is still extraordinary. But perhaps it speaks to a desperation that is felt by many Labour MPs at present. Not only is the party led by a faction they thought was dead in the water, but they are completely powerless to stop it. Though they were intending to weaken affiliated unions, party chiefs unwittingly shifted the balance of power from the parliamentary party to the grassroots with the Collins report.

The biggest lesson from Owen Smith's failed leadership challenge last year is that this shift is now irreversible. MPs' no-confidence vote proved entirely futile, and an attempted fix to keep Corbyn off the ballot paper also failed. Party operators were successful in denying votes to new members, but this was not enough to change the outcome. Indeed, these moves strengthened Corbyn's position. Not only did they fuel the "coup" rhetoric of the time, they also alerted new members to the importance of Labour's arcane, confusing and downright boring party structures.

So Momentum's strategy of mobilising members within these structures is undoubtedly the winning one. Labour MPs may argue that a leader without parliamentary support lacks legitimacy, but they may as well argue, to paraphrase Brecht, to dissolve the Labour membership and elect another. Keeping a left candidate off the ballot paper, which is the essence of opposition to the "McDonnell amendment", would be the death knell for the party. So-called moderates hope to change the tide by getting Gerard Coyne elected to lead Unite in place of Len McCluskey, but this looks increasingly unlikely.

If Labour's right wing is to regain control of the party, it will certainly not be thanks to the efforts of MPs. To some extent Labour First and the Blairite faction Progress recognise this, which is why they are investing time and effort in organising in the local lay structures. But in a mass-membership party, they will struggle to carry on winning once the Corbyn-supporting membership wakes up to the importance of process.

Labour's conference arrangements committee, the body that will decide if the changes to leadership election rules will be heard at the conference, is partially up for election this year. Members are currently represented on this body by the MP Gloria De Piero and former MEP Lord Cashman, who were backed by Labour First and Progress. But they were elected before there was much consciousness in the membership as to the importance of such structures under a left leadership. Given the left's overwhelming victory in the national executive elections last year, former union leader Billy Hayes and left activist Seema Chandwani could well be on course to unseat them.

Internal warfare is undoubtedly doing damage to Labour's prospects. But it's easily forgotten these days that Labour lost two successive general elections before anyone even contemplated Corbyn becoming its leader. Social democracy across Europe is in crisis: the Dutch Labour party lost three-quarters of its seats in last week's elections. Until MPs see mass membership as an asset rather than a menacing, entryist force, it is hard to foresee reconciliation. If the Labour right or the "soft left" wants to win over members, they must offer a vision of what they stand for that goes beyond Tony Blair's third way or Ed Miliband's "responsible capitalism". And until they do, more importantly, it is hard to believe they are more likely to win a general election than Jeremy Corbyn.

Ending famine in Somalia, the Turkish way

By Afyare A Elmi

Somali people carry Turkish and Somali flags as they gather in support of Turkish President Tayyip Erdogan

Jerome Jarre's viral hashtag, #TurkishAirlinesHelpSomalia, was yet another attempt to draw worldwide attention to the famine in the Somali peninsula, but the Somali people are in need of both an organised, short-term as well as a long-term response to ensure that this crisis is contained, and does not happen in the future.

In Somalia, the cycle of long droughts followed by famines has been going on for many decades. Now, more than five million Somalis need immediate assistance in order to prevent another famine. "This drought has created the biggest displacement of people in the country," said Adan Adar, the country director of the American Refugee Committee.

Somalis from all over the world, as well as a large number of local and internationalNGOs, have been collecting and sending in donations.

In order to save as many people as possible, an immediate and large-scale humanitarian campaign effort followed by a sustainable development strategy that can help build resilient state institutions to control the negative effects of future drought occurrences are necessary.

The model the Turkish government employed in 2011 and 2012 offers an innovative perspective. Therefore, donor countries must consider adopting it for Somalia.

Humanitarian agencies and international organisations have started rescue efforts by raising the awareness of the world community.

In early March, the United NationsSecretary-General Antonio Guterres, paid an unannounced yet timely visit to Somalia in order to mobilise the international community to help rescue the people who were affected by the drought.

In fact, in the past, Guterres has been a consistent supporter of Somali people. For instance, when he was the commissioner for the UNHCR, he pressured both Kenyan and Somali governments to respect the human rights of the refugees.

As recently as 2011, Somali people have experienced one of the worst famines in the Horn of Africa region, which killed more than 250,000 people and displaced at least one million.

In their book Famine in Somalia, Daniel Maxwell and Nisar Majid rightly characterised the responses to this famine as "collective failures".

In 2011, Recep Tayyip Erdogan, the current president of Turkey, was the first high-profile figure who visited Somalia, with the intention of raising the awareness of the international community.

At the present time, even though millions of Somalis are on the brink of starvation, there has been a lack of attention and support from the world community.

Therefore, the next few weeks are crucial for controlling the damage of the drought. Perhaps, the countries of the Gulf Cooperation Council (Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates, Oman and Bahrain) are well positioned to lead the short-term humanitarian efforts in Somalia because of their strong economies, geographic proximity, and cultural and historical relations with the Somali people.

The Turkish model

In Somalia, because of the lack of a functioning state, there are few mechanisms to control droughts from becoming famines. In order to reverse this and establish functioning state institutions, I believe, we can learn several lessons from the model that Turkey employed in 2011.

First, the Turkish model combined aid and development. For instance, in 2012-2014, the Turkish Red Crescent managed the Rajo camp for the 29,000 internally displaced people in Mogadishu (PDF).

At the same time, only a few kilometres from the camp, the Turkish Development Agency and a private corporation brought large construction equipment that built major roads in Mogadishu.

Second, Turkey provided direct and often unconditional assistance to the Somali government. Unlike the Western donors, Ankara gave direct budgetary assistance to the previous administration in Mogadishu. Hopefully, it will do the same for the new government.

Third, the Turkish model focused on high-impact infrastructure development projects. For example, these included hospitals, an airport and major roads.

Fourth, since the capacity of the Somali institutions are low, Ankara has used public-private partnerships to deliver most of the capital projects.

Turkish companies managed the Mogadishu airport and port, and delivered the construction of the tarmac roads. The Turkish Airways regularly flies to Mogadishu. With a new terminal in the airport, hopefully, more airlines will fly into the country.

Even though some of these companies were interested in making profits from their entrepreneurial adventures, Somalis still benefitted from their presence.

Turkish companies forced Somali businesses to compete. The more companies that arrive in Somalia, the more people that will get jobs and choices. Prices will fall and the quality of service will improve.

Finally, being on the ground was perhaps the most important factor that has helped Turkey to receive widespread support from the Somalis.

Turkish diplomats and aid workers stayed in the country, which helped them understand the Somali people and their needs better. For them, there was no need for mapping studies. Staying on the ground has significantly reduced the administrative cost as well.

Donor countries have provided billions of dollars of assistance to the needy Somalis for the last couple of decades - which Somalis appreciate.

Recently, the world community helped rescue millions of Somalis from famine in 1991 and 2011. It is a fact that the European Union, the United States and other donors have supported the Somali people in many ways.

Indeed, besides contributing to the recovery and the development of the country, the Somali diaspora in the Western and Gulf countries are now on the frontlines of the rescue efforts in Somalia.

That said, to maximise the impact of the billions of dollars of aid that the West, Gulf countries and others provide to Somalia, the current aid paradigm must be revisited.

To date, few donors invested in the infrastructure and long-term impact projects. As important as relief and capacity building projects are, it is more useful to invest in major, capital projects such as a tarmac roads, ports and hospitals.

The Turkish aid model opened new doors for the Somali people. Western and Gulf donors should follow suit and invest in the long-term projects that can help empower the state institutions, prevent another humanitarian catastrophe and contribute to the economic growth of the country.

In short, hundreds of thousands of Somalis are now on the verge of starvation. We must do all we can to rescue as many people as possible through large-scale humanitarian efforts.

Hopefully, the GCC countries will lead this campaign. In doing so, we must learn from the 2011 experience and the model that Turkey employed. Simultaneous relief and development efforts are necessary.

Afyare A Elmi is an associate professor at Qatar University's Gulf Studies Program. He is the author of the Understanding the Somalia Conflagration: Identity, Political Islam and Peacebuilding.

Feature

We must all stand up to the world's richest nation and oppose its use of modern slavery

Sharan Burrow

Migrants working on Qatar world cup sports facility.

Life for a migrant worker under Qatar's kafala sponsorship system means living under your employer's total control over every aspect of your existence – from opening a bank account to changing jobs, and even being allowed to leave the country.

This corrupt system starts with recruitment under false pretences in their home countries and entraps them once they set foot in Qatar. Talking to workers in the squalid labour camps has brought home to me how these proud young men, who have left home to build a future, are deprived of dignity and treated in the most inhumane way. Worse, in the years that I've been visiting the camps, nothing has changed.

Hundreds of these workers succumb every year to the appalling living and working conditions, returning to their home countries in coffins, their deaths callously written off as the price of progress.

The world's richest country is spending £400m a week on the huge infrastructure programme for 2022, but paying the workers who are making it happen as little as £8 a day. There is no minimum wage, no unions are allowed and even basic protections at work are lacking for most.

Winning the World Cup bid could have been a catalyst for change in Qatar, but it has not been yet. Certainly, nothing has improved for the families of the 13 workers who died in a company labour camp fire last June, or for the 500 workers who lost all their possessions in two more labour camp fires this year. They were offered only $50 in compensation and had to rely on charity for food, clothes and bedding.

Qatar's PR machine is still unable to hide the truth. Its government told the UN's International Labour Organisation this month that the exit permit regime for migrant workers has been repealed – a blatant lie.

Workers still have to get their employer's permission to change jobs and even to leave the country. Appeals to a government committee are being refused at a rate of five a day. Workers learn by text message if they can leave the country or not, and many have been waiting for a month for a decision. The fate of French footballer Zahir Belounis, who was trapped in Qatar for 19 months by his club's owners after a wage dispute, can befall any one of the nearly 2 million migrant workers there, at any time.

At the ILO, worker and employer delegates are keeping up the pressure on Qatar. Indeed, some multinational construction companies seeking improvement want to negotiate with the global construction union Building and Woodworkers International. But the government won't allow even that.

Right now, countries need to stand up at the ILO and elsewhere to Qatar's financial muscle and oppose its use of modern slavery. Those that don't will be held to account.

The Qatari government has repeatedly failed to keep its pledge to reform in the years since it was awarded the World Cup. Each time I have spoken to government representatives, promises are made – but usually the same promises they made the last time we spoke.

Fifa, too, has a heavy burden of responsibility, by not making real reform a requirement for hosting its most prestigious and profitable event. Players and fans do care if the tournament is delivered on the basis of slavery, exploitation and death.

Fifa and other global sports bodies, such as the International Olympic Committee, are making human rights a requirement in future bids for major events but, right now, Qatar's migrant workers urgently need real backing from football's ultimate authority, as it strives to revive its battered reputation.

Sharan Burrow is general secretary of the International Trade Union Confederation

I'm a bit brown. But in America I'm white. Not for much longer

Arwa Mahdawi

We live in a weird time for whiteness. But, before I get into that, a small disclaimer. You may look at my name and worry that I am unqualified to speak about whiteness; I would like to set these doubts to rest and assure you that I myself am a white person. It's true that, technically speaking, I'm a bit brown but, when it comes to my legal standing, I'm all white. Well, I'm white in America anyway. The US Census Bureau, you see, defines "white" as "a person having origins in any of the original peoples of Europe, the Middle East, or North Africa". Being half-Palestinian and half-English I fall squarely into that box.

But I may not be able to hang out in that box much longer. There are plans afoot to add a new "Middle East/North Africa" category to the US census. After 70-plus years of having to tick "white" or "other" on administrative documents, people originating from the Middle East and North Africa may soon have their own category.

Whether our very own check box is a privilege or petrifying is still to be decided. Middle Easterners aren't exactly persona particularly grata in the US right now. Identifying ourselves more explicitly to the government might not be the smartest move – particularly considering that, during the second world war, the US government used census data to send more than 100,000 Japanese Americans to internment camps.

All of this is a little odd. Why are people from the Middle East counted as white by the US government but considered definitely-not-white by many Americans? How can you count somebody as white one year and then decide they're not white the next year? Indeed it raises the question, what actually is "whiteness" and who qualifies as white?

Once upon a time this wasn't a question that was asked very much in western countries. White people were the majority and white was simply the default. Demographics have changed, however, and, over the past decade, census data on either side of the Atlantic has been warning white Brits and Americans that they may soon become a minority. This has thrown whiteness into crisis and has had a not-insignificant part to play in Brexit, the election of Trump, and the rise of a new wave of white nationalism. The so-called alt-right, for example, was born out of the idea that white identity is under attack. As Dan Cassino, a political scientist, told the Guardian: "The founding myth of the alt-right is that the disadvantaged groups in American politics are actually running things … [and] oppressing white men."

The idea that white identity is under attack assumes that whiteness is something fixed, something immutable. But whiteness has always been a fluid category. Whiteness isn't a biological fact, rather it is a sort of members-only club that has rewritten its entry requirements over the years.

Take the Irish, for example. Today, Americans love the Irish and celebrate St Patrick's Day enthusiastically. (And by celebrate I mean they get very drunk in the middle of the day – a practice Americans call "daydrinking" and Brits call "an ordinary weekend".) However, when the Irish first came to the US in large numbers nobody was holding parades in their honour; rather they were vilified in the same way that Mexicans and Muslims in the US are vilified today. In How the Irish Became White (1995), Noel Ignatiev writes that "While the white skin made the Irish eligible for membership in the white race, it did not guarantee their admission; they had to earn it." Ignatiev, along with others, argues that the Irish earned their admission by embracing racism against African-Americans; reinforcing their whiteness by emphasising other people's blackness. Ignatiev quotes John Finch, an Englishman who travelled the US in 1843, saying: "It is a curious fact that … the poorer class of Irish immigrants in America, are greater enemies to the Negro population … than any portion of the population in the free States."

It's not just the Irish who have worked their way into whiteness over the years. Italian-Americans have been similarly whitewashed. And in How Jews Became White Folks and What That Says About Race in America (1998), Karen Brodkin argues that Jewish intellectuals helped to "whiten" US Jews during the 1950s and 1960s. Jews, she says, are now considered white – but perhaps not for ever. Whiteness doesn't just expand to let people in, it can also contract and spit people out. In an essay last year, Brodkin wonders whether Trump will "unwhiten" Jews.

Whiteness has a slightly different shade of meaning in the UK than it does in the US but Brits are grappling with similar classification problems. What, for example, is to be made of Polish people, who have now overtaken Indians to become the largest foreign-born group in the UK? They may be considered white in Poland but in Britain both the census and popular sentiment classifies them as "white other", as distinct from "white British".

Ultimately, what really defines whiteness is not melanin or nationality – it's power. And while demographics may be shifting, Kenneth Prewitt, a former director of the United States Census Bureau, is sceptical that whites will ever be a minority. White people will "figure out some way to reshuffle the deck", he told me, finding new ways to bolster their numbers and protect white privilege. Perhaps, in the near future, he suggests, successful Asians (now classed as "honorary whites") will undergo a similar process to the Irish and become "white." When you look at the mutable history of whiteness the idea is certainly not beyond the pale.

News

'Good' populism beat 'bad' in Dutch election

Cas Mudde

If we are to believe the international media, last week the brave Dutch electorate defeated populism by denying the bid by the Party for Freedom (PVV) of "the Dutch Trump", Geert Wilders, to become the biggest party in parliament. Whether this is just a Dutch phenomenon, or whether populism more widely has peaked, seems to be the new topic of speculation – although some commentators simply shifted their gaze to Paris to apply the same analysis to the upcoming French presidential elections.

The Dutch elections were never about the defeat or victory of populism. Polls have shown for years that the biggest party in the country – be it the PVV or the conservative People's Party for Freedom and Democracy (VVD) of the prime minister, Mark Rutte – would at best get a quarter of the votes, probably many fewer, and have to start the arduous process of building a coalition government of four to five parties. Even if the PVV were included in this coalition– though all other relevant parties had discounted this possibility – it would be the only populist party in government. Hardly a victory for the phenomenon.

There were always two Dutch elections: one in the international media, framed as the latest iteration of the overarching struggle between an emboldened populism and an embattled establishment, and one in the Dutch media, which tried to capture the full range of political developments – including the emergence of several new populist radical right parties (such as FvD and VNL), the growing success of cosmopolitan parties (D66 and GL), the rise of a "Turkish" party (DENK), and the imminent implosion of the social democrats (PvdA).

To be fair, the "neck and neck race" between Rutte and Wilders long dominated much of the Dutch media coverage too. Premier Rutte made a consistent effort to present himself as the only politician who could keep Wilders from power, although emphasising his "irresponsible" or "unserious" politics rather than his populism. In fact, on election night Rutte declared in his victory speech that the Netherlands had put a halt to "the wrong kind of populism", implying that there is a good kind of populism, and suggesting he was a proponent of it.

Everyone in the Netherlands knows what Wilders, one of the longest serving politicians in the country, stands for: nativism, authoritarianism and populism. It is roughly the same agenda shared by the likes of Marine Le Pen (FN) in France, Frauke Petry (AfD) in Germany, and Donald Trump in the US.

The only way Wilders stands out from his ideological brothers and sisters is his uncompromising position on Islam, which takes Islamophobia to a whole new level. Almost half of his one-page election manifesto, with the Brexit- and Trump-inspired title "The Netherlands Ours Again", was devoted to the "de-Islamisation" of the country, and included proposals such as the closing of all mosques and Islamic schools and a ban on the Qur'an.

Rutte is not the only mainstream politician to suggest that "bad" populism can only be defeated by "good" populism. It is also a popular position within the crisis-ridden social democratic parties of Europe, including the Labour party in the UK. In most cases it seems to mean a (slightly) lighter form of not just populism – mainly directed at the European elites – but also of authoritarianism and nativism. And in the Dutch election, the campaigns of the two mainstream right-wing parties, the Christian Democratic CDA and the conservative VVD, were both increasingly informed by authoritarianism and nativism.

The leaders of both parties pretended to defend "Dutch" and even "Christian" values against an alleged threat of Islam and Muslims as well as their secular, leftwing fellow travellers. Even as a majority of Dutch people worried about healthcare and the welfare state, CDA leader Sybrand Buma and premier Rutte were defending "Christian" traditions like Easter eggs and Christmas trees and racist traditions including Black Pete (Zwarte Piet). Morever, Rutte suggested that there were real Dutch people and probationary Dutch people, i.e. those with (Muslim) immigrant roots, and called on the latter to "act normal" or "sod off" (where to remained unclear).

Given that the next coalition government will almost certainly be led again by Rutte, and will have the CDA and VVD as its core constituents, the question is how much the electoral "defeat" of Wilders will really mean. If the difference between "good" and "bad" populism is mainly a matter of degree – i.e. how authoritarian and nativist one is – Wilders might have the last laugh after all.

Happiness report: Norway is the happiest place on Earth

Norway is the happiest place on Earth, according to a United Nations agency report - toppling neighbour Denmark from the number one position.

The World Happiness Report measures "subjective well-being" - how happy the people are, and why.

Denmark, Iceland, Switzerland and and Finland round out the top five, while the Central African Republic came last.

Western Europe and North America dominated the top of table, with the US and UK at 14th and 19th, respectively.

Countries in sub-Saharan Africa and those hit by conflict have predictably low scores. Syria placed 152 of 155 countries - Yemen and South Sudan, which are facing impending famine, came in at 146 and 147.

The world's happiest - and saddest - countries

Happiest	Least happy
1. Norway	146. Yemen
2. Denmark	147. South Sudan
3. Iceland	148. Liberia
4. Switzerland	149. Guinea
5. Finland	150. Togo
6. Netherlands	151. Rwanda
7. Canada	152. Syria
8. New Zealand	153. Tanzania
9. Australia	154. Burundi
10. Sweden	155. Central African Republic

It mainly relies on asking a simple, subjective question of more than 1,000 people every year in more than 150 countries.

"Imagine a ladder, with steps numbered from 0 at the bottom to 10 at the top," the question asks.

"The top of the ladder represents the best possible life for you and the bottom of the ladder represents the worst possible life for you. On which step of the ladder would you say you personally feel you stand at this time?"

The average result is the country's score - ranging from Norway's 7.54 to the Central African Republic's 2.69. But the report also tries to analyse statistics to explain why one country is happier than another.

It looks at factors including economic strength (measured in GDP per capita), social support, life expectancy, freedom of choice, generosity, and perceived corruption.

'America's crisis'

This year's report also contains a chapter titled "restoring American happiness", which examines why happiness levels in the United States are falling, despite constantly-increasing economic improvement.

"The United States can and should raise happiness by addressing America's multi-faceted social crisis - rising inequality, corruption, isolation, and distrust - rather than focusing exclusively or even mainly on economic growth," the authors said.

"America's crisis is, in short, a social crisis, not an economic crisis."

Jeffrey Sachs, the director of the Sustainable Development Solutions Network, which published the report, said President Donald Trump's policies were likely to make things worse.

"They are all aimed at increasing inequality - tax cuts at the top, throwing people off the healthcare rolls, cutting Meals on Wheels in order to raise military spending. I think everything that has been proposed goes in the wrong direction," he told Reuters.

The report also suggests that professional "white collar" jobs are associated with improved happiness over "blue collar" roles - but that having a job at all is one of the biggest factors.

And while "those in well-paying jobs are happier and more satisfied with their lives", that effect has diminishing returns - "an extra $100 of salary is worth much more to someone at the lower end of the income distribution than someone already earning much more."

The report has been published for the past five years, during which the Nordic countries have consistently dominated the top spots.

The clear dominance of those countries - and Denmark in particular - has encouraged other nations to adopt the Danish concept of "Hygge" - a cultural concept of cosiness and relaxation.

What do we know of the threat?

Eric Swalwell, a Democratic member of the House Intelligence Committee, told ABC News there was "a new aviation threat".

"We know that our adversaries, terrorist groups in the United States and outside the United States, seek to bring down a US-bound airliner. That's one of their highest value targets. And we're doing everything we can right now to prevent that from happening."

A

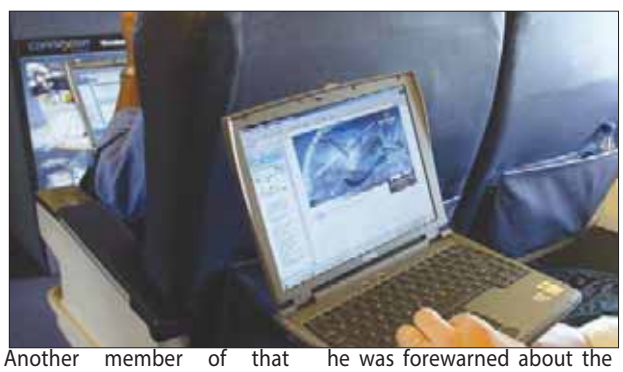

Another member of that committee, Republican Peter King, told the New York Times he was forewarned about the ban.

"It was based on intelligence reports that are fairly recent. Intelligence of something possibly planned."

The restriction is based, we are told, on "evaluated intelligence", BBC security correspondent Frank Gardner writes.

That means that US intelligence has either intercepted discussion of a possible extremist plot or has been passed word of one by a human informant.

বাংলাদেশ ব্যাংক একদিনেই তুলে নিলো ৪ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা

সাত দিন ও ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মাধ্যমে এ অর্থ তুলে নেয়।

এর মধ্যে ১০টি ব্যাংক থেকে সাত দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মাধ্যমে তুলে নেয় তিন হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা। আর ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মাধ্যমে তুলে নেয় ৭৭৫ কোটি টাকা। প্রতি ১০০ টাকার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যয় হবে দুই টাকা ৯৮ পয়সা।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানিয়েছে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাজার থেকে অতিরিক্ত অর্থ তুলে নেয়া হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত বাজারে অতিরিক্ত অর্থের প্রবাহ থাকবে ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

অবৈধদের সৌদি আরব ছাড়তে ৩ মাসের সময়

জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, যেসব মানুষ সৌদি আরব থেকে বেরিয়ে যেতে চান তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে এবং তাদেরকে সব রকম দায়মুক্তি দিতে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মেজর জেনারেল মানসুর আল তুরকি বলেছেন, সাধারণ ক্ষমার এ প্রচারণা চালাচ্ছে সরকারের ১৯টি সংস্থা। যারা হজ বা ওমরাহ ভিসা, অন্যান্য ভিসার নির্ধারিত মেয়াদের অতিরিক্ত সময় সৌদি আরবে অবস্থান করছেন তারাও আসবেন এই ক্ষমার অধীনে। তিনি বলেছেন, যারা অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে সৌদি আরবে প্রবেশ করে কাজ করছেন অথবা যাদের আবাসিক অনুমোদন নেই বা আবাসিক আইন লঙ্ঘন করছেন তাদের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এসব মানুষের জন্য 'ট্রাভেল পারমিট' ইস্যু করা হবে। এসব বিদেশিকে সৌদি আরব ছেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের জেনারেল ডাইরেক্টরেট। মানসুর আল তুরকি আরো বলেন, যেসব 'রেসিডেন্টের' পরিচয় পত্র নেই অথবা যারা তাদের হজের ভিসার মেয়াদ শেষেও সৌদি আরবে অবস্থান করছেন তাদের সাধারণ ক্ষমার সুবিধা নিতে যোগাযোগ করতে হবে নিকটস্থ পাসপোর্ট ডিপার্টমেন্টে। যারা আবাসন ও কাজের অনুমতি বিষয়ক আইন লঙ্ঘন করেছেন সেসব মানুষকে কাজে না নিতে সৌদি আরবের নাগরিক ও অধিবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এমন আইন লঙ্ঘনকারীদের ধরিয়ে দিতে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করতে আহ্বান জানানো হয়েছে জনগণের প্রতি। সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। উল্লেখ্য, তিন বছর আগে একই রকম সাধারণ ক্ষমা দেয়া হয়েছিল। মানসুর আল তুরকির মতে, ওই সময়ে এর সুযোগ নিয়ে সৌদি আরব ছেড়ে গেছেন অথবা যাচ্ছেন ২৫ লাখেরও বেশি মানুষ। ওদিকে বর্ডার গার্ডের মুখপাত্র কর্নেল সাহের আল হারবি বলেছেন, তার বিভাগ জল ও স্থলপথে অনুপ্রবেশকারী কয়েক হাজার মানুষকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

২৯ মার্চ অনুচ্ছেদ ৫০ সক্রিয় করবেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী

সমালোচনা করেছেন বিরোধী রাজনীতিকরা। তারা বলছেন, কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই দ্রুততার সঙ্গে ব্রেক্সিট সমঝোতায় পা বাড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। এ খবর দিয়েছে অনলাইন স্কাই নিউজ।

এতে বলা হয়েছে, এ বিষয়ে ইউরোপীয়ান কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট ডনালড টাস্ক-এর কাছে আনুষ্ঠানিক নোটিফিকেশন পাঠানো হবে। এটাই হবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার শুরু। এর পর যে দু'বছর সময় থাকবে তার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্ক কেমন হবে, তারা কি ইউরোপে একক বাজার সুবিধা পাবে কিনা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের কি অধিকার থাকবে বৃটেনে– এসব নিয়ে দর কষাকষি করতে হবে তেরেসা মে'কে। দু'বছর সময় পরে অর্থাৎ ২০১৯ সালের মার্চের শেষ নাগাদ এ সমঝোতা শেষ করতে হবে তেরেসাকে। তিনি ওয়েলসের সোয়ানসি সফরের সময় এক বক্তব্যে বলেছেন, যুক্তরাজ্যের জন্য সম্ভব সবচেয়ে সেরা চুক্তি নিশ্চিত করতে চাই আমি। এ বিষয়ে আমার অবস্থান স্পষ্ট। তিনি এ সময় প্রতিশ্রুতি দেন, এমন একটি চুক্তি করা হবে যা যুক্তরাজ্য ও বৃটেনের সব অংশে সবার জন্য উপকারে আসে। তিনি বলেন, এ জন্য আমি লক্ষ্য স্থির করেছি। এর মধ্যে রয়েছে একটি অবাধ বাণিজ্য চুক্তি। নিরাপত্তা সহ আরও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুও রয়েছে এর মধ্যে। তাই আমরা হার্ড নেগোশিয়েশনে যাবো। বৃটিশ জনগণ যে জন্য ভোট দিয়েছেন আমরা সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে যাচ্ছি। ওদিকে অনুচ্ছেদ ৫০ সক্রিয় করা সংক্রান্ত তথ্য ইউরোপীয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডনালড ট্রাস্কের অফিসকে গত সোমবার সকালে অবহিত করেছেন ব্রাসেলসে নিয়োজিত বৃটিশ দূত স্যার টিম ব্যারো। অনুচ্ছেদ ৫০ সক্রিয় করা বিষয়ে নোটিফিকেশনের জবাব ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইইউয়ের বাকি ২৭টি দেশের নেতারা চার থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে ব্যতিক্রমী একটি সম্মেলন ডাকতে পারেন। সেই সম্মেলনে মে বা জুন মাসের সম্ভাব্য আলোচনা শুরুর জন্য ইউরোপীয়ান কমিশনের প্রধান মধ্যস্থতাকারী মিচেল বারনিয়েরকে ম্যান্ডেট বা অনুমোদন দেয়া হবে। এরই মধ্যে ডনালড ট্রাস্ক এ বিষয়ে টুইট করেছেন। তাতে তিনি সদস্য ২৭ দেশের জন্য ব্রেক্সিট সংক্রান্ত একটি খসড়া উপস্থাপন করবেন বলে জানিয়েছেন। নোটিফিকেশনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে তা করা হবে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সমঝোতা সংলাপে উঠে আসবে বিস্তর ইস্যু। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হবে বাণিজ্যভিত্তিক। উঠে আসবে 'এক্সিট বিল'। কেউ কেউ বলছেন, এক্ষেত্রে ৫১০০ কোটি পাউন্ড পরিশোধ করতে হতে পারে বৃটেনকে। বৃটেনে অবস্থানরত ইউরোপের নাগরিক ও ইউরোপে বৃটিশ নাগরিকদের পরিণতিও হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তবে এরই মধ্যে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট জ্যাঁ-ক্লাউডি জাঙ্কার সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেসব প্রস্তাব সামনে তুলে ধরবে সেগুলো মেনে নেওয়া না হলে বৃটেনকে বাণিজ্য চুক্তির আশা ছেড়ে দিতে হবে। ওদিকে স্বাধীনতার প্রশ্নে দ্বিতীয় গণভোট দিতে চাইছে স্কটল্যান্ড সরকার। তারা অভিযোগ করেছে, অনুচ্ছেদ ৫০ সক্রিয় করার বিষয়ে যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে তাদেরকে আগেভাগে জানানো হয়নি। বৃটিশ সরকারের সমালোচনা করেছেন বিরোধী লেবার দল নেতা জেরেমি করবিন। তিনি বলেছেন, ব্রেক্সিট কেমন হবে এ বিষয়ে ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। তাদের উদ্দেশ্য পরিস্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা সরকারের কাছ থেকে জবাব চাইবো। লড়াই করবো কর্মসংস্থান, অর্থনীতি, শ্রমিকদের অধিকার, পরিবেশ ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার জন্য। তেরেসা মে'র সমালোচনা করেছেন লিবারেল ডেমোক্রেট নেতা টিম ফ্যারন। তিনি বলেছেন, কোনো পরিকল্পনা ও ক্লু ছাড়াই দ্রুততার সঙ্গে সমঝোতার পথে পা বাড়াচ্ছেন তেরেসা।

সবচেয়ে সুখী দেশ নরওয়ে

নেই।

গতকাল সোমবার জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন) থেকে 'বিশ্ব সুখ দিবস' উপলক্ষে 'ওয়ার্লড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ২০১৭' প্রকাশিত হয়। ২০১২ সাল থেকে জাতিসংঘ এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে।

বিশ্বের সুখী দেশের এই তালিকা তৈরি করতে ছয়টি মানদণ্ডকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। এই ছয় মানদণ্ড হলো মোট দেশজ উৎপাদন, স্বাস্থ্যকর গড় আয়ু, নিজের জীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা, উদারতা, সামাজিক সমর্থন এবং দুর্নীতিবিহীন সরকার ও ব্যবসা।

প্রতিবেদন তৈরির সময় দেড় শরও বেশি দেশের এক হাজারের বেশি মানুষকে একটি সহজ প্রশ্ন করা হয়। জরিপের অন্তর্ভুক্ত মানুষকে ১০টি ধাপওয়ালা একটি মই কল্পনা করতে বলা হয়। মইয়ের ১০ নম্বর ধাপে যিনি দাঁড়িয়েছেন, তিনি সবচেয়ে সুখী। ১০ নম্বর ধাপের জন্য একটি পয়েন্ট ঠিক করা ছিল। উলটো দিকে যে যত নিচের ধাপ বেছে নিয়েছেন, তিনি তত অসুখী, তাঁর স্কোরও তত কম।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নরওয়ের পরই তালিকায় থাকা দেশগুলোর মধ্যে ডেনমার্ক দ্বিতীয় অবস্থানে, আইসল্যান্ড তৃতীয়, সুইজারল্যান্ড চতুর্থ, ফিনল্যান্ড পঞ্চম, নেদারল্যান্ডস ষষ্ঠ, কানাডা সপ্তম, নিউজিল্যান্ড অষ্টম, অস্ট্রেলিয়া নবম ও সুইডেন দশম অবস্থানে আছে। গত বছর ডেনমার্ক প্রথম অবস্থানে ছিল।

তালিকার একদম শেষে, অর্থাৎ সুখী দেশের দিক থেকে ১৫৫তম অবস্থানে আছে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র। আরও কম সুখী দেশগুলোর মধ্যে আছে সিরিয়া (১৫২তম), দক্ষিণ সুদান (১৪৭তম) ও ইয়েমেন (১৪৬তম)।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান ৮০তম স্থানে থেকে সবচেয়ে সুখী। নেপাল ৯৯, বাংলাদেশ ১১০, মিয়ানমার ১১৪, শ্রীলঙ্কা ১২০ ও ভারত ১২২তম এবং সবচেয়ে অসুখী ১৪১তম স্থানে থাকা আফগানিস্তান।

এবার চার ধাপ এগিয়েছে যুক্তরাজ্য, দেশটির অবস্থান ১৯তম।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এ বছর যুক্তরাষ্ট্র এই তালিকায় গত বছরের চেয়ে এক ধাপ পিছিয়ে গেছে। এবার যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ১৪। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয় বেড়েছে, কিন্তু সুখ কমেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নীতিনির্ধারকেরা শুধু মনোযোগ দিয়েছেন আয় বাড়ানোয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুঃখের মূল কারণ সামাজিক সংকট। দেশটিতে আয় বিবেচনায় শীর্ষস্থানে থাকা ১ শতাংশ মানুষ মোট আয়ের ২৩ শতাংশ ভোগ করছেন। একই পরিমাণ সম্পদ ভোগ করছেন সবচেয়ে দরিদ্রদের ৭০ শতাংশ মানুষ। আয়বৈষম্য, সরকারের প্রতি আস্থাহীনতা, দুর্নীতি ও একাকিত্ব মার্কিনদের অশান্তির কারণ।

প্রতিবেদনে সুখে থাকার জন্য কাজ থাকা জরুরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষকেরা দেখেছেন, যাঁদের চাকরির নিরাপত্তা আছে, তাঁরা ভালো থাকেন। সেই সঙ্গে ভালো বস, ভালো সহকর্মী, বৈচিত্র্যময় ভালো কাজ, কাজের স্বাধীনতা থাকলে বাড়তি সুখ পাওয়া যায়। কাজে ঝুঁকি থাকলে বা অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে মানুষ কাজ করে সুখ পায় না।

এসডিএসএনের পরিচালক ও জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ উপদেষ্টা জেফ্রে স্যাকস এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'যেসব দেশে সমৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য আছে, অর্থাৎ যেসব দেশে সমাজের চূড়ান্ত পর্যায়ের আস্থা আছে, অসমতা কম ও সরকারের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা আছে–সেসব দেশ সাধারণ মাপকাঠিতে সুখী দেশ।'

লন্ডন মহানগর শাখা বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন

সিনিয়র সহ সভাপতি- মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, সহ সভাপতি সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু, আব্দুস সালাম আজাদ, আব্দুর রব, কদর উদ্দিন, তপু শেখ, মোঃ আকলুছ মিয়া, আব্দুল গাফফার, এডভোকেট নুরউদ্দিন আহমদ, জাহাঙ্গীর মাসুক, এমদাদ হোসেন খান, সাধারণ সম্পাদক- আবেদ রাজা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- ফয়সল আহমেদ, রোমান আহমেদ চৌধুরী, তারেক এ চৌধুরী, সোহেল শরীফ মোহাম্মদ করিম, মাহবুব হাসান সাকিব, সহ সাধারণ সম্পাদক- ফরিদ আহমেদ, আজিম উদ্দিন আজির, নজরুল ইসলাম খান, তুহিন মোল্লা, সোহেল আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক- খালেদ চৌধুরী, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- জহিরুল হক জামান, বাবুল আহমেদ, কফিল হায়দার, তোফায়েল হোসেন মৃধা, কাওছার আহমেদ, আবু তাহের, জামাল উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ- ইফতেখার আহমেদ রুবেল, সহ কোষাধ্যক্ষ- মোঃ জিয়াউর রহমান, সৈয়দ মুজিবুল ইসলাম আজু, দফতর সম্পাদক- নজরুল ইসলাম মাসুক, সহ দফতর সম্পাদক- ইপন আহমেদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক- ময়নুল ইসলাম, সহ প্রচার সম্পাদক- মোঃ সেলিম মাহমুদ, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক- শফিক মিয়া, সহ শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক- মোঃ মাকসুদুল হক, আইন বিষয়ক সম্পাদক- এডভোকেট শেখ তারেকুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক- সিদ্দিকুর রহমান অলি ওয়াদুদ, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক- মোঃ রবিউল আলম, সহ মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক- জিয়াউল হক শুভ, যুব বিষয়ক সম্পাদক- সৈয়দ জিয়াউর রহমান জিয়া, সহ যুব বিষয়ক সম্পাদক- কবির হোসেন, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক- দেওয়ান মইনুল হক উজ্জ্বল, যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক- শহিদুল ইসলাম চৌধুরী মিটু, তথ্য বিষয়ক সম্পাদক- মোঃ লাল মিয়া, সহ তথ্য বিষয়ক সম্পাদক- সোহেল আহমেদ বদরুল, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক- নুরুল ইসলাম, সহ গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক- মামুন রশিদ, পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক- রুমেল আহমেদ, সহ পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক- সৈয়দ আকবর, ক্রীড়া সম্পাদক- সৈয়দ আতাউর রহমান, সহ ক্রীড়া সম্পাদক- সিহাব আহমেদ, সংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক- নুরুল ইসলাম, সহ সংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক- শাহ আলম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক- মিলাদ হসেন রুবেল, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক- জয়নাল আবেদিন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক- মোঃ মহসিন আহমেদ, সহ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক- কামাল আহমেদ, স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক- আখলাকুর রহমান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কামরুন্নাহার সাহানা, সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- আসমা জামান, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক- ফজলে রহমান পিনাক, সহ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক- ইমরুল হক, প্রবাসী বিষয়ক সম্পাদক- আবু তাহের, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- আবু নোমান, শিল্প বিষয়ক সম্পাদক- মিছবাহ উদ্দিন, প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক- কিনু মিয়া, সহ প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক- জামাল উদ্দিন, তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক- গরিব হোসেন, ত্রান ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক- শাহ উস্তাক আহমেদ, বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক- শামসুল ইসলাম, সমবায় বিষয়ক সম্পাদক- মোঃ ওমর গনি, কার্যনির্বাহী সদস্য- গৌছ খান, মদরিছ আলী মফজ্জল, জিএম শাহরিয়ার আপু, লায়েক আহমেদ, মাহমুদ হোসেন সুজন, আব্দুল লতিফ, হাবিবুল গফফার মুক্তা, আজিজুর রহমান লিটন, ফখরুল ইসলাম, রেজাউর রহমান চৌধুরী রাজু, কিবরিয়া চৌধুরী, মইনুল ইসলাম, রায়হান চৌধুরী, মোমিনুল ইসলাম মন্ডল।

উপদেষ্টা কমিটি : আলহাজ্ব মাস্টার আমির উদ্দিন, সৈয়দ জাবেদ ইকবাল, আজহারুল আজম বাদন, আবুল হোসেন জসিম, মোঃ এনাম উদ্দিন, লুতফুর রহমান, আব্দুল হালিম, চৌধুরী মোঃ মাজহার হোসেন, দুদু মিয়া, আব্দুল মজিদ, মাহবুবুর রহমান, আব্দুল বারী, আব্দুল হামিদ, মোঃ শিবলি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ছাড়া নির্বাচন হতে দেয়া হবে না - মির্জা ফখরুল

পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন। এতে প্রমাণ হয় দেশে গণতন্ত্র নেই। নির্বাচনী প্রচারণায় সম অধিকারের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, লেভেল প্লেয়িং ফি্ তৈরি করতে হবে, তাহলে নির্বাচন হবে। তা না হলে নির্বাচন হবে না। কারণ এখন যে অবস্থা চলছে সেই অবস্থায় নির্বাচন হতে পারে না।

আজ বুধবার দুটি পৃথক সভায় তিনি এসব বলেন।

বিকেলে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে। উনারা সমাবেশ করবেন আর আমরা ঘরের মধ্যে ক্লোজড ডোর মিটিং করতেও অনুমতি নিতে হবে। নির্বাচন করবেন ভালো কথা, এর জন্য আগে পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সভা সমাবেশ করার মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। লেভেল প্লেয়িং ফি্ তৈরি না করলে নির্বাচন হবে না। বর্তমান অবস্থা রেখে কোনো নির্বাচন হতে দেয়া হবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

বিএনপির সাবেক মহাসচিব মরহুম কে এম ওবায়দুর রহমানের দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই সভার আয়োজন করে 'ওবায়দুর রহমান স্মৃতি সংসদ'।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও আয়োজক সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু, নিতাই রায় চৌধুরী, আবদুস সালাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ, জাগপার সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, মরহুমের কন্যা ও বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ প্রমুখ।

বিএনপি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন চায় জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, সেটি অবশ্যই নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের একটি নির্বাচন হতে হবে। অন্যথায় এদেশের মানুষ কোনো নির্বাচন মেনে নেবে না।

তিনি বলেন, সরকার নতুন একটা সুর তুলেছে জঙ্গিবাদ। বিএনপি নাকী জঙ্গিবাদের উসকানি দিচ্ছে। অথচ জঙ্গিবাদের উত্থান হচ্ছে কিভাবে সেটি তারা খুঁজে বের করছে না। যাদের এই অভিযোগে ধরা হচ্ছে তাদের তো মেরে দিচ্ছেন। কোনো তদন্ত নেই।

জঙ্গিবাদের কথা বলে সরকার ভয়ঙ্কর আগুন নিয়ে খেলছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, সারা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন এই জঙ্গিবাদ ইস্যু তৈরি করে কত রাষ্ট্রকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে, কত জাতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। সুতরাং জঙ্গিবাদকে তলিয়ে না দেখে একতরফা বলে যাচ্ছেন বিএনপি উসকানি দিচ্ছে। এতে সমস্যার সমাধান হবে না। জঙ্গিবাদকে নির্মুল করতে হলে সব রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল। সরকার জঙ্গিবাদকে রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহার করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দলের সাবেক মহাসচিব কে এম ওবায়দুর রহমানকে গণতন্ত্রের প্রবক্তা অভিহিত করে মির্জা ফখরুল বলেন, তিনি আজীবন গণতন্ত্রের জন্য কাজ করেছেন। তিনি যেই ধারার রাজনীতি করতেন তা বর্তমান রাজনীতিতে প্রায় বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন তিনি যে ভুমিকা রেখেছেন তা জনগণ চিরদিন মনে রাখবে। তার আর্দশ অনুসরণ করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান বিএনপি মহাসচিব।

জিয়ার মাজারে জিয়া পরিষদের শ্রদ্ধা: এদিকে আজ সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জিয়া পরিষদের ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের চেয়ারম্যান কবীর মুরাদের নেতৃত্বে নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষপার্ঘ অর্পণ করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। পরে শহীদ জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মুনাজাতে অংশ নেন তিনি। এসময় সংগঠনের সহসভাপতি অধ্যাপক আবদুল কুদ্দুস, অধ্যাপক আবু তাহের, অধ্যাপক লুৎফুর রহমান, অধ্যাপক আবদুল লতিফ, অধ্যাপক আলী নুর রহমান, অধ্যাপক মাইনুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করে বলেন, বিরোধী দলকে ঘরে বন্দি রেখে প্রধানমন্ত্রী একতরফাভাবে দলীয় প্রতীক নৌকার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, এদেশে যে গণতন্ত্র নেই, একটি দল এবং তার সভাপতি তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহ করে রাষ্ট্রের পয়সায় তিনি হেলিকপ্টারে করে প্রতিটি জনসভাতে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে ব্যবহার করে জনসভা করছেন। তিনি একদলীয় শাসনব্যবস্থা করার জন্য এগিয়ে চলেছেন এবং গায়ের জোরে একতরফাভাবে ক্যাম্পেইন করছেন। অন্যদিকে সব বিরোধী দলকে তারা ঘরের মধ্যে আটকিয়ে রেখেছেন। আমাদেরকে একটা জনসভা কবার পর্যন্ত অনুমতি দেয়া হয় না ঢাকায়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং কোনো মিটিং-মিছিল করতে দেয়া হয় না। এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই। প্রধানমন্ত্রীর এভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর প্রতিবাদ তিনি।

বাংলানিউজের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড এয়ারের ৫০০ কোটি টাকার মামলা

করায় অবশেষে মামলা দায়ের করেন ক্যাপ্টেন তাসবিরুল আহমেদ চৌধুরী।
উল্লেখ্য, প্রবাসী বিনিয়োগের একটি বড় অংশ নিয়ে বাংলেদেশে যাত্রা শুরু করেছিল ইউনাইটেড এয়ার। বাংলা নিউজে প্রকাশিত সংবাদের ফলে যুক্তরাজ্যে প্রবাসীদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের খবর প্রচারের কারনে প্রবাসী বিনিয়োগ ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কিত ব্যবসায়ীমহল। ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের লন্ডন রিজিওন সভাপতি বশির আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী বিনিয়োগ নিরাপদ রাখার পাশাপাশি প্রবাসীদের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত কিংবা অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও ভূমিকা রাখতে হবে। কেননা ভিত্তিহীন অপপ্রচার প্রবাসীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে ভয়াবহ রকম অনাস্থা সৃষ্টি করছে করছে। দেশের স্বার্থে সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির উদাহরণ তৈরি করতে হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের বিরুদ্ধে বারবার তার কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন বলে জনাব বশির উল্লেখ করেন।

কোকো'র শ্বশুরের মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য বিএনপির শোক

মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ এক শোকবার্তায় মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য, এমএইচ হাসান রাজাগত ১৮ মার্চ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।
তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী মুখলেমা রাজা, এক মেয়ে, দুই ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্রেন্ট কাউন্সিলের অ্যাওয়ার্ড পেলেন একাউন্টেন্ট নুরুজ্জামান

এ সময় বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্রেন্ট কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ আহমদ, বৃটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তণ প্রেসিডেন্ট শাহগীর বখত ফারুক, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের নেতা মোঃ নাসির উদ্দিন, কমিউনিটি নেতা তারাউল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লাকী মিয়াসহ অনেকেই।
অ্যাওয়ার্ড তুলে দিয়ে মেয়র পারভেজ আহমদ বলেন, প্রকৃত অর্থেই কমিউনিটির জন্য কাজ করছেন-এমন একজন গুণী ব্যক্তির হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দিতে পেরে আনন্দবোধ করছি। নুরুজ্জামানের মতো ব্যক্তিরাই কমিউনিটিতে লুকিয়ে থাকা হিরো। তাঁদেরকে সম্মাননা জানানোর মধ্য দিয়ে কমিউনিটি সেবায় উজ্জীবিত করতে হবে। আমি আশাকরি এই অ্যাওয়ার্ড তাঁকে কর্মক্ষেত্রে আরো উদ্যমী করে তুলবে এবং অনেকদূর এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। তিনি জনাব নুরুজ্জামানের সুস্বাস্থ্য ও উত্তোরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।
প্রফেসর শাহগীর বক্ত ফারুক বলেন, আবুল হায়াত নুরুজ্জামান কমিউনিটিতে অত্যন্ত সুপরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি একটি ফ্লাগশিপ একাউন্টিং ফার্মের কর্ণধার। তাছাড়া বৃটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের ইতিহাসে সবচেয়ে তরুণ ও উদ্যমী ডাইরেক্টর। যিনি এই সংগঠনের ইন্টারন্যাশনাল ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আজকের এই সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড তাঁর একান্তই প্রাপ্য। ব্রেন্ট কাউন্সিল একজন যোগ্য মানুষকে অ্যাওয়ার্ডে ভুষিত করে তাঁর কর্মের মূল্যায়ন করেছে এজন্য মেয়র পারভেজ আহমদকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আবুল হায়াত নুরুজ্জামানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন।
ক্যাটারার্স নেতা নাসির উদ্দিন বলেন, একাউন্টেন্ট নুরুজ্জামান কমিউনিটির অধিকার রক্ষার যেকোনো আন্দোলন-সংগ্রামে সম্মুখ সারিতে থাকেন। একজন পরিচ্ছন্ন ইমেইজের মানুষকে অ্যাওয়ার্ডে ভুষিত করার জন্য মেয়র পারভেজ আহমদতে ধন্যবাদ জানাই।
অ্যাওয়ার্ডে ভুষিত হওয়ার পর আনন্দে আপ্লুত নুরুজ্জামান বলেন, এই অ্যাওয়ার্ড আমার জন্য বিশাল সম্মানের। একটি কাউন্সিল থেকে অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হতে পারায় আমি গর্ববোধ করছি। তিনি তাঁকে অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত করায় ব্রেন্ট কাউন্সিল ও মেয়র পারভেজ আহমদকে ধন্যবাদ জানান। একাউন্টটেন্ট নুরুজ্জামান বলেন, এই অ্যাওয়ার্ড আমাকে পেশাক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগাবে। সমাজসেবায় অনুপ্রেরণা যোগাবে।
উল্লেখ্য, একাউটেন্ট আবুল হায়াত নুরুজ্জামান একাউন্টিং পেশার পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা ও চ্যারিটিমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কিছুদিন আগে তিনি ও তাঁর টিম সিরিয়ান শরনার্থীদের জন্য হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ৬০ হাজার পাউন্ডের বেশি সংগ্রহ করেন। তাছাড়া চীনের গ্রেট ওয়ালে হাঁটার চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাঁটতে যান এবং ফান্ডরেইজ করেন। আরো অন্যান্য চ্যারিটি সংস্থার সাথেও তিনি সংস্পৃক্ত। ট্যাক্সেশন ও স্মল বিজনেস বিষয়ে বাংলা মিডিয়া এবং ডেইলি স্টারসহ মুলধারার অন্যান্য মিডিয়ায় নিয়মিত কমেন্ট দিয়ে থাকেন। টিভি টক শ'তেও নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন।

নবসাজে সজ্জিত ওশেন চিলড্রেন সেন্টারের উদ্বোধন

শিশুকে সেবা দিতে পারবে।
গত ৮ মার্চ শতাধিক পরিবারের উপস্থিতিতে নির্বাহী মেয়র জন বিগস নব সাজে সজ্জিত এই সেন্টারটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর মেয়র তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল শিশুদের জীবনের সূচনাটি যাতে সুন্দরভাবে হয় তা নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর এজন্য আমরা আমাদের চিলড্রেন সেন্টারগুলোতে অব্যাহতভাবে বিনিয়োগ করছি। ওশেন চিলড্রেন সেন্টার এর মধ্যে অন্যতম। চিলড্রেন সেন্টারগুলোতে বিভিন্ন শিশুসেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদেরও নিয়ে আসা হয়েছে। এর একটাই উদ্দেশ্য এক ছাদের নীচে শিশু এবং পরিবারকে বিভিন্ন সেবা প্রদান।
কেবিনেট মে"ার ফর এডুকেশন এন্ড চিলড্রেন সার্ভিস কাউন্সিলার র‍্যাচেল সন্ডার্স তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, পরিবার এবং শিশু কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সবাই যাতে বিভিন্ন সেবা, তথ্য এবং উপদেশ নিয়ে উপকৃত হতে পারেন এজন্য চিলড্রেন সেন্টারগুলোকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ওশেন চিলড্রেন সেন্টারটি ব্যবহারের জন্য স্টেপনী এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলোর প্রতি আমন্ত্রণ রইলো। উল্লেখ্য, গত সামারে বারাব্যাপী ব্যাপক কনসালটেশনের পর কাউন্সিল প্রি-স্কুল বয়সী শিশু ও তাদের পরিবারকে ওশেন চিলড্রেন সেন্টারসহ মোট ১২টি চিলড্রেন সেন্টার থেকে সেবা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহন করে। সরাসরি কাউন্সিল অর্থে পরিচালিত এসব চিলড্রেন সেন্টারে যেসব সার্ভিস দেয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে রয়েছে ক্রিয়েটিভ প্লে সেশন, এমপ্লয়মেন্ট এবং ভলান্টিয়ার বিষয়ে উপদেশ, প্যারেন্টিং ক্লাস, হাউজিং সাপোর্ট সার্ভিস ইত্যাদি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সৌদি আরবে নির্যাতনের শিকার কুলাউড়ার গৃহবধূ

করতে না পেরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন গৃহবধূ। কিন্তু তাতেও রেহাই মেলেনি। একপ্রকার নেশা জাতীয় দ্রব্য জোরপূর্বক খাওয়ানো তাকে। সেই নেশাদ্রব্য খাওয়ার পর অবচেতন হয়ে পড়তেন। শুধু চোখ দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন। কিছু বুঝতেন না। এই অবচেতন অবস্থায় ৫-৬ জন লোক পাশবিক নির্যাতন চলাতো। অবস্থা চরম খারাপ হতে থাকলে শাহজাহান মিয়ার কাছে দেশে ফেরত পাঠানোর আকুতি জানালে গত ১১ই ফেব্রুয়ারি গৃহবধূকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। যৌন ক্ষুধা নিবৃত করতে আসা লোকজন কিছু টাকা বখশিশ দিতো। এতে করে কিছু টাকা জমে গৃহবধূর কাছে। ফেরত পাঠানোর সময় সৌদি আরবে বিমানবন্দরে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে এক কাপড়ে বিমানে তুলে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়।
১১ই ফেব্রুয়ারি দেশে ফেরত এসে ১৫ই ফেব্রুয়ারি কুলাউড়া হাসপাতালে (রেজি নং ৯০৫/০৩) ভর্তি হন। চিকিৎসা শেষে ৮ই মার্চ কুলাউড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ তদন্ত করতে পার করে আরও ১১ দিন। গত ১৬ই মার্চ মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু ইউছুফ গৃহবধূকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।
অভিযুক্ত শাহজাহান মিয়ার সঙ্গে মোবাইল ফোনে সৌদি আরব যোগাযোগ করা হলে তিনি গৃহবধূকে সৌদি আরব নেয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, থানার ওসি, তদন্তকারী এসআই, ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তারা জানে এটা মিথ্যা।
এ ব্যাপারে কুলাউড়া থানার অফিসার ইনচার্জ মো. শামসুদ্দোহা পিপিএম জানান, অধিকতর তদন্তের জন্য পুলিশ সৌদি আরবে অবস্থানরত শাহজাহান মিয়ার সঙ্গে ফোনে কথা বলে। অভিযোগকারী মহিলাকে সেখানে নেয়ার পর আরবি মালিকের ঘরে নাকি তার কাছে ছিল তা প্রমাণের জন্য বলা হয়েছে। সে কিছু প্রমাণ পাঠাচ্ছে। তদন্ত সম্পন্ন হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ক্যান্সার রোগীকে বাঁচাতে প্রয়োজন মাত্র ১ লক্ষ টাকা

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আব্দুল কাদিরের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন মাত্র ১ লক্ষ টাকা। কিন্তু হতদরিদ্র আব্দুল কাদিরের পরিবারের পক্ষে এ ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি সমাজের বিত্তবানদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। এ ব্যাপারে ৪নং উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আহমেদ জুবায়ের লিটন আব্দুল কাদিরের চিকিৎসার্থে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। আব্দুল কাদিরের চিকিৎসার তহবিল সংগ্রহে একটি সঞ্চয়ী হিসাব নং খোলা হয়েছে।
হেল্প ফর কাদির (যৌথ একাউন্ট)
একাউন্ট নং: ৫৮১৮০০১০০৫৭৫০
সোনালী ব্যাংক, শাহবাজপুর শাখা
যে কোন তথ্যের জন্য
মোবাইল নাম্বার: ০১৮১২ ১৪৫ ৬৩৫ (বিকাশ)

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide
FREE Bengali newsweekly
TO PLACE ADVERT CALL: 07940 782 876

বাংলানিউজের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড এয়ারের ৫০০ কোটি টাকার মামলা

দেশ ডেস্ক: অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কমের বিরুদ্ধে ৫০০ কোটি টাকার মানহানি মামলা দায়ের করেছেন ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ (বিডি) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপ্টেন তাসবিরুল আহমেদ চৌধুরী। মামলায় নিউজ পোর্টালটির বার্তা সম্পাদক ও প্রতিবেদক শাহেদ এরশাদকে আসামি করা হয়েছে। রাজধানীর সিএমএম কোর্টে গত ১৬ মার্চ বৃহস্পতিবার মামলা (নং ৪১২/১৭) দায়ের করেন তিনি। আদালত মামলাটি গ্রহণ করে

BANGLA NEWS 24.com

গুলশান থানা পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ইউনাইটেড এয়ারওয়েজের বিরুদ্ধে একাধিকবার বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ করে বাংলানিউজ। অসত্য ও মনগড়া তথ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এমন তথ্য প্রকাশ করায় ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ (বিডি) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপ্টেন তাসবিরুল আহমেদ চৌধুরীর সম্মানহানী এবং কোম্পানির স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়।

ধারাবাহিকভাবে বিভ্রান্তিকর এমন তথ্য প্রকাশ করায় গত বছরের ২০ ডিসেম্বর নিউজ পোর্টালের সম্পাদক বরাবর উকিল নোটিশ পাঠায় ইউনাইটেড এয়ার কর্তৃপক্ষ।

নোটিসে প্রকাশিত সংবাদের বিভিন্ন অসম্পূর্ণ তথ্য এবং ১০০০ কোটি টাকা নিয়ে এমডি উধাও সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলানিউজ কর্তৃপক্ষ এড়িয়ে যান। নিউজ পোর্টালটিকে আইনি নোটিশ দিলে এর ব্যাখ্যা প্রদান না

পৃষ্ঠা ৩৯

কোকো'র শ্বশুরের মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য বিএনপির শোক

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর শ্বশুর প্রকৌশলী এমএইচ হাসান রাজার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ

পৃষ্ঠা ৩৯

কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি

ব্রেন্ট কাউন্সিলের অ্যাওয়ার্ড পেলেন একাউন্টেন্ট নুরুজ্জামান

দেশ রিপোর্ট: পূর্ব লন্ডনের খ্যাতনামা একাউন্টিং ফার্ম তাজ একাউন্টেন্টস এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আবুল হায়াত নুরুজ্জামান কমিউনিটি সেবায় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষ অ্যাওয়ার্ডে ভুষিত হয়েছেন। ব্রেন্ট কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ আহমদ গত ২২ মার্চ বুধবার তাঁকে এই অ্যাওয়ার্ডে ভুষিত করেন। ওইদিন দুপুরে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে মেয়র পার্লারে তাঁর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়।

পৃষ্ঠা ৩৯

নবসাজে সজ্জিত ওশেন চিলড্রেন সেন্টারের উদ্বোধন

সংস্কারের পর পুনরায় খুলে দেয়া হয়েছে স্টেপনী গ্রীনের ওশেন চিলড্রেন সেন্টার। প্রায় ৪শ ৩০ হাজার পাউন্ড ব্যয়ে সংস্কারকৃত চিলড্রেন সেন্টারটিতে নতুন হেলথ রুম, ডিজএবহ্ব রুম, মিটিং এবং ট্রেনিং সুবিধা সংজোযন করা হয়েছে। এছাড়া নার্সারী এবং আউটডোর খেলাধূলার ব্যবস্থাকেও উন্নত করা হয়েছে। এই সংস্কার এবং পরিধি বর্ধনের ফলে সেন্টারটি এখন তার কেচম্যান্ট এড়িয়ায় ৫ বছরের নীচে ১৬শ ২৩ জন

পৃষ্ঠা ৩৯

সৌদি আরবে নির্যাতনের শিকার কুলাউড়ার গৃহবধূ

সিলেট, ২২ মার্চ : সৌদি আরবের বিশাল টাকা বেতন আর আরাবিয়ান লোকের ঘরে গৃহকর্মীর কাজের প্রলোভন দেখিয়ে পাঠানো হয় সৌদি আরবে। সেখানে আড়াই মাস আটকে রেখে প্রতিদিন ৫-৬ জন লোক এনে চালানো হতো পাশবিক নির্যাতন। বিদেশ থেকে ফিরে এসে থানায় লিখিত অভিযোগ ও সাংবাদিকদের কাছে সৌদি আরবে থাকাকালীন লোমহর্ষক পাশবিক নির্যাতনের বর্ণনা দেন কুলাউড়া পৌর এলাকার দতরমুড়ি গ্রামের গৃহবধূ।

গৃহবধূর লিখিত অভিযোগ ও মৌখিকভাবে জানান, উপজেলার জয়চণ্ডী ইউনিয়নের কামারকান্দি গ্রামের মৃত আবদুল আলী ওরফে বন্দই মিয়ার ছেলে শাহজাহান মিয়া (৪০) তাকে ভিসা দিয়ে সৌদি আরবে নেন। বিদেশ পাঠানোর আগে শাহজাহান মিয়ার ভাই ও ভবানীপুর গ্রামের তাদের বোনের জামাই কনু মিয়া ওরফে চৌধুরী সৌদি আরবে ২০ হাজার টাকা বেতনে নারী কর্মী হিসেবে পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। সেই প্রস্তাবে রাজি হলে বানানো হয় পাসপোর্ট (নং বিএল ০৩০৬০৮১)। ভিসার মূল্য বাবত সৌদি আরব যাওয়ার আগে দেয়া হয় ৫০ হাজার টাকা। ২০১৬ সালের ১৫ই নভেম্বর সৌদি আরবে পাঠানো হয় গৃহবধূকে।

সৌদি আরব এয়ারপোর্ট থেকে তাকে নিজের বাসায় নিয়ে যায় শাহজাহান। সেই বাসায় আটকে রেখে গৃহবধূকে নিজে ধর্ষণ করেন। নির্ধারিত কর্মস্থলে না নিয়ে শাহজাহান প্রতিদিন ধর্ষণ করতে থাকে। শুধু সে নিজে নয় প্রতিদিন ৫-৬ কালো লোক নিয়ে আসতো বাসায়। যারা পাশবিক নির্যাতন চালাতো। নির্যাতন সহ্য

পৃষ্ঠা ৩৯

ক্যান্সার রোগীকে বাঁচাতে প্রয়োজন মাত্র ১ লক্ষ টাকা

বড়লেখা উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের করমপুর গ্রামের আব্দুল কাদির (৪৩) মরনব্যধি ক্যান্সারে ভুগছেন।

ক'দিন আগে টিউমার অপারেশনের জন্য আব্দুল কাদির সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু অপারেশনের পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন যে, এটা সাধারণ কোন টিউমার নয়, এটি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার অর্থ্যাৎ আব্দুল কাদিরের শরীরে বাসা বেধেছে মরনব্যধি ক্যান্সার। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ক্যান্সারটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। দ্রুত চিকিৎসা নিলে আব্দুল কাদির সুস্থ্য হয়ে উঠবেন।

পৃষ্ঠা ৩৯

লন্ডন মহানগর শাখা বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি এমএ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ যুক্তরাজ্য বিএনপির লন্ডন মহানগর শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি (৯১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী ও ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি) অনুমোদিত করেছেন। গত ২০ মার্চ যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমেদ স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যরা হলেন, সভাপতি- মোঃ তাজুল ইসলাম,

পৃষ্ঠা ৩৮

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ছাড়া নির্বাচন হতে দেয়া হবে না

- মির্জা ফখরুল

ঢাকা, ২২ মার্চ : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন, বিরোধী দলকে ঘরে বন্দি রেখে প্রধানমন্ত্রী একতরফাভাবে দলীয় প্রতীক নৌকার

পৃষ্ঠা ৩৮

Editor
Taysir Mahmud

Published By
Reflect Media Ltd. 7th Fl, City Reach, 5 Greenwich View, E14 9NN

Telephone
0203 540 0942 ● 0203 540 0940 ● Advert: 07940 782 876

Email
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk